RbM‡Yi ˆRe ˆewP‡Î¨i LwZqvb

M½vbMi Avi.wW eK

১.১ মেসেজ, ম্যাপ ঃ

Photo

ADLPCCF & CWLW
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

বার্তা

প্রিয় রাজ্যবাসী,

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত বিষয়। যার ফলে বিশ্ব পরিবেশের সামনে আজ ভয়াবহ বিপদ। যত দিন যাচ্ছে ততই পরিবেশ বিভিন্ন সুত্রে নানা উৎস থেকে কলুষিত হয়ে পড়েছে। এই প্রতিফুল অবস্তায় দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে জৈব-বৈচিত্র এই জৈব বৈচিত্র্যই মানুষের জীবন ধারনের জন্য একান্ত অপরিহার্য্য।

জৈব বৈচিত্র্য বিলুপ্তির কারন খুজতে গেলে দেখাযায় বিষয়টা মানুষ্য সৃষ্ট অনেকটা। যেমন নির্বিচারে বৃক্ষছেদন, নির্দয় ভাবে আরন্য শংহার, দ্রুত শিল্পায়ন, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন এবং সে সঙ্গে জন সংখার প্রচন্ড চাপ। সামগ্রিক ভাবে যত দিন যাচ্ছে ততই এই গ্রহটা মানুষের অদুরদর্শিতা, হটকরিতা এবং অবিবেচনার দরুন মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। এভাবে চলতে থাকলে এই গ্রহে একদিন জীবনের স্পন্দনই থেমে যাবে।

সমস্যাটা সারা বিশ্ব ব্যপি। আমরা মানুষ হিসাবে ত্রিপুরায় তথা বিশ্বের একটি অংশে বাস করি। জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্বা উষ্ণায়ন, জীবকুলের বিলুপ্তি ইত্যাদি এই ক্ষুদ্র রাজ্যে ও স্পষ্ট। এবং অনুভুত।

এই পরিস্থিতির মোকাবেলায় কোন সরকার বা কোন দপ্তরের দ্বারা অসম্ভব। যদি না তৃন মূল স্তরের জনগনকে সংযুক্ত বা অংশিদারিত্ব না দেওয়া হয়।

এই দিকটি লক্ষকরে ভারত সরকার সংসদের উভয় কক্ষে সংবিধানে সংশোধনী এনে জৈব বৈচিত্র্য আইন ২০০২ এবং জৈব বৈচিত্র্য বিধি ২০০৪ প্রনয়ন করেন। অনুরুপ ভাবে ত্রিপুরা সরকার ও ২০০৮ সালে জৈব বৈচিত্র বিধি প্রনয়ন করেন।

ত্রিপুরা রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য বোর্ড সারারাজ্যে ব্যপি কর্মসূচী গ্রহন করেছে। এই কাজে সর্বস্তরের রাজ্য বাসীকে এগিয়ে আসার এবং সর্বপ্রকার সাহায্যের দাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান রাখছি।

নিবেদক

Adl.PCCF & CWLW
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

১.২- গঙ্গানগরের মানচিত্র

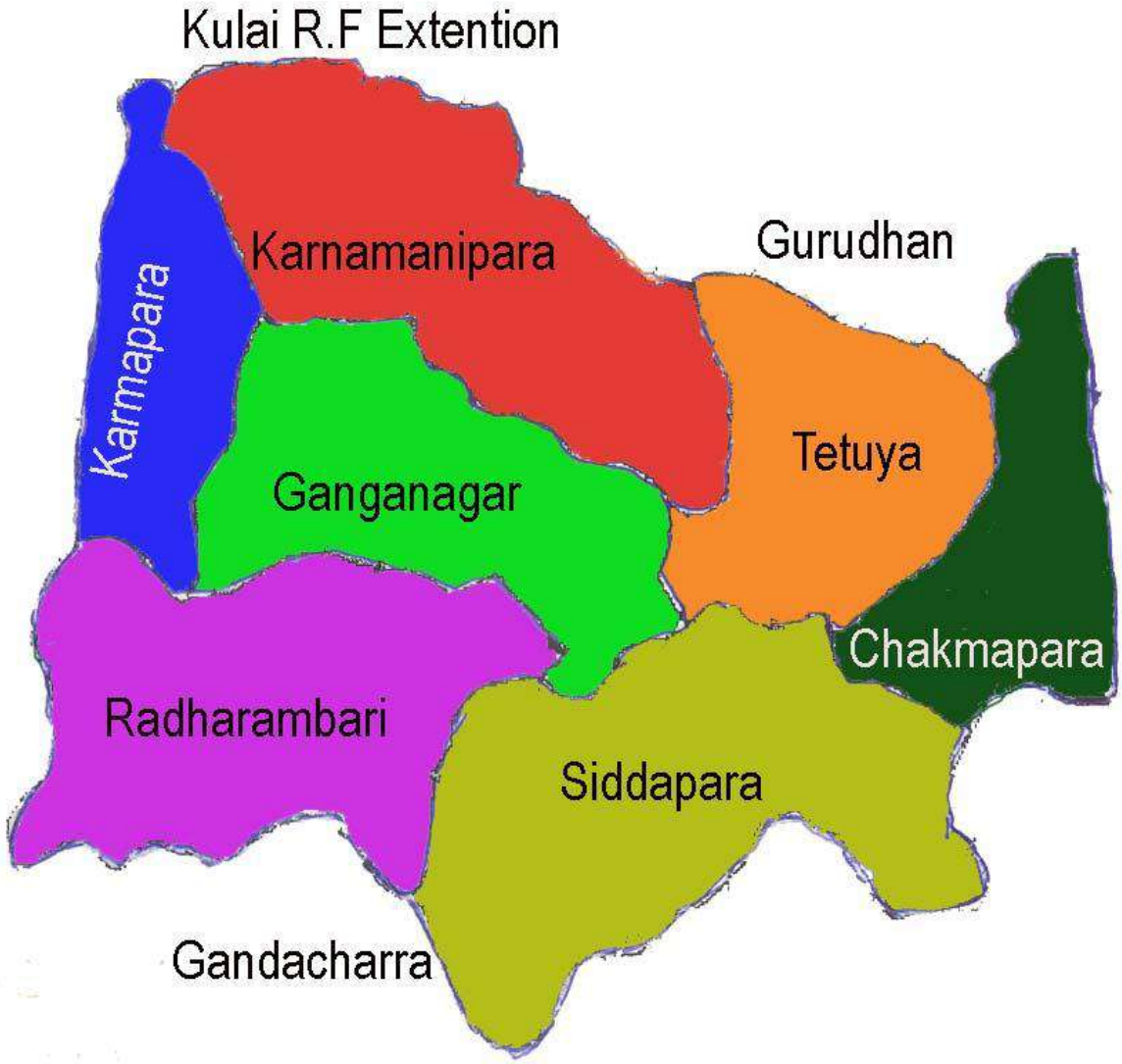

১.৩ জৈববৈচিত্র্যের ধারনা ও তৎসম্পর্কীত

জৈববৈচিত্র্য আইন ও বিধির পটভূমি

১৯৯২সালে ব্রাজিলের রি.ও.ডি জেনেরিও শহরে পৃথিবীর ১৫৪টি দেশের রাষ্ট্র প্রধান, পরিবেশ মন্ত্রী, অর্থনীতিবিদ, পরিবেশ বিজ্ঞানীগন এক মহা সম্মেলনে একত্রিত হন। এবং একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।এই মর্মে যে,

*** ওজন স্তরের ঘনত্ব হ্রাস, ভূ-উষ্ণায়নজনিত কারনে জৈববৈচিত্র্যের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারোধে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহন করা।**

ভারত সরকারের গৃহিত পদক্ষেপ

উক্ত পটভূমিকে সামনে রেখে ভারত সরকার ২০০২ সালে "জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষন আইন" এবং ২০০৪ সালে "জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষন নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন।

ত্রিপুরা সরকারের গৃহিত পদক্ষেপ

ভারত সরকারের জৈববৈচিত্র্য আইন ২০০২এর ৬৩নং ধারা ১ নং উপধারা মতে ত্রিপুরা সরকার "জৈববৈচিত্র্য নিয়মাবলী অইন প্রনয়ণ" করেন যাহার গেজেট নং-নং.এফ-৮(৩১)/এ/ফর-ডব্লিও.এল/৯৮ পার্ট-২/৭৩০৯-৪০ তাং-১৬/০৩/২০০৮

ত্রিপুরা রাজ্য জৈব বৈচিত্র বোর্ডের গঠন প্রনালী

ক্রমিক নং	পদ	পদবী
১	চেয়ারম্যান	মাননীয় চীফ সেক্রেটারী, ত্রিপুরা
২	পি.সি.সি.এফ , ত্রিপুরা	এক্স.ওফিসিও মেম্বার
৩	কমিশনার এবং সেক্রেটারী কৃষি দপ্তর, ত্রিপুরা	ঐ
৪	কমিশনার এবং সেক্রেটারী প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, ত্রিপুরা	ঐ
৫	কমিশনার এবং সেক্রেটারী মৎস্য দপ্তর, ত্রিপুরা	ঐ
৬	কমিশনার এবং সেক্রেটারী তপঃ জাতি/তপঃউপজাতি দপ্তর, ত্রিপুরা	ঐ
৭	পি.সি.সি.এফ এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষক, ত্রিপুরা	মেম্বার সেক্রেটারী
৮	নন অফিসিয়াল মেম্বার	৫ জন।

জৈব বৈচিত্র্য কি ?

জৈব বৈচিত্র্য হচ্ছে জীবনের বৈচিত্র্য। বিভিন্ন গাছপালা,পশুপাখী, কীট পতঙ্গ এই জাতীয় প্রাণীকূল ও পুরো বাস্তু-ব্যবস্থা।

জৈব বৈচিত্র্য ছাড়া মানুষের জীবন চলেনা। আমাদের আমিষ বা নিরামিষ খাদ্যের ১০০% (শতাংশ) আসে জীব বৈচিত্র্য থেকে।

আমাদের বাঁচার জন্য যে সব ঔষধ তার ৭০% (শতাংশ) পাই জৈব বৈচিত্র্য থেকে। পরিধানের ৮০%(শতাংশ) জামা কাপড় তৈরির উপাদান পাই জীব বৈচিত্র্য থেকে এবং গ্রামীন বাসস্থান নির্মানের ৯০ %শতাংশ পাই জৈব বৈচিত্র্য থোক।

কোথায় কোথায় বি. এম. সি গঠন করতে হবে?

* প্রতিটি স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থাতার এলাকার মধ্যে একটি বায়ো-ডাইভাসিটি কমিটি গঠন করবে। ঠিক সেভাবে সমস্ত পঞ্চায়েত, পুরপরিষদ ও নিগমগুলিতেও বায়ো-ডাই-ভারসিটি কমিটি বা জৈব বৈচিত্র্য কমিটি গঠন করতে হবে।

কিভাবে বি. এম. সি গঠন করতে হবে?

* প্রতিটি বি. এম. সি-তে একজন সভাপতি(সংশিষ্ট স্থানীয় সায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রেসিডেন্ট) এবং একজন সচিব (সানীয় সংস্থার সচিব) থাকবেন।
* এছাড়া ছয় জন সদস্য যাদের নির্বাচন করবে পঞ্চায়েত কমিটি।
*সদস্য হতেপারবেন যে কোন কৃষি ক্ষেত্রের প্রতিনিধি, কলেক্টর/ কাঠ ছাড়া অন্যান্য বনজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, জৈব বৈচিত্র্য ব্যবাহারকারী সংস্ব, সমাজ সেবী, শিক্ষক বা গবেষনাকারী। তার মধ্যে মহিলা সদস্য থাকবেন দুইজন এবং এদের একজন হতে হবে তপশিলী উপজাতি/ জাতি সম্প্রদায়ের।
* সদস্য/ সদস্যারা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের বাসিন্দা হবেন এবং পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকাভুক্ত হবেন।
* পঞ্চায়েত সদস্যরা বি এম সি -র সদস্য হতে পারবেন না।
* এই কমিটিগুলির বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসাবে থাকবেন বন ও বন্যপ্রানী দপ্তর, কৃষি, পশুপালন, স্বাস্থ্য, মৎস্য, শিক্ষা ইত্যাদি দপ্তর ও গবেষনাকারী প্রতিষ্ঠাগুলি। স্থানীয় এম.এল.এ ও এম.পি. -রাও অতিথি হিসাবে থাকতে পারবেন

জৈববৈচিত্র্য হরিয়ে গেলে কি হয় ?

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে জৈববৈচিত্র্য গড়ে উঠে এবং বিচিত্র প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বাসস্থান গড়ে উঠতেও প্রয়োজন হয় দীর্ঘ ভূ-তাত্ত্বিক সময়। তাই কোন প্রজাতির ধ্বংস হওয়াটা একটি মারাত্মক চিন্তার বিষয়। এক বার কোন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তা আর সৃষ্টি হয় না। তাদের জায়গায় নূতন প্রজাতি সৃষ্টি হতে সময় লাগে আরো লক্ষ লক্ষ বৎসর। যাহা মানব সভ্যতার পরিপন্থী।

কিভাবে জনগনের জৈববৈচিত্র্যের রেজিস্টার তৈরী করতে হবে ?

জনগনের বায়ো- ডাইভারসিটি রেজিস্টার (পি.বি.আর) জনগনের জন্য জনগনের দ্বারা তৈরী জনগনের রেজিস্টার।

পি.বি.আর-এর জন্য তথ্য সংগ্রহের মূল উপায়গুলি হচ্ছে ঃ

ক) বয়স্ক ব্যাক্তি/জ্ঞানী ব্যাক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার করে।

খ) দলের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

গ) স্বেচ্ছাসেবী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দলগুলির ক্ষেত্র ভ্রমন পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে।

ঘ) প্রচলিত সরকারী দলিলপত্র থেকে।

পি.বি.আর রচনার উদ্দেশ্য ঃ

* সংরক্ষনমূলক চাষের উদ্দেশ্য জৈব সম্পদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা।
* সমাজের সমস্ত লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কৃষি, হাঁস-মুরগি, মৎস্য, বন ও জন স্বাস্থ্যের তথ্য ভিত্তিক সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাপন উৎসাহিত করা।
* জৈব সম্পদ সংগ্রহের উপর ফী ধার্য করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
* মূল্যবান সম্পদের সংরক্ষন করা।
* জৈব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করা।
* জৈব সম্পর্কে স্থানীয় জ্ঞান আহরণের উপর ফী ধার্য করে অর্থ সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করা ও সে সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করা।
* স্থানীয় জনগনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ থেকে লব্ধ সুফল অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে ভোগ করা।

জৈব বৈচিত্র্য আইনের বিশেষ কিছু ধারা

জৈব বৈচিত্র্য আইনের মোট ৬৫টি ধারা ও বেশ কিছু উপ ধারা আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি যথাক্রমেঃ

* ৮ নং ধারা মতে জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের স্থাপনা।
* ২২ নং ধারা মতে রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদ গঠন।
* ৪১ নং ধারা মতে বি.এম.সি বা জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন।
* ৪৩ নং ধারা মতে স্থানীয় জৈব বৈচিত্র্য সমিতির তহবিল গঠন।
    ক) জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুদান।
    খ) রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদের অনুদান।
    গ) বিভিন্ন বোর্ডের অনুদান।
    ঘ) বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবি ও কর্পোরেট সংস্থার অনুদান।
    ঙ) ব্যাঙ্কের ঋণ।
    চ) বিভিন্ন ধরনের ফি, শুল্ক ও চাঁদা থেকে অর্থ গ্রহণ।
* ৫৫ নং ধারা মতে জৈব বৈচিত্র্য আইন ভঙ্গ করলে ৫ বৎসরের জেল ও ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা।
* ৫৮ নং ধারা মতে সকল অপরাধ আদালতে গ্রাহ্য এবং জামিন অযোগ্য অপরাধ।

অপরাধের চরিত্র

বিনা অনুমতিতে জৈব সম্পদ সংগ্রহ, বানিজ্যিক ব্যবহার, সমিক্ষা, গবেষনা এবং গবেষনা জাত তথ্য বিদেশে পাচার ইত্যাদি

কৃষি

নাম	অন্তর্ভুক্তি	পদবী
প্রফেসর আর.সি সুমি	অধ্যক্ষ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, লেম্বুছড়া	আহ্বায়ক
শ্রী বাহারুল ইসলাম মজুমদার	সিনিয়র, কৃষি বিশেষজ্ঞ, এ.ডি নগর, আগরতলা	সদস্য
ডঃ সংকর প্রসাদ দাস	সিনিয়র সাইনটিস্ট, আই.সি.এ.আর, লেম্বুছড়া, আগরতলা	সদস্য

প্রানী সম্পদ ও মৎস্য উন্নয়ন দপ্তর

ডঃ এস.কে শ্রীবাস্তব	অধ্যক্ষ, ত্রিপুরা ভেটেরিনারী কলেজ	আহবায়ক
শ্রী মৃনাল কান্তি দাস	সিনিয়ার লেকচেরার, আই.সি.এ.আর, ফিসারী কলেজ, লেম্বুছড়া।	সদস্য
প্রফেসর বি.কে আরওয়াল	জীববিজ্ঞান বিভাগ, ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি	সদস্য
ডঃ শরমিষ্টা ব্যানার্জি	রিডার, মহিলা কলেজ আগরতলা	সদস্যা
ডঃ রমেন নাথ	সহকারী অধ্যাপক, ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়	সদস্য
ডঃ অজয় সাহা	আধিকারীক, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, অভয়নগর	সদস্য

বিশেষজ্ঞ গতানুগতিক জ্ঞান সম্পূর্ন বৌদ্ধিক সম্পদ রক্ষা কমিটি

ডঃ নলিনী কান্ত চক্রবর্তী	প্রাক্তন শাখা প্রধান, উদ্ভিদবিদ্যা,মহা বিদ্যালয়	আহবায়ক

বিশ্ব উষ্ণয়নের কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ

জন বিষ্ফোরন

অরণ্য নিধন

শিল্পায়ন

জলা ভূমির সংঙ্কোচন

বিশ্ব উষ্ণায়ণের লোগো

বিশ্ব উষ্ণায়নে ভারতের সম্ভাব্য পরিনতিঃ-

I.P.C.C (Inter-Governmental Penel for Climate Change) সমেত নানা দেশীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থা উষ্ণায়নের প্রভাবে ভারতের সম্ভাব্য পরিনতির এক ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেছেন যা কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রোস থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

* ভারতে খরার প্রকোপ ভয়ংকর রকম বাড়বে। নিত্যনূতন অঞ্চলে প্রায়শই খরার কবলে পরবে ফলে ২০৩০ সালে জন প্রতি জলের পরিমান বর্তমানের প্রায় ৩০ শতাংশ কমবে।

* কেরল, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির বৃষ্টির পরিমান কমবে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৫০ শতাংশ। শীতকালিন বৃষ্টি হবেনা বল্লেই চলে। ফলে রবিশষ্যের উৎপাদন মারখাবে। প্রভাব পরবে বনঔষধি, ফল, বিভিন্ন শাক-সবজির উৎপাদনে।

* ২১০০ সাল নাগাদ গুজরাট থেকে সুন্দরবন প্রায় সমগ্র ডপকূল ভাগ চলে যাবে জলের তলায় উদবাস্তু হবে প্রায় ৭ কোটী ভারতীয়।

* দানা শষ্য উৎপাদনে আসবে ভয়ংকর আঘাত গমের উৎপাদন কমবে ৩০ শতাংশ ইতিমধ্যে গমের উৎপাদন প্রবনতা হ্রাস লক্ষ করা গেছে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে।

* মশা বাহিত রোগের (ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর) প্রাদুর্ভাব বাড়বে নতুন নতুন এলাকায়।

* বিশুদ্ধ জলের অভাব হেতু কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদি জল বাহিত রোগ বেড়ে যাবে অনেক গুন। মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে এক সময় আয়ত্বের বাহিরে চলে যাবে।

* ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতের ২৫শতাংশ জীবকুল একেবারে হারিয়ে যাবে চিরতরে।

* বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা মুম্বাইয়ে যে অতি বৃষ্টি দেখা দিয়েছে তা চলতেই থাকবে। জীবনহানি সম্পদ বেড়েই চলবে।

২.১ বি.এম.সির প্রামাণ্য চিত্র ঃ

চাকমাপাড়া বি.এম.সি, গঙ্গানগর আর.ডি.ব্লক

পি.বি.আরের প্রচ্ছদ ছবি

বি.এম.সির সদস্যদের ছবি

বি.এম.সির জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি

বি.এম.সির রেজুলেশান

কর্ণমনিপাড়া বি..এমসি, গঙ্গানগর আর.ডি.ব্লক

জনগনের জৈব বৈচিত্র্যের রেজিস্টার

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সি
কর্ণমনিপাড়া ভিলেজ কমিটি
গঙ্গানগর আর.ডি.ব্লক।
ধলাই, ত্রিপুরা।

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির তিন বৎসর মেয়াদী পুনঃ গঠিত কার্যকারীর কমিটির সদস্য/সদস্যাদের স-চিত্র তথ্য

শ্রী বিক্রমজয় রিয়াং, চেয়ারম্যান বি.এম.সি

শ্রী সৈমিত্র চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, মেম্বার সেক্রেটারী বি.এম.সি

শ্রীমতি ধর্মতি রিয়াং,সদস্যা,

শ্রীমতি তৈপন্তি রিয়াং,সদস্যা

শ্রী বিশ্বরাম রিয়াং, সদস্য

শ্রী লাল বাহাদুর রিয়াং, সদস্য,

শ্রী মনিরাম রিয়াং, সদস্য

শ্রী উদয় কুমার রিয়াং, সদস্য

বি.এম.সির জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি

No.F.24 (4-2)/ Karnamanipara Village Council /For-TBB-2014/ [illegible]
Government of Tripura
Tripura Biodiversity Board
Aranya Bhawan, Gurkhabasti

Dated: Agartala, [illegible] 2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub-section 41 of the Biological Diversity Act 2002 the following persons are nominated by the local body as members of Karnamanipara Village Council Biodiversity Management Committee under Gangangar RD Block, Dhalai District.

Sl No.	Name	Designation
1	Sri. Bikramjoy Reang	Chairperson
2	Smt. Sumitra Chakraborty	Member Secretary
3	Smt. [illegible]	Women Member
4	Smt. [illegible] Das	Women Member
5	Sri. [illegible] Das	Member
6	Sri. Nandalal Das	Member
7	Sri. [illegible] Das	Member
8	Sri. [illegible] Das	Member

The Chairperson of the local body shall have tenure of three years.
Copy of the BMC resolution at Karnamanipara VC (village level) is enclosed herewith.

(Dr. A.K Gupta)
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

Enclo: As stated

To
Member Secretary,
Karnamanipara Village Council BMC

Copy :
1. District Forest Officer South/ Dhalai for favour of kind information.
2. Wildlife Warden, Trishna. This has a reference to your letter No. F.6-102/TWLS/DEV/TBB/For-2014-15/[illegible] dated 12/09/2014.
3. BDO, Gangangar R.D.Block.
4. Sri. Bikramjoy Reang, Chairperson, Karnamanipara Village Council BMC.
5. Smt. Sumitra Chakraborty, Member Secretary, Karnamanipara Village Council BMC. A bank account in a Govt. bank is to be opened immediately and account number to be notified to TBB. A copy of the BMC formation resolution is enclosed herewith.
6. All Members of Karnamanipara Village Council BMC.

Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

বি.এম.সির রেজুলেশান

BMC resolution at Karna Moni para Gram Panchayat

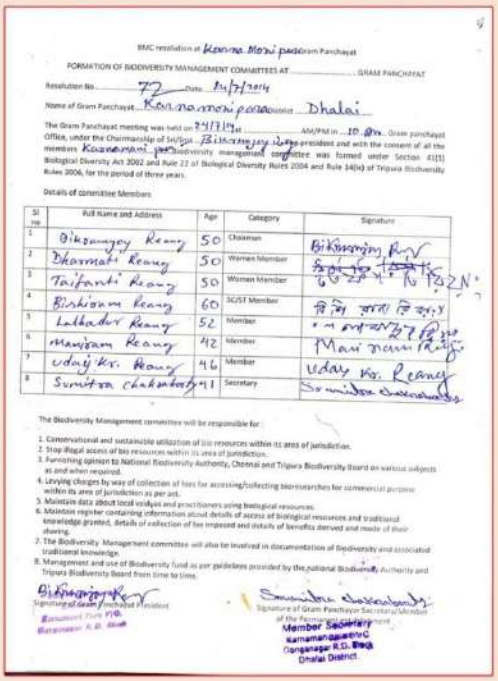

FORMATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES AT ________ GRAM PANCHAYAT

Resolution No. 77 Date 24/7/2014

Name of Gram Panchayat Karnamoni para District Dhalai

The Gram Panchayat meeting was held on 24/7/14 at ________ AM/PM in 10 am Gram panchayat Office, under the Chairmanship of Sri/Smt. Bikramjoy Reang president and with the consent of all the members Karnamani para Biodiversity management committee was formed under Section 41(1) Biological Diversity Act 2002 and Rule 22 of Biological Diversity Rules 2004 and Rule 14(iv) of Tripura Biodiversity Rules 2006, for the period of three years.

Details of committee Members

Sl no	Full Name and Address	Age	Category	Signature
1	Bikramjoy Reang	50	Chairman	Bikramjoy Reang
2	Dharmati Reang	50	Women Member	[illegible]
3	Taifanti Reang	50	Women Member	[illegible]
4	Bishiram Reang	60	SC/ST Member	[illegible]
5	Lalbadur Reang	52	Member	[illegible]
6	Maniram Reang	42	Member	Mani ram Reang
7	Uday Kr. Reang	46	Member	Uday Kr. Reang
8	Sumitra chakraborty	41	Secretary	Sumitra Chakraborty

The Biodiversity Management committee will be responsible for :

1. Conservational and sustainable utilization of bio resources within its area of jurisdiction.
2. Stop illegal access of bio resources within its area of jurisdiction.
3. Furnishing opinion to National Biodiversity Authority, Chennai and Tripura Biodiversity Board on various subjects as and when required.
4. Levying charges by way of collection of fees for accessing/collecting bioresources for commercial purpose within its area of jurisdiction as per act.
5. Maintain data about local vaidyas and practitioners using biological resources.
6. Maintain register containing information about details of access of biological resources and traditional knowledge granted, details of collection of fee imposed and details of benefits derived and mode of their sharing.
7. The Biodiversity Management committee will also be involved in documentation of Biodiversity and associated traditional knowledge.
8. Management and use of Biodiversity fund as per guidelines provided by the national Biodiversity Authority and Tripura Biodiversity Board from time to time.

Signature of Gram Panchayat President

Signature of Gram Panchayat Secretary/Member of the Permanent [illegible]

Member Secretary
Karnamanipara VC
Ganganagar R.D. Block
Dhalai District

কর্মপাড়া বি.এম.সি, গঙ্গানগর আর.ডি.ব্লক

জনগণের জৈব বৈচিত্র্যের রেজিষ্টার

কর্মপাড়া বি.এম.সি
কর্মপাড়া ভিলেজ কমিটি
গঙ্গানগর আর.ডি.ব্লক ।
ধলাই, ত্রিপুরা ।

কর্মপাড়া বি.এম.সির তিন বৎসর মেয়াদী পুনঃ গঠিত কার্যকারীর কমিটির সদস্য/সদস্যাদের স-চিত্র তথ্য

শ্রীমতি খুসিরুং রিয়াং, চেয়ারম্যান বি.এম.সি

শ্রী প্রেমানন্দ গোপ,পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, মেম্বার সেক্রেটারী বি.এম.সি

শ্রীমতি তরথকরুং রিয়াং,সদস্যা

শ্রীমতি দুসরুং রিয়াং ,সদস্যা

শ্রী বিজয় কুমার রিয়াং,সদস্য

শ্রী বিশিরুম রিয়াং, সদস্য,

শ্রী মলেন্দ্র রিয়াং, সদস্য

শ্রী সংগাহাম রিয়াং, সদস্য

বি.এম.সির জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি

No.F.24 (4-3)/ Karmapara Village Council /For-TBB-2014/ 1957-66
Government of Tripura
Tripura Biodiversity Board
Aranya Bhawan,Gorkhabasti

Dated: Agartala, ...3...10..,2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by **Sub-section-41** of the Biological Diversity Act-2002 the following persons are nominated by the local body as members of Karmapara Village Council Biodiversity Management Committee under Gangnagar RD-Block, Dhalai District.

Sl No.	Name	Designation
1	Sri. Khushirang Reang	Chairperson
2	Sri. Premananda Gope	Member Secretary
3	Smt. Tharthakraug Reang	Women Member
4	Smt. Dusharung Reang	Women Member
5	Sri. Bijoy Kumar Reang	Member
6	Sri. Bishirum Reang	Member
7	Sri. Malendra Reang	Member
8	Sri. Sangaham Reang	Member

The Chairperson of the local body shall have tenure of three years.
Copy of the BMC resolution at Karmapara VC (village level) is enclosed herewith.

[signature] 29/9/14
(Dr. A.K Gupta)
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

Enclo: As stated

To
Member Secretary,
Karmapara Village Council BMC

Copy :

1. District Forest Officer South/ Dhalai for favour of kind information.
2. Wildlife Warden, Trishna. This has a reference to your letter No. F.6-102/TWLS/DEV/TBB/For-2014-15/5684-85 dated 12/09/2014.
3. BDO, Ganganagar R.D.Block
4. Sri. Khushirang Reang, Chairperson, Karmapara Village Council BMC.
5. Sri. Premananda Gope, Member Secretary, Karmapara Village Council BMC. A bank account in a Govt. bank is to be opened immediately and account number to be notified to TBB. A copy of the BMC formation resolution is enclosed here with.
6. All Members of Karmapara Village Council BMC.

[signature] 29/9/14
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

বি.এম.সির রেজুলেশান

BMC resolution at Karmapara Gram Panchayat

FORMATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES AT .... GRAM PANCHAYAT

Resolution No. 69. Date 24/07/2014

Name of Gram Panchayat Karmapara . District Dhalai

The Gram Panchayat meeting was held on 24/7/14 at 11.00 AM/PM in .... Gram panchayat Office, under the Chairmanship of Sri/Smt Khushirang Reang president and with the consent of all the members .... Biodiversity management committee was formed under Section 41(1) Biological Diversity Act 2002 and Rule 22 of Biological Diversity Rules 2004 and Rule 14(ix) of Tripura Biodiversity Rules 2006, for the period of three years.

Details of committee Members

Sl no	Full Name and Address	Age	Category	Signature
1	Smt Khushirung Reang	35	Chairman	[illegible]
2	Smt. Tharthak rung Reang	40	Women Member	[illegible]
3	Smt Dusha rung Reang	39	Women Member	[illegible]
4	Sri Bijoy Kumar Reang	51	SC/ST Member	[illegible]
5	Sri Bishi rum Reang	50	Member	[illegible]
6	Sri Malendra Reng	33	Member	[illegible]
7	Sri Sangaham Reang	38	Member	Sangaham Reang
8	Sri Premananda Gope	50	Secretary	Premananda Gope

The Biodiversity Management committee will be responsible for :

1. Conservational and sustainable utilization of bio resources within its area of jurisdiction.
2. Stop illegal access of bio resources within its area of jurisdiction.
3. Furnishing opinion to National Biodiversity Authority, Chennai and Tripura Biodiversity Board on various subjects as and when required.
4. Levying charges by way of collection of fees for accessing/collecting bioresearches for commercial purpose within its area of jurisdiction as per act.
5. Maintain data about local vaidyas and practitioners using biological resources.
6. Maintain register containing information about details of access of biological resources and traditional knowledge granted, details of collection of fee imposed and details of benefits derived and mode of their sharing.
7. The Biodiversity Management committee will also be involved in documentation of Biodiversity and associated traditional knowledge.
8. Management and use of Biodiversity fund as per guidelines provided by the national Biodiversity Authority and Tripura Biodiversity Board from time to time.

Signature of Gram Panchayat President
Chairman
Karmapara BMC
Ganganagar R.D. Block
Dhalai District.

Premananda Gope.
Signature of Gram Panchayat Secretary/Member of the Permanent establishment
Member Secretary
Karmapara BMC
Ganganagar R.D. Block
Dhalai District.

রাধারামবাড়ি বি.এম.সি, গঙ্গানগর আর.ডি.ব্লক

বি.এম.সির প্রচ্ছদের ছবি

জনগণের জৈব বৈচিত্র্যের রেজিষ্টার

রাধারামবাড়ী বি.এম.সি
রাধারামবাড়ী ভিলেজ কমিটি
গঙ্গানগর আর.ডি.ব্লক।
ধলাই, ত্রিপুরা।

বি.এম.সির সদস্যদের ছবি

রাধারামবাড়ী বি.এম.সির তিন বৎসর মেয়াদী পুনঃ গঠিত কার্যকারীর কমিটির সদস্য/সদস্যাদের স-চিত্র তথ্য

শ্রী জনক রিয়াং, চেয়ারম্যান বি.এম.সি

শ্রী তুষার চন্দ,পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, মেম্বার সেক্রেটারী বি.এম.সি

শ্রীমতি অরুনবতী রিয়াং,সদস্যা,

শ্রীমতি চেয়াংবতী রিয়াং ,সদস্যা

শ্রী বির্য কুমার রিয়াং,সদস্য

শ্রী পূর্নরাম রিয়াং, সদস্য,

শ্রী কাসনারাই রিয়াং, সদস্য

শ্রী অধিরাই রিয়াং, সদস্য

বি.এম.সির জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি

Government of Tripura
Tripura Biodiversity Board
Aranya Bhavan,Gurkhabasti

NOTIFICATION

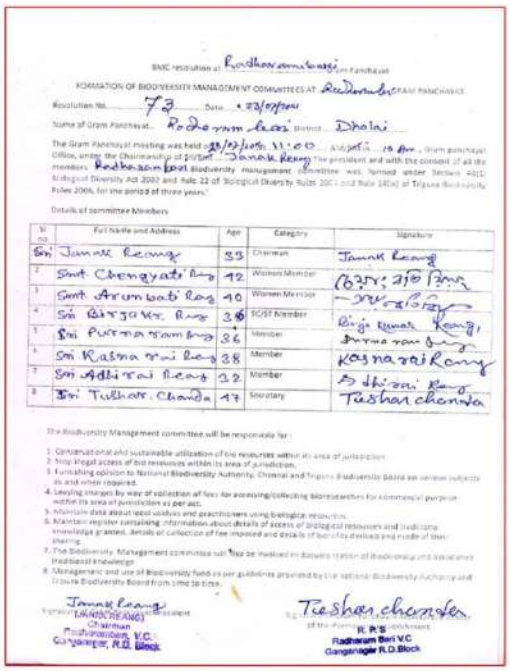

Sl No.	Name	Designation
1	Sri Janak Reang	Chairperson
2	Sri Tushar Chanda	Member Secretary
3	Smt. Changyati Reang	Women Member
4	Smt. Arunbati Reang	Women Member
5	Sri Birja Kr. Reang	Member
6	Sri Purnaram Reang	Member
7	Sri Kasnarai Reang	Member
8	Sri Adhirai Reang	Member

(Dr. A.K Gupta)
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

বি.এম.সির রেজুলেশান

FORMATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES AT Radharambari GRAM PANCHAYAT

Resolution No. 73

Name of Gram Panchayat Radharambari District Dhalai

Details of committee Members

Sl no.	Full Name and Address	Age	Category	Signature
Sri	Janak Reang	33	Chairman	Janak Reang
2	Smt. Chengyati Rg	42	Women Member	[illegible]
3	Smt. Arunbati Rg	40	Women Member	[illegible]
4	Sri Birja Kr. Rg	36	SC/ST Member	Birja Kumar Reang
5	Sri Purnaram Rg	36	Member	Purna ram Rg
6	Sri Kasnarai Rg	38	Member	Kasnarai Rang
7	Sri Adhirai Reang	32	Member	Adhirai Rang
8	Sri Tushar Chanda	47	Secretary	Tushar chanda

সিদ্দাপাড়া বি.এম.সি, গঙ্গানগর আর.ডি.ব্লক

বি.এম.সির জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি

No.F.24 (4-3)/ Siddhapara Village Council /For-TBB-2014/ 1676-95

Government of Tripura
Tripura Biodiversity Board
Aranya Bhawan,Gurkhabasti

Dated: Agartala, 25/09/ 2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by **Sub-section-41** of the Biological Diversity Act-2002 the following persons are nominated by the local body as members of Siddhapara Village Council Biodiversity Management Committee under Ganganagar RD Block, Dhalai District.

Sl No.	Name	Designation
1	Smt. Sasanbati Reang	Chairperson
2	Sri. Ajay Datta	Member Secretary
3	Smt Ratnabati Reang	Women Member
4	Smt. Tilabati Reang	Women Member
5	Sri. Durnaram Reang	Member
6	Sri. Sastiram Reang	Member
7	Sri. Taranjoy Reang	Member
8	Sri. Janaram Reang	Member

The Chairperson of the local body shall have tenure of three years.
Copy of the BMC resolution at Siddhapara VC (village level) is enclosed herewith.

25/9/14
(Dr. A.K Gupta)
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

Encls: As stated

To
Member Secretary,
Siddhapara Village Council BMC

Copy :
1. District Forest Officer South/ Dhalai for favour of kind information.
2. Wildlife Warden, Trishna. This has a reference to your letter No. F.6-102/TWLS/DEV/TBB/For-2014-15/5608-09 dated 12/09/2014
3. BDO, Ganganagar R.D Block
4. Smt. Sasanbati Reang, Chairperson, Siddhapara Village Council BMC.
5. Sri. Ajay Datta, Member Secretary, Siddhapara Village Council BMC. A bank account in a Govt. bank is to be opened immediately and account number to be notified to TBB. A copy of the BMC formation resolution is enclosed here with.
6. All Members of Siddhapara Village Council BMC.

25/9/14
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

বি.এম.সির রেজুলেশান

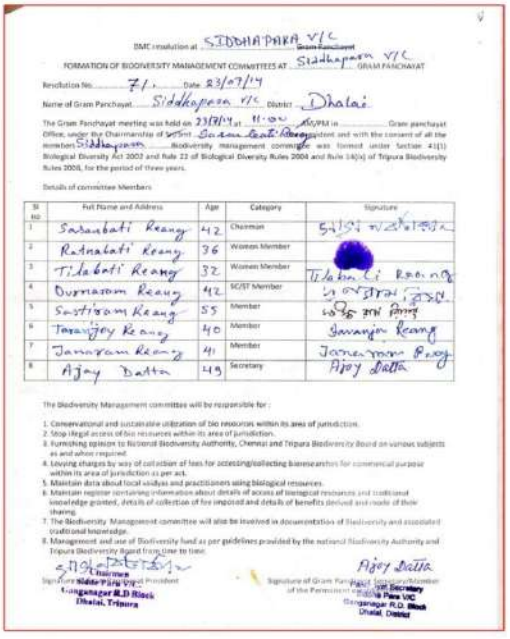

BMC resolution at SIDDHIA PARA V/C Gram Panchayat

FORMATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES AT Siddhapara V/C GRAM PANCHAYAT

Resolution No. 7/1 Date 23/07/14

Name of Gram Panchayat Siddhapara V/C District Dhalai

The Gram Panchayat meeting was held on 23/7/14 at 11.00 AM/PM in ______ Gram panchayat Office, under the Chairmanship of Sri/Smt Sasanbati Reang President and with the consent of all the members Siddhapara Biodiversity management committee was formed under Section 41(1) Biological Diversity Act 2002 and Rule 22 of Biological Diversity Rules 2004 and Rule 14(a) of Tripura Biodiversity Rules 2008, for the period of three years.

Details of committee Members

Sl No	Full Name and Address	Age	Category	Signature
1	Sasanbati Reang	42	Chairman	সাসন বতী রিয়াং
2	Ratnabati Reang	36	Women Member	
3	Tilabati Reang	32	Women Member	Tilabati Reang
4	Durnaram Reang	42	SC/ST Member	
5	Sastiram Reang	55	Member	
6	Taranjoy Reang	40	Member	Taranjoy Reang
7	Janaram Reang	41	Member	Janaram Reang
8	Ajay Datta	49	Secretary	Ajoy Datta

The Biodiversity Management committee will be responsible for :

1. Conservational and sustainable utilization of bio resources within its area of jurisdiction.
2. Stop illegal access of bio resources within its area of jurisdiction.
3. Furnishing opinion to National Biodiversity Authority, Chennai and Tripura Biodiversity Board on various subjects as and when required.
4. Levying charges by way of collection of fees for accessing/collecting bioresources for commercial purpose within its area of jurisdiction as per act.
5. Maintain data about local vaidyas and practitioners using biological resources.
6. Maintain register containing information about details of access of biological resources and traditional knowledge granted, details of collection of fee imposed and details of benefits derived and mode of their sharing.
7. The Biodiversity Management committee will also be involved in documentation of Biodiversity and associated traditional knowledge.
8. Management and use of Biodiversity fund as per guidelines provided by the national Biodiversity Authority and Tripura Biodiversity Board from time to time.

Signature of Gram Panchayat President
Chairman
Sidha Para V/C
Ganganagar R.D Block
Dhalai, Tripura

Ajoy Datta
Signature of Gram Panchayat Secretary/Member of the Permanent committee
Panchayat Secretary
Siddha Para V/C
Ganganagar R.D. Block
Dhalai, District

তেতুইয়া বি.এম.সি, গঙ্গানগর আর.ডি.ব্লক

বি.এম.সির জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি

No.F.24 (4-1)/ Tetaiya Village Council /For-TBB-2014/ [illegible]
Government of Tripura
Tripura Biodiversity Board
Aranya Bhawan,Gurkhabasti

Dated: Agartala, [illegible] 2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by **Sub-section-41** of the Biological Diversity Act-2002 the following persons are nominated by the local body as members of Tetaiya Village Council Biodiversity Management Committee under Gangangar RD Block, Dhalai District.

Sl No.	Name	Designation
1	Smt. Mongthangha Reang	Chairperson
2	Sri. Gopal Debbarma	Member Secretary
3	Smt. Padarung Reang	Women Member
4	Smt. Satirung Reang	Women Member
5	Sri. Basanta Reang	Member
6	Sri. Libarjoy Reang	Member
7	Sri. Khajendra Reang	Member
8	Sri. Sitaram Reang	Member

The Chairperson of the local body shall have tenure of three years.
Copy of the BMC resolution at Tetaiya VC (village level) is enclosed herewith.

(Dr. A.K Gupta)
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

Enclo: As stated

To
Member Secretary,
Tetaiya Village Council BMC

Copy :
1. District Forest Officer South/ Dhalai for favour of kind information.
2. Wildlife Warden, Trishna. This has a reference to your letter No. F.6-102/TWLS/DEV/TBB/For-2014-15/5686-87 dated 12/09/2014.
3. BDO, Gangangar R.D.Block
4. Smt. Mongthangha Reang, Chairperson, Tetaiya Village Council BMC.
5. Sri. Gopal Debbarma, Member Secretary, Tetaiya Village Council BMC. A bank account in a Govt. bank is to be opened immediately and account number to be notified to TBB. A copy of the BMC formation resolution is enclosed here with.
6. All Members of Tetaiya Village Council BMC.

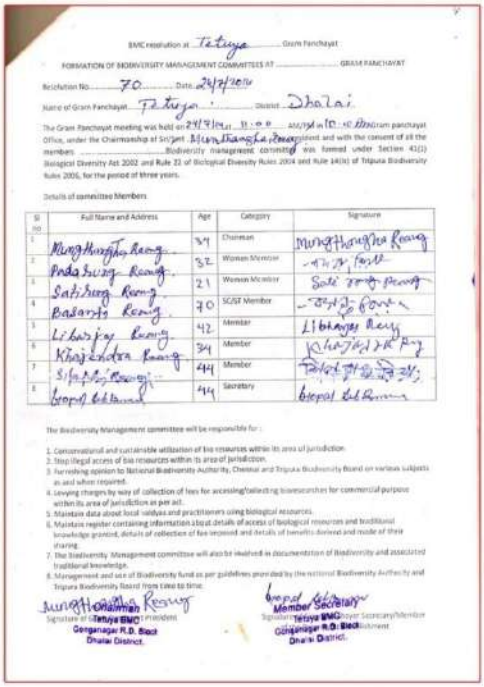

Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

বি.এম.সির রেজুলেশান

BMC resolution at Tetuya Gram Panchayat

FORMATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES AT .... GRAM PANCHAYAT

Resolution No. 70 Date 24/7/2014

Name of Gram Panchayat Tetuya District Dhalai

The Gram Panchayat meeting was held on 24/7/14 at 11.00 AM/PM in [illegible] Gram panchayat Office, under the Chairmanship of Sri/Smt. Mungthangha Reang resident and with the consent of all the members .... Biodiversity management committee was formed under Section 41(1) Biological Diversity Act 2002 and Rule 22 of Biological Diversity Rules 2004 and Rule 14(ix) of Tripura Biodiversity Rules 2005, for the period of three years.

Details of committee Members

Sl no	Full Name and Address	Age	Category	Signature
1	Mungthangha Reang	34	Chairman	
2	Padarung Reang	32	Women Member	
3	Satirung Reang	21	Women Member	
4	Basanta Reang	70	SC/ST Member	
5	Libarjoy Reang	42	Member	
6	Khajendra Reang	34	Member	
7	Sitaram Reang	44	Member	
8	Gopal Debbarma	44	Secretary	

The Biodiversity Management committee will be responsible for :

1. Conservation and sustainable utilization of bio resources within its area of jurisdiction.
2. Stop illegal access of bio resources within its area of jurisdiction.
3. Furnishing opinion to National Biodiversity Authority, Chennai and Tripura Biodiversity Board on various subjects as and when required.
4. Levying charges by way of collection of fees for accessing/collecting bioresources for commercial purpose within its area of jurisdiction as per act.
5. Maintain data about local vaidyas and practitioners using biological resources.
6. Maintain register containing information about details of access of biological resources and traditional knowledge granted, details of collection of fee imposed and details of benefits derived and mode of their sharing.
7. The Biodiversity Management committee will also be involved in documentation of Biodiversity and associated traditional knowledge.
8. Management and use of Biodiversity fund as per guidelines provided by the national Biodiversity Authority and Tripura Biodiversity Board from time to time.

Chairman
Tetuya BMC
Gonganagar R.D. Block
Dhalai District.
Signature of Gram Panchayat President

Member Secretary
Tetuya BMC
Gonganagar R.D. Block
Dhalai District.
Signature of Panchayat Secretary/Member

গঙ্গানগর বি.এম.সি, গঙ্গানগর আর.ডি.ব্লক, ধলাই ত্রিপুরা

বি.এম.সির রেজুলেশান

BMC resolution at Gangamagar Gram Panchayat

FORMATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES AT Ganganagar GRAM PANCHAYAT

Resolution No. 74 Date 23/07/2014

Name of Gram Panchayat Ganganagar District Dhalai

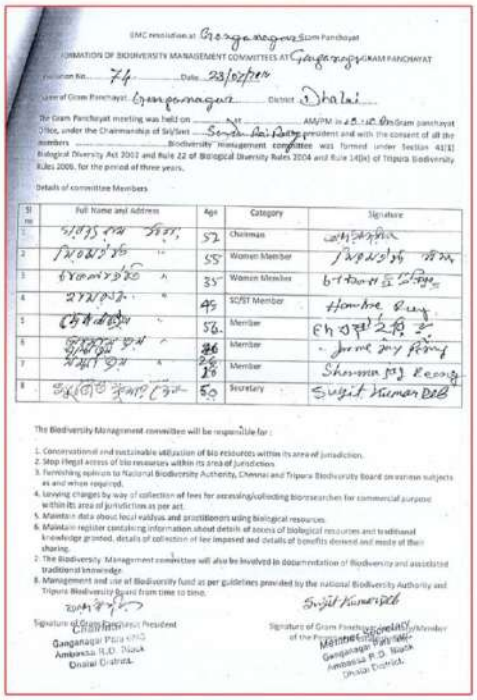

The Gram Panchayat meeting was held on ... at ... AM/PM in [illegible] Gram panchayat Office, under the Chairmanship of Sri/Smt ... [illegible] president and with the consent of all the members ... Biodiversity management committee was formed under Section 41(1) Biological Diversity Act 2002 and Rule 22 of Biological Diversity Rules 2004 and Rule 14(iv) of Tripura Biodiversity Rules 2008, for the period of three years.

Details of committee Members

Sl no	Full Name and Address	Age	Category	Signature
1	[illegible]	52	Chairman	[illegible]
2	[illegible]	55	Women Member	[illegible]
3	[illegible]	35	Women Member	[illegible]
4	[illegible]	45	SC/ST Member	Hombre Reang
5	[illegible]	56.	Member	[illegible]
6	[illegible]	26	Member	Jonme jay Reang
7	[illegible]	26	Member	Shorma jay Reang
8	সুজিত কুমার দেব	50	Secretary	Sujit Kumar Deb

The Biodiversity Management committee will be responsible for :

1. Conservational and sustainable utilization of bio resources within its area of jurisdiction.
2. Stop illegal access of bio resources within its area of jurisdiction
3. Furnishing opinion to National Biodiversity Authority, Chennai and Tripura Biodiversity Board on various subjects as and when required.
4. Levying charges by way of collection of fees for accessing/collecting bioresearches for commercial purpose within its area of jurisdiction as per act.
5. Maintain data about local vaidyas and practitioners using biological resources.
6. Maintain register containing information about details of access of biological resources and traditional knowledge granted, details of collection of fee imposed and details of benefits derived and mode of their sharing.
7. The Biodiversity Management committee will also be involved in documentation of Biodiversity and associated traditional knowledge.
8. Management and use of Biodiversity fund as per guidelines provided by the national Biodiversity Authority and Tripura Biodiversity Board from time to time.

Signature of Gram Panchayat President
Chairman
Ganganagar Para VC
Ambassa R.D. Block
Dhalai District.

Sujit Kumar Deb
Signature of Gram Panchayat Secretary/Member of the Panchayat
Member Secretary
Ganganagar Para VC
Ambassa R.D. Block
Dhalai District.

বি.এম.সির জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি

No.F.24 (4-3)/ Ganganagar Village Council /For-TBB-2014/ 1646-55

Government of Tripura
Tripura Biodiversity Board
Aranya Bhawan,Gurkhabasti

Dated: Agartala, 29/09/2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by **Sub-section-41** of the Biological Diversity Act-2002 the following persons are nominated by the local body as members of Ganganagar Village Council Biodiversity Management Committee under Salema RD Block, Dhalai District.

Sl No.	Name	Designation
1	Sri. Gardhyarai Reang	Chairperson
2	Sri. Sujit Kumar Deb	Member Secretary
3	Smt. Mirmaity Reang	Women Member
4	Smt. Chaklaity Reang	Women Member
5	Sri. Hamruk Reang	Member
6	Sri. Debrai Reang	Member
7	Sri. Janmejoy Reang	Member
8	Sri. Sharmajoy Reang	Member

The Chairperson of the local body shall have tenure of three years.
Copy of the BMC resolution at Ganganagar VC (village level) is enclosed herewith.

(Dr. A.K Gupta)
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

Enclo: As stated

To
Member Secretary,
Ganganagar Village Council BMC

Copy :
1. District Forest Officer South/ Dhalai for favour of kind information.
2. Wildlife Warden, Tripura. This has a reference to your letter No. F.6-102/TWLS/DEV/TBB/For-2014-15/5694-95 dated 12/09/2014.
3. BDO, Ganganagar R.D.Block.
4. Sri. Gardhyarai Reang, Chairperson, Ganganagar Village Council BMC.
5. Sri. Sujit Kumar Deb, Member Secretary, Ganganagar Village Council BMC. A bank account in a Govt. bank is to be opened immediately and account number to be notified to TBB. A copy of the BMC formation resolution is enclosed here with.
6. All Members of Ganganagar Village Council BMC.

Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

২.২ বি.এম.সির কমিটি গঠনের চিত্র ঃ

গঙ্গানগর, তেতুইয়া ও কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির পি.বি.আর কমিটি যৌথসভার স্ব-চিত্র

তারিখ- ১৭/১১/২০১৪ ইং

চাকমাপাড়া বি.এম.সির পুনঃ গঠিত কার্যকরী কমিটির গঠন সভার স্ব-চিত্র

কর্মপাড়া বি.এম.সির পুনঃ গঠিত কার্যকরী কমিটির গঠন সভার স্ব-চিত্র

রাধারামবাড়ী বি.এম.সির পুনঃ গঠিত কার্যকরী কমিটির গঠন সভার স্ব-চিত্র

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির পুনঃ গঠিত কার্যকরী কমিটির গঠন সভার স্ব-চিত্র

২.৩ বি.এম.সির পি.বি.আরের তথ্য সংগ্রহের চিত্র ঃ

রাধারামবাড়ী বি.এম.সির পি.বি.আর কমিটির তথ্য সংগ্রহের চিত্র

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির পি.বি.আর কমিটির তথ্য সংগ্রহের চিত্র

কর্মপাড়া পাড়া বি.এম.সির পি.বি.আর কমিটির তথ্য সংগ্রহের চিত্র

চাকমাপাড়া বি.এম.সির পি.বি.আর কমিটির তথ্য সংগ্রহের চিত্র

তেতুইয়া বি.এম.সির পি.বি.আর কমিটির তথ্য সংগ্রহের চিত্র

৩.১ বস্নকের প্রশাসনিক ভবন ও জনসংখ্যার বিবরণ ঃ

GPS-
N $23^0$46’29’9”
E $91^0$50’46’3”

Estimated population under Ganganagr R.D Block as per census conducted by Government of India Village Wise are given below.

ক্রমিক নং	ভিলেজ কাউন্সিলের নাম	পরিবারের সংখ্যা						লোকসংখ্যা					
		এস.টি	এস.সি	ওবিসি	সংখ্যালঘু	সাধারন	মোট	এস.টি	এস.সি	ওবিসি	সংখ্যালঘু	সাধারন	মোট
১	চাকমাপাড়া	৫২৭	০	০	০	০	৫২৭	২৩২৩	০	০	০	০	২৩২৩
২	গঙ্গানগর	৫১১	১৫	২০	০	১৬	৫৬২	১৭৮৩	৪৮	৪৮	০	৫০	১৯২৯
৩	কর্মমনিপাড়া	৮৮৭	০	০	০	০	৮৮৭	৩২৯৫	০	০	০	০	৩২৯৫
৪	কর্মপাড়া	৩০৯	০	০	০	০	৩০৯	১২৪৯	০	০	০	০	১২৪৯
৫	রাধারামপাড়া	৪৬৬	০	০	০	০	৪৬৬	২৪৬২	০	০	০	০	২৪৬২
৬	সিদ্ধাপাড়া	৫০৭	০	০	০	০	৫০৭	২৩৬৪	০	০	০	০	২৩৬৪
৭	তেঁতুয়া	৩৪০	০	০	০	০	৩৪০	১৫৬৩	০	০	০	০	১৫৬৩
মোট এডিসি ভিলেজ		**৩৫৪৭**	**১৫**	**২০**	**০**	**১৬**	**৩৫৯৮**	**১৫০৩৯**	**৪৮**	**৪৮**	**০**	**৫০**	**১৫১৮৫**

৩.২–এক নজরে গঙ্গানগর

১. মোট এ.ডি.সি ভিলেজ কাউন্সিল ঃ ০৭ টি।
২. মোট পরিবার ঃ ৩,৩১৯ টি।
৩. মোট লোকসংখ্যা ঃ ১৪,৯৩৮ জন।

রেশন কার্ডের বিবরণ-

১. মোট বি.পি.এল পরিবার ঃ ১,২১৩ টি।
২. মোট এ.পি.এল পরিবার ঃ ১,০৪৩ টি।
৩. মোট অন্ত্যোদ্বয় ভূক্ত পরিবার ঃ ৩৫৭ টি।
৪. মোট অন্নপূর্ণা পরিবার ঃ ৭৮ টি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান -

১. মোট অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র ঃ ৪৭ টি।
২. মোট জে.বি স্কুল ঃ ১৭ টি।
৪. মিশন পরিচালিত ঃ ০১ টি।
৫. মোট এস.বি স্কুল ঃ ০৭ টি।
৬. মোট হাইস্কুল ঃ ০১ টি।

পানীয় জলের উৎস -

১. এল.আই স্কীম ঃ ০১ টি।

২. সেলোটিউব ওয়েল	ঃ ০৪ টি।
৩. মার্ক থ্রী	ঃ ০৬ টি।
৪. সেনেটারী ওয়েল	ঃ ৩২ টি।
৫. মার্ট টু	ঃ ০৪ টি।
৬. মিনি ডিপ টিউবওয়েল	ঃ ০৯ টি।
৭. মিনি ট্রিটম্যান্ট	ঃ ০১ টি।
৮. আর.সি.সি রিং ওয়েল	ঃ ২৩ টি।
৯. পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র	ঃ ০২ টি।
১০ কাঁচা কুয়া	ঃ ২০ টি।

সরকারী দপ্তর -

১. ইলেকট্রিক অফিস	ঃ ০১ টি।
২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ঃ ০২ টি।
৩. পশু চিকিৎসালয়	ঃ ০১ টি।
৪. ফরেষ্ট বীট অফিস	ঃ ০১ টি।
৫. থানা	ঃ ০১ টি।
৬. ডাকঘর	ঃ ১০ টি।
৭. ব্যাঙ্ক	ঃ ০১ টি।

পঞ্চায়েতের অন্যান্য বিবরণ -

১. সি.আর.পি.এফ ক্যাম্প	ঃ ০১ টি।
২. উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ঃ ০২ টি।
৩. স্ব- সহায়ক দল	ঃ ১২ টি।
৪. পাট্রা পরিবার	ঃ ১,২৫৭ টি।
৫. জুমিয়া পরিবার	ঃ ৪৫০ টি।
৬. বাজার	ঃ ০১ টি।

ভাতার বিবরণ

১. বিকলাঙ্গ ভাতা প্রাপক	ঃ ১৫ টি
২. জাতীয় বার্ধক্য ভাতা	ঃ ৬৭৯ টি।
৪. স্বামী পরিত্যক্তাও বিধবা ভাতা	ঃ ৫২ টি।
৫. কন্যা সন্তান ভাতা	ঃ ৩৬ টি।
৬. অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা	ঃ ৫৭ টি।

৩.৩ এলাকার উলেস্নখযোগ্য বাজারের ভৌগলিক অবস্থান ও তথ্য ঃ

গঙ্গানগর ব্লকের উল্লেখ যোগ্য বাজারের ভৌগলিক অবস্থান ও তথ্য।

ক্রমিক নং	বাজারের নাম	ভৌগলিক অবস্থান	বাজারবার	অন্যান্য
১	গঙ্গানগর বাজার	N23⁰-46`-15.8`` E091⁰-50`-41.8``	শুক্রবার	ধান,চাউল,সবজী,বাঁশের তৈরী সামগ্রী, ফুল ঝাড়ু,হাঁস,মুরগী,শুকর,মাছ,শুটকী,পাহাড়ী সব্জী ইত্যাদি।

গঙ্গানগর বাজার

কিছু জুম জাতীয় সব্জীর চিত্র ঃ

৩.৪- গঙ্গানগর ব্লকের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ভবন,গঙ্গানগর

তপশিলী উপজাতি ছাত্রী নিবাস

খুসতুরভা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়

কর্মপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩.৫ বস্নক এলাকায় ভ্রমনে পাওয়া কিছু ভূমির অবস্থানের চিত্র ঃ

ত্রিপুরার ভূমি সম্পদকে সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষা করার জন্য অণু-ভূপ্রকৃতি () হিসাবে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ব্লক এলাকার সব ভাগই দৃশ্যমান ঃ

১। উছুঁ- টিলা ভূমি– ব্যবহার ঃ- জুম চাষ করা হয়।
২। মধ্যম টিলাভূমি– ব্যবহারঃ- আইস ধান, মেস্তা, বাগিচা ফসল করা হয়।
৩। নিচু টিলা ভূমি– ব্যবহারঃ- আইস ধান, তিল, ভুট্টা, মেস্তা, চাষ করা হয়।
৪। টিলার ঢালের ভূমি– ব্যবহারঃ- চা ও বাগিচা ফসল করা হয়।
৫। টিলার পাদদেশ ভূমি- ব্যবহারঃ- সবজি, পাট, ফল, পান ও তিল করা হয়।
৬। চারা ভূমি– ব্যবহারঃ- ধান, সবজি চাষ করা হয়।
৭। উচুঁ সমতল ভূমি– ব্যবহার- সবজি চাষ করা হয়।
৮। মধ্যম সমতল– ব্যবহারঃ- আউস, আমন ও বরো করা হয়।
৯। নিচু সমতল ভূমি- ব্যবহারঃ- শীতকালে বরো ফসল করা হয়।
১০। বালিচরার ভূমি– ব্যবহারঃ- আলু ও শাক আলু করা হয়।
১১। স্যোঁতসেঁতে ভূমি– ব্যবহারঃ- আমন ধান, বরো ধান, জল কচু ও জলজ সবজি চাষ করা হয়।
১২। ঢেপা ভূমি – ব্যবহারঃ- বরো ফসল এবং সল্প মেয়াদী সবিজ চাষ করা হয়।

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত ভূমির অবস্থানের স্ব-চিত্র

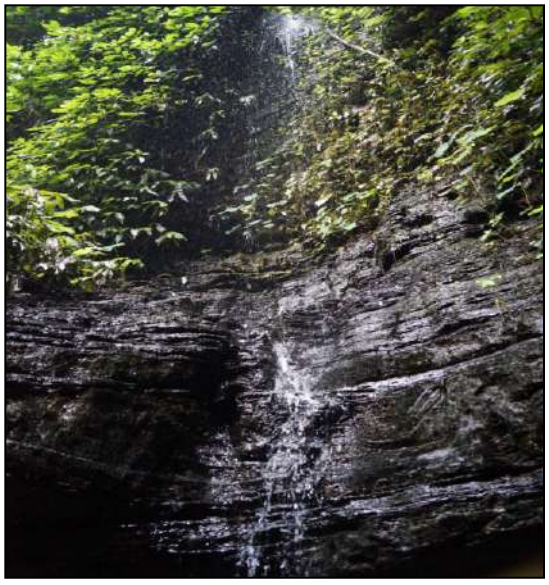

ঝর্ণা

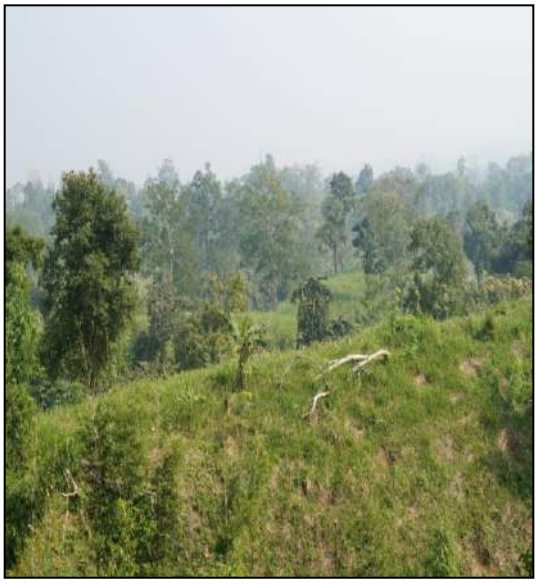

জুমড়োত

প্রাকৃতিক বন

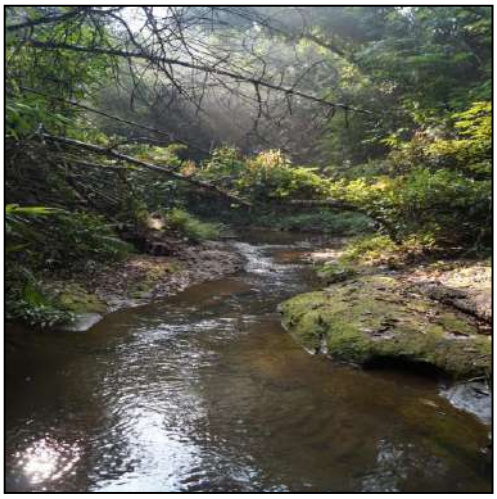

ছড়া

তেতুইয়া বি.এম.সির সংগ্রহিত ভূমির অবস্থানের স্ব-চিত্র

কর্মপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত ভূমির অবস্থানের স্ব-চিত্র

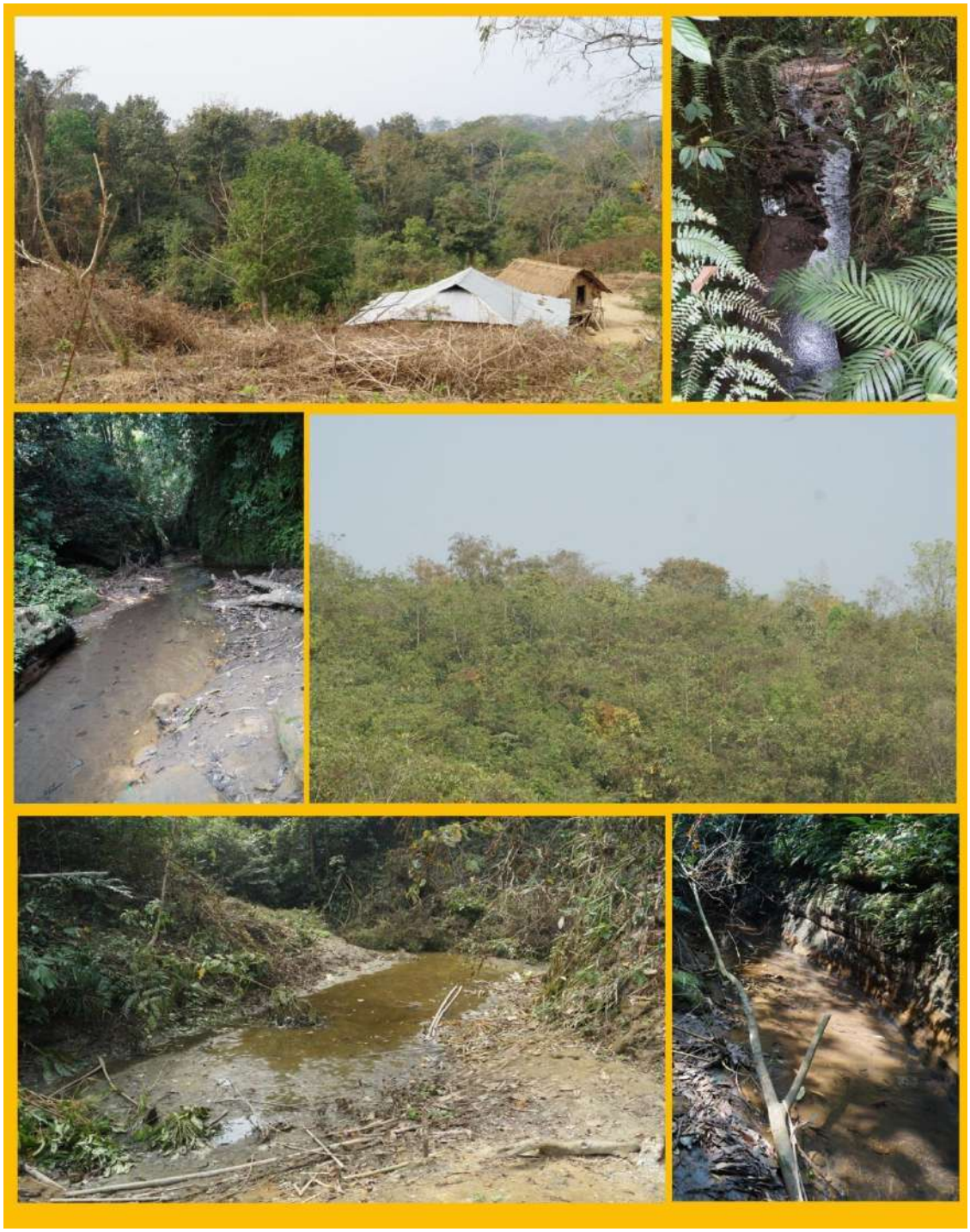

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত ভূমির অবস্থানের স্ব-চিত্র

প্রাকৃতিক বন

ছড়া

ছড়া

প্রাকৃতিক বন

প্রাকৃতিক বন

জল সম্পর্কিত ১০টি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম অন গ্লোবালাইজেশন ঃ

সেগুলি হল–

১। জল পৃথিবীর সর্বস্তরে বিদ্যমান।

২। ভূ-স্তরে যেখানে জল আছে জলকে সেখানেই রাখা।

৩। সব সময়ে জলকে সংরক্ষণ করে রাখা উচিত।

৪। দূষিত জলকে শোধন করা উচিত।

৫। প্রাকৃতিক জলাধারগুলিই বিশুদ্ধ জলের প্রকৃত স্থল।

৬। জল জনসাধারণের সম্পত্তি সরকারের প্রতিটি বিভাগেরই জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

৭। পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পাওয়া জন সাধারণের মৌলিক অধিকার।

৮। জন সাধারণ তথা নাগরিকবৃন্দই পারেন জলের জন্য সোচ্চার হতে।

৯। জল সংরক্ষেনের জন্য জনসাধারনের উচিত সরকারকে সাহায্য করা।

১০। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ননীতি জলের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য নয়।

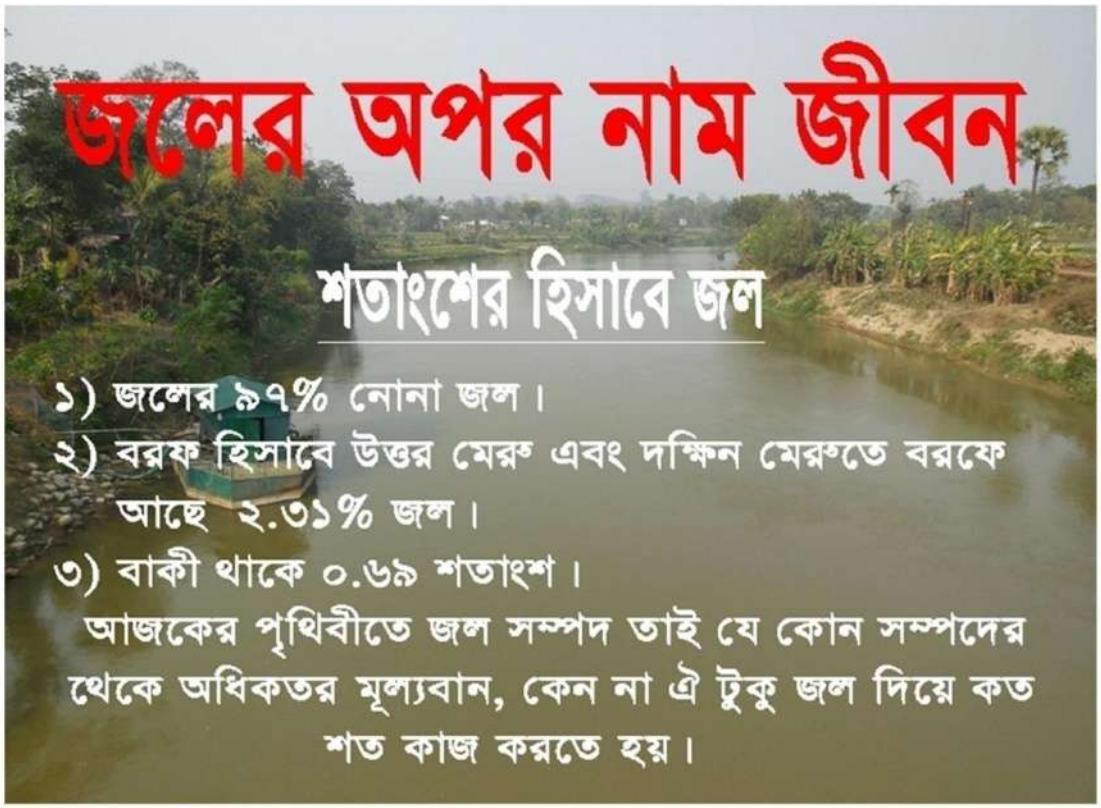

৩.৬ ব্লক এলাকার উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক জল সম্পদ ঃ

কর্মপাড়া বি.এম.সি

কর্মপাড়া বি.এম.সি

কর্মপাড়া বি.এম.সি

কর্ণমনীপাড়া বি.এম.সি

কর্ণমনীপাড়া বি.এম.সি

কর্ণমনীপাড়া বি.এম.সি

সিদ্ধাপারা বি.এম.সি

তেতুয়া বি.এম.সি

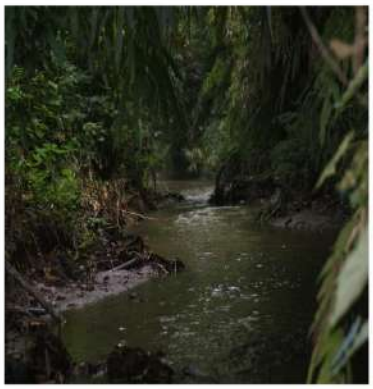

তেতুয়া বি.এম.সি

৩.৭ বস্নক এলাকায় বিভিন্ন বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া গৃহপালিত পশু ও পাখীর চিত্র ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সির গৃহ পালিত পশু পাখীর স্ব-চিত্র

গরম্ন (*Bos indicus*)

ছাগল (*Capra hircus*)

মুরগ (*Gallus domesticus*)

শুকর (*Sus domestcus*)

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির গৃহ পালিত পশু পাখীর স্ব-চিত্র

শুকর (*Sus domestcus*)

হাঁস (*Ans platyrynchos*

মুরগী (*Callus domesticus)*

ছাগল (*Capra hircus)*

তেতুইয়া বি.এম.সির গৃহ পালিত পশু পাখীর স্ব-চিত্র

ছাগল (*Capra hircus)*

হাঁস (*Anas platyrynchos)*

শুকর (*Sus domestcus)*

মুরগ (*Gallus domesticus)*

বিড়াল (*Felis catius)*

গরু (*Bos indicus)*

চাকমাপাড়া বি.এম.সির গৃহ পালিত পশু পাখীর স্ব-চিত্র

গরম্ন (*Bos indicus)*

মুরগ (*Gallus Domesticus)*

কুকুর (*Canis familiaris)*

শুকর (*Sus domesticus)*

ছাগল(*Capra hircus)*

বিড়াল (*Felis catius)*

কর্মপাড়া বি.এম.সির গৃহ পালিত পশু পাখীর স্ব-চিত্র

গরম্ন (*Bos indicus)*

মুরগ (*Gallus Gallus)*

কুকুর (*Canis familiaris)*

শুকর (*Sus domesticus)*

ছাগল (*Capra hircus)*

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির গৃহ পালিত পশু পাখীর স্ব-চিত্র

গরম্ন (*Bos indicus)*

মুরগ*Gallus Gallus)*

কুকুর (*Canis familiaris)*

শুকর (*Sus domesticus*)

ছাগল (*Capra hircus*)

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির গৃহ পালিত পশু পাখীর স্ব-চিত্র

গরম্ন (*Bos indicus*)

মুরগ (*Gallus Gallus*)

কুকুর (*Canis familiaris*)

শুকর (*Sus domesticus*)

ছাগল (*Capra hircus*)

বিড়াল (*Felis catius*)

৩.৮ এলাকায় ভ্রমনে পাওয়া কিছু সামাজিক সংরক্ষিত গাছের চিত্র ঃ

৪.১ ব্লকের কুটির শিল্প

গঙ্গানগর ব্লকের বিভিন্ন বি.এম.সিতে ভ্রমণে পাওয়া বাঁশ-বেতের কারু শিল্প আদিবাসী ধারা -

আদিবাসীরা জীবন জীবিকায় এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কান্ডে সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্যবহার করে আসছে বাঁশ বেত ও কাঠ। বাঁশ ও বেতের ব্যবহারই হয়েছে সর্বাধিক। তীর, ধনু, গুলতি, বর্শা, পাখি রাখার খাঁচ, মাছ ধরার চাই, সেউতি, নানা ধরনের পাত্র সবই আদিবাসী সমাজ করেছে বাঁশ ও বেত দিয়ে। জুম চাষের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং গৃহ সামগ্রীরও অধিকাংশই তৈরি বাঁশ ও বেত দিয়ে। জুম চাষের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং গৃহ সামগ্রীরও অধিকাংশই তৈরি বাঁশ ও বেত দিয়ে। এক কথায় আদিবাসীদের জীবন ধারায় বাঁশ ও বেতের ব্যাপক ও বিচিত্র ব্যবহার হয়ে আসছে অনাদি কাল থেকে। প্রতিটি বাঁশ ও বেতের সামগ্রীই শিল্পগুণ সম্পন্ন এবং কারুশিল্পের চমৎকার নিদর্শন। কিছু বাঁশ ও বেতের সামগ্রীর নাম উল্লেখ করছি।

প্রথমেই বলতে হয় 'খাড়া'র কথা। এই বাঁশের পাত্রটি আদিবাসীরা ব্যবহার করেন প্রধানত পিঠে বহন করে কোন সামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। গোষ্ঠী ভেদে খাড়ার আকার এবং আয়তন ছোট বড় হয়ে থাকে। কিন্তু সবক্ষেত্রই খাড়া একটি চমৎকার কারুশিল্পের নিদর্শন। নিটোল করে বোমা এবং অতি নিপুণ হাতে ফিনিস করা। এর গঠনেও আছে নান্দনিক বৈশিষ্ট্য। পাহাড়ে বসবাসকারী উপজাতি মহিলার অঙ্গের ভূষণ এই খাড়া। এদের পথের সঙ্গী।

খুদবুকও একটি উৎকৃষ্ট কারুশিল্প পন্য। আদিবাসীরা এই পাত্রটি ব্যবহার করে পোষাক পরিচ্ছদ রাখার জন্য। আছে কুলা (বাল্লি), চাটাই(রামফোরা), নানা আকারের এবং আয়তনের পাখা (কিসির), পাটি (খামসাই), মাদুর (লামসাই), ছোট টুকরি (উড়া), ধান রাখার বেতের পাত্র (কানিয়া), বড় টুকরি (তপঙ), চালুনি (জাঙগিনি), ঝাড়ু (নকিস), পুড়া জাতীয় বেতের বাটি (পুতা), নানা কৌটো (দুইটি বাঁশের চোঙ যুক্ত করে), জল সংগ্রহ করার বাঁশের চোঙ (উসুঙ্গ) বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি পাতলা, ছোট ঝুড়ি (টম্পাই), শাক সবজি রাখার ঝুড়ি (মৈকাথৈং নি চেম্পাই), ধান রাখার বড় গোলা (কানিয়াড়ু), গরুর মুখের আবরণী (হোপা), কলসীর মত মাছ রাখার পাত্র (ছিচিং), জামা কাপড় রাখার পাত্র (খুত্র), হুকো (দাবা), খকরাই (জঞ্জাল ফেলার পাত্র), ভাত রান্নার জন্য বাঁশের চোঙ (উয়োছু), দোলনা (ডামিং), শিশু শোয়াবার মসৃণ মাদুর (লামখোই), মাছ ধরার ফাঁদা (উছা, খটা), তীর-ধনুক (বাদ খুং চাকলা), বড়শি (রসয়ট্টা), চুলের কাঁটা আরও কত কি সামগ্রী।

সভ্রতার অগ্রগতির সাথে সাথে অনেক কিছুই পালটে যাচ্ছে। আদিবাসীদের জীবনেও এসেছে রূপান্তর। এই প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিত গতিতে চলছে। বাজারে ধাতুর ও প্লাস্টিকের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী আসায় এবং আদিবাসীরা এসবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় বাঁশ ও বেতের সামগ্রীর ব্যবহার কমে যাচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী অনেক পণ্যই আদিবাসীরা এখন আর তৈরি করে না। ফলে ঐ সব পণ্য বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু পণ্য এরই মধ্যে যাদুঘরে

তেতুইয়া বি.এম.সির কারন্ন শিল্পের স্ব-চিত্র ও তথ্য

শ্রী বিপ্ররাম রিয়াং
বয়স-৫৫

GPS location-
N 23^0-47`-215``
E-091^0-52`-346``

উপরের ছবিটি তেতুইয়া বি.এম.সির কারু শিল্পী শ্রীযুক্ত বিপ্ররাম রিয়াং মহাশয়ের। ওনার বয়স ৫৫ বছর। ওনার ছেলে মেয়ে সহ মোট পরিবারের লোকসংখ্যা ৪ জন। জুমিয়া বিপিএল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আলোচনাক্রমে তিনি আমাদের জানান বাঁশ ও বেতের কাজে ব্রুরা খুবই দক্ষ। বাঁশ ও বেত নিয়েই তাদের জীবন যাপন। মূলত পুরুষরাই বাঁশ ও বেতের জিনিস বুনে থাকেন। বাঁশ ও বেতের কাজে সুনিপুন হলে সমাজে মর্যাদা পাওয়া যায়। তিনি আরও জানান নিজের প্রয়োজনে তিনি বাঁশ বেতের কাজ করে থাকেন। বিশেষ করে ডলু, রুপাই বাঁশের বেত ভালো হয় বলে এই বাঁশ দ্বারা তিনি বিভিন্ন বাঁশ বেতের জিনিস তিনি তৈরি করেন। জুমের ধান মারা দেওয়ার জন্য লাং, লাড়কি ও ভারী জিনিস বহন করার জন্য তৈ লাংগা তৈরি করেন। এছাড়াও তিনি বাঁশের দ্বারা দল, খীক, বাংচাই, মাইরবাম, দিংগ্রা, নীকখাই, লেখ, বাইলেং, সসেংহা, মাইচাম, চাংগ্লেং, য়াংখং, য়াংফ্রাক, তাওখীই, দুস্লাম, ফাক খুয়াই, ধূলা, ধূলাকাঘোর, চিংপাই, কাইসিনি, ওয়ায়েং, বখীক, চাপাম্রেহ, চিহ্ব ইত্যাদি। বেত্রাহ্, য়াখলা, ক্সিহ, খাঙগ্রা প্রভৃতি জিনিসগুলি তৈরি করে থাকেন।

বর্তমানে বাঁশের অভাবে বাঁশ বেতের কাজ করতে অসুবিধা হয়ে পড়েছে।

৪.২ গঙ্গানগর ব্লকের বিভিন্ন বি.এম.সিতে পাওয়া বয়ন শিল্প উপজাতি মহিলাদের কোমর তাঁত ঃ

হস্ত-তাঁত কথা 'কোমর তাঁত' শিল্পে ত্রিপুরার প্রায় সমস্ত আদিবাসী মহিলাই পারদর্শী। কোমর তাঁত বোনা সব উপজাতি মহিলাদের যেমন কর্তব্য তেমনি শখও বটে। নিজেদের ব্যভহারের পোষাক-পরিচ্ছদ এমন কি পুরুষের পোষাকও মেয়েরা তাঁতে বুনে নেন। 'পাছড়া' এবং 'রিয়া' ত্রিপুরা উপজাতি সংস্কৃতিতে দু'টি বিশেষ শব্দ। রিয়া ও পাছড়াতে নানা ধরনের সূক্ষ্ম এবং সুন্দর কাজ নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে মহিলারা করে থাকেন। জুম চাষের সময় জুমে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে কার্পাসও বোনা হয়। সেই কার্পাস থেকে নিজেরা সূতো করে তাঁরা বেশভূষা তৈরি করেন। পূর্বে বিভিন্ন গাছের ছাল ও পাতা দিয়ে নিজেরাই রং তৈরি করতেন। এখন অবশ্য বাজারের সূতো এবং বাজারের তৈরি কাপড়ে নিজের পছন্দমতো নক্সা করে পাছড়া পরেন। এগুলোতে তাঁদের সৌন্দর্যবোধ ফুটে উঠে। আজকাল অবশ্য অনেক পুরুষ ও মহিলা প্যান্ট-শার্ট, শাড়ি-ব্লাউজ বাজার থেকে কিনে নেন। আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাঁদের বয়নশিল্পের দক্ষতায় ভাঁটা পড়ে গেছে। ত্রিপুরায় প্রাচীনকালে বয়ন শিল্পে দক্ষতার অনেক গল্প রয়েছে।

গঙ্গানগর বি.এম.সির কোমর তাঁতে রু রমনীর কাপড় বুনার চিত্র ও তথ্য

GPS location-

N 23-46`-228``
E-091-50`-450``

উপরের ছবিটি গঙ্গানগর থেকে সংগৃহিত। আদিমকালে তাঁত শিল্প ও কুটির শিল্পে রুরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। জুমের কার্পাস থেকে তুলা সংগ্রহ করে চকি দিয়ে বীজ আলাদা করা হয়। আবার সেই তুলাকে ধুননীর ব্যবস্থা নিজেরাই করে। খুতলি ও খুলথাক দিয়ে তুলা ধুননীর কাজ করা হয়। ধুননীর পর চলে কানসৈ মসকম' প্রক্রিয়া চলে। ধুনানো তুলা রোল করে। সেটাই কানসৈ। কানসৈকে চখাতে প্রয়োগ করে সুতা তোলা হয়। এভাবে সাদা সুতা উৎপাদন করা হয়। সেই সাদা সূতা দিয়ে পুরুষদের ব্যবহারের জন্য জামা "কুতাই- তকব্রীহ" ও কামসৈ (পাগড়ী) তৈরী করা হয়। জামা নিজেরাই সেলাই করেন। মহিলাদের ব্যবহারের "কুতাই আফব্রীহ" ও সাদা রঙ্গে হয়। কিন্তু মহিলাদের 'রিসা' বা রৌসা (বক্ষ বন্ধনী" বুনতে গেলে বিভিন্ন রঙ্গের সুতার দরকার। এগুলো নিজেরাই রঙ করেন বিশেষত লাল ও কাল সাদা সুতার লোলকে তিল-তেল ও ক্ষার জলে ভাল করে ভিজিয়ে ৩-৪ দিন "ওরান্দা" তে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এর পর "আসু-বুকসাইর" (আসুগাছের ছালের গুড়া) সাথে ক্ষার জলে সিদ্ধ করতে হয়। যতবার এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে তত রং সরস হয়। এভাবে সাদা সুতাকে লাল রঙ্গে পরিণত করে। সাদা সুতাকে কালো করার ক্ষেত্রে – "লোলা গাছের পাতা গুলোকে কেটে গুচ্ছ করে বেঁধে বড় হাঁড়িতে সেদ্ধ করতে হয় অন্ততঃ ২/৩ দিন রাখতে হয়। পরে ঐ লোলার জলে ক্ষার জল মিশ্রন করে ফেনা ওঠা অবধি গরম করতে হয়। তরিপর গরম করা লোলা+ ক্ষার জলে ২/৩ রাত ভিজিয়ে রেখে দিলে কালো সূতা হয়ে যায়। রঙ্গ বেশী গরম করার ক্ষেত্রে পিসলা বরিস্রই আমায় বা বৈরা গাছের ছালের রস দিয়ে বার কয়েক সিদ্ধ করলেই কাল সুতা তৈরী হয়ে যায়। কোমর তাঁতে বকি (বেড সিট)। রিনাই রির্সা, রৌসা, কুতাই, কামসৈ, খলঞ্জা, কামছা, পনদ্রি ইত্যাদি তৈরী হয়। আজকাল অবশ্য তাঁত বোনা কাপড় এর পরিবর্তে বাজারের তৈরী পোশাক ব্যবহার আংশিক শুরু হয়েছে।

কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সি-র হস্ত তাঁত শিল্প

শ্রীমতি মাইসাইরাং রিয়াং
বয়সঃ- ২৫ বৎসর

GPS location-
N 23°48.254"
E-091°51.528"

উপরের ছবিটি কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সি-র হস্ত তাঁত শিল্পী শ্রীমতি মাইসাইরাং রিয়াং মহাশয়ার। বর্তমানে ওনার বয়স ২৫ বছর। রিয়াং রমনীরা কাপড়ের বিভিন্ন রকমের সক্সা বুনতে পারেন। পুঁথিগত বিদ্যা বেতীত রিয়াং রমনীরা কাপড়ের যে নক্সা তৈরি করেন তা অত্যন্অসংসনীয়।মাইসাইরাং রিয়াং মহাশয়ার সাথে আলোচনাক্রমে জানতে পারি যে তিনি রিসা, রিগনৌই, রিত্রাক,কালচা,পান্দি,সাকসনাই ইত্যাদি তৈরি করতে পারেন।

তিনি আমাদের বলেন মহিলাদের জন্য রিসা বুনতে গেলে বিভিন্ন রঙের সূতার দরকার হয়া।এই সূতাগুলি তারা নিজেরাই রং করেন বিশেষতঃ লাল ও কালো। DYE বা রং নিজেরাই করে থাকেন। সাদা সূতার লোলকে তিল তেল ও ক্ষার জলে ভাল করে ভিজিয়ে তিন চার দিন "ওয়ানদা" তে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এরপর "আস-বুকসাইর" (আসু গাছের শালের গুড়া) সাথে ক্ষার জলে সিদ্ধ করতে হয়।যতবার এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে তত রং সরস হয়। এভাবে সাদা সূতাকে লাল রঙে পরিণত করে। সাদা সূতাকে কালো করার ক্ষেত্রে "লেলা" গাছের পাতাগুলোকে কেটে গুচ্ছ করে বেঁধে বড় হাঁড়িতে সেদ্ধ করে অন্ত ২/৩ দিন রাখতে হয়। তারপর গরম করা লেলা+ক্ষারের জলে ২/৩ রাত ভিজিয়ে রেখে দিলেই কালো সূতা হয়ে যায়।রঙ বেশি সরস করার ক্ষেত্রে পিসলা বরিস্রই আমায় বা বৈরা গাছের ছালের রস দিয়ে বার কয়েক সিদ্ধ করলেই পছন্দসই কালো সূতা তৈরি হয়ে যায়।

তেতুইয়া বি.এম.সির হস্তত্ম তাঁত শিল্পীর স্ব-চিত্র ও তথ্য

শ্রীমতি অঞ্জনা দেববর্মা *GPS location-*
N 23^{0}-47`-228``
E-091^{0}-52`-384``

উপরের ছবিটি তেতুইয়া বি.এম.সি-র হস্ত তাঁত শিল্পী শ্রীমতি আইসাংতি রিয়াং মহাশয়ার। ওনার বয়স ২৭ বছর। ওনার পরিবারের লোকসংখ্যা ২ জন। তিনি আলোচনাক্রমে আমাদের জানান তাঁত শিল্পের যে সূতার প্রয়োজন হয় সেগুলি গঙ্গানগর ও আমবাসা বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তিনি আমাদের জানান মহিলাদের জন্য রিসা বা রীসা বুনদে গেলে বিভিন্ন রঙের সূতার দরকার এগুলি নিজেরাই রং করেন লাল ও কালো রং দিয়ে। একটি রিসা বা রীসা তৈরি করতে চার থেকে পাঁচদিন সময় লাগে।

তিনি আরো জানান কোমড় তাঁতে বকি (বেডসীট), রিনাই, রিসা বা রীসা, কুতাই, কামসৈ, কালজা, কামছা বা পনদ্রি ইত্যাদি তৈরি করে।

তেতুইয়া বি.এম.সির একজন আদিবাসী রিয়াং রমনীর অলংকারে সজ্জিত স্ব-চিত্র ও তথ্য

ছবিটি তেতুইয়া বি.এম.সির মন্ডুরাম চৌধুরী পাড়ার শ্রীমতি কর্জপতি রিয়াং। আদিবাসী রিয়াং রমনী বিভিন্ন অলংকারে সজ্জিত।

আদিবাসী রমনীরা অলংকার পরতে ভালবাসেন। এসকল অলংকার পিতল বা রৈপ্য নির্মিত হয়ে থাকে। সোনার তুলনায় রূপা,পিতল ও অন্যান্য মিশ্রিত ধাতু সস্তা বলেই হয়ত আদিবাসী রমনীদের পক্ষে নানা প্রকার অলংকার পরা সম্ভব হয়। তারা শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে এসব অলংকার পরিধান করে থাকেন। নিম্নে আদিবাসী রমনী পরিহিত কিছু অলংকারের বিবরন তুলে ধরা হল-

ওয়াখুম ঃ- বাঁশফুলের মত দেখতে রূপার তৈরি কানের অলংকার। কানের নিচে একটি বড় আকারের ছিদ্র করে এটি পরতে হয়। ওয়াখুমের ডাটি কানের লতির পেছনে থাতে। বাঁশফুল সদৃস্য ওয়াখুমের সামনের অংশটি আদিবাসী রমনী কানে পরিহিত থাকলে তার শোভা বৃদ্ধিকরে।

বালি ঃ-এটি নাসারন্ধে ঝুলিয়ে পরা হয়।

বাজু ঃ- এটি আদিবাসী রমনীরা বাজুতে পরে থাকে এটিও রুপার তৈরি এক ধরনের অলংকার।

মাথিয়া ঃ- এটি রূপার তৈরি হাতে চুড়ির মত পরার অলংকার।

রাং বৌতাং ঃ- এটি একটি গলায় পরার জনপ্রিয় টাকার মালা আংটাঝালাই করে এটি তৈরি করা হয়।

খারো ঃ- এক কাঁটা বিশিষ্ট চুলের কাঁটা।

৪.৩- গঙ্গানগর ব্লকের বিভিন্ন বি.এম.সির পাতন পদ্দতিতে দেশিয় মদ তৈরির চিত্র ও তথ্যঃ

বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠির মধ্যে মদের ব্যবহার আদিকাল থেকেই আদিবাসী সমাজে মদ্য পান ও তার ব্যবহার প্রচলিত। সমাজের নানা অনুষ্ঠানে ও পূজা পার্বনে মদের ব্যবহার দেখা যায়। মদ আদিবাসী সমাজে ঘৃণার কোন বিষয় নয়। অতিথি আপ্যায়নে ও মদের দরকার হয়।আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে মদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা তাদের ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে নিবিড় সর্ম্পক যুক্ত প্রায়।প্রতি পরিবারে মদ প্রস্তত করতে দেখা যায় সাধারণত: মহিলারা মদ তৈরীতে দক্ষ এবং বিরাট ভূমিকা পালন করে।অতিথ কাল থেকেই তাদের ঐতিহ্য বাহী পূজাচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পূজারীকে মদ অর্পণ করার প্রথা আছে। নানা ঐতিহ্যবাহী পূজাতে মদ অর্ঘ হিসাবে দেব দেবীকে প্রদান করা হয়।পূজার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর পূজারীকে সন্মানার্থে প্রণাম করে কিছু মদ নিবেদন করা হয়।পূজা সমাপ্তির পর পরিবার বা ব্যক্তির মঙ্গল-অমঙ্গল জানার জন্য পূজারীকে জিজ্ঞাসা করার সময় গৃহকর্তা বা গৃহকর্তী কিছু মদ পান করার জন্য দিয়ে থাকেন। এটাকে পরিশ্রমের দক্ষিণা ও বলা যেতে পারে। সর্বপরি এটা একটি অতিথি সেবা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতিথিদের চা এর পরিবর্তে মদ দিয়ে সন্মান জানানো হয়।

মদ পীড়িত বা অসুস্থ ব্যক্তির ওষধ হিসাবে ও ব্যবহত হয় অথবা অন্য আন্য বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে ওষধ তৈরী করা হয়। সর্দি শ্রেস্মা ঘঠিত,ঠান্ডা ও জ্বর হলে,পেটের গোল মাল হলে এই মদ ওষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মদ হলো কার্য্য উপযোগী একটি ওষধ।একজন মাকে গর্ভস্রাবের পর খাঁটি মদ এক কাপ কুম কুম গরম জলে মিশিয়ে পান করতে দেওয়া হয়।এখানে ওষধ হিসাবে মাকে সেবন করানো হয়। শরীরের কোন অংশে আঘাত পেয়ে ফুলে গেলে কুম কুম জল চুউান নরম আঠালো করে সে অংশে লাগিয়ে দেওয়া হয় এখানে 'চুউান' হলো মদ তৈরীর ওষধ(মুলি)।পাতন প্রক্রিয়ায় মদ তৈরী করা হয়। এই মদকে পুন:চোয়ানের ফলে তাতে এলকোহলের মমাএা বেড়ে যায়। এমন কি এই মদ আগুনের সংর্স্পশে এলে তাতে আগুন ধরে যায়। মদ তৈরীর যে ওষধ ব্যবহত হয় তাকে মুলি বা চুউান বলে এটি প্রস্তুত করায় অপরিহার্য্য।মিশ্র বস্তুর উপাদান এটা হলো উওেজিত করার অনুসাঙ্গিক এটা তৈরীতে গাছের ছাল,পাতা এবং জলে ভেজানো আতপ চাউল মদ তৈরীতে প্রয়োজন হয় এর সঙ্গে মদের স্বাদ বাড়ানোর জন্য অনেকে কাঁঠাল পাতা, ৪-৫ টি শুকনো মরিচ,আতা গাছের পাতা গন্দকী গাছের মূল ইত্যাদি সকল বস্তু মিশিয়ে গুড়া করে কিছু জল মিশিয়ে গোলাকার করে ট্যবলেট তৈরী করা হয়।এই ট্যবলেটকে রৌদ্রে শুকিয়ে নেওয়া হয় অতপর পরিমান মত ভাতের সাথে ট্যবলেট কে মিশিয়ে দুই রাএ পচিয়ে পাতনিতে ফেলে আগুন এর তাপ দিয়ে মদ নিস্কাশিত করা হয় । মদকে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠি ভিন্ন নামে বলে থাকে কিন্তু মদ তৈরীর প্রক্রিয়া প্রায় এক প্রকার'' জেলায় ভ্রমনে পাওয়া কিছু পাতনীর চিএ পরিবেশিত হলো.....

জোলাইবড়ি ব্লকের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠির মধ্যে মদের ব্যবহার আদিকাল থেকেই আদিবাসী সমাজে মদ্য পান ও তার ব্যবহার প্রচলিত। সমাজের নানা অনুষ্ঠানে ও পূজা পার্বনে মদের ব্যবহার দেখা যায়। মদ আদিবাসী সমাজে ঘৃণার কোন বিষয় নয়। অতিথি আপ্যায়নে ও মদের দরকার হয়।আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে মদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা তাদের ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে নিবিড় সর্ম্পক যুক্ত প্রায়।প্রতি পরিবারে মদ প্রস্তত করতে দেখা যায় সাধারণত: মহিলারা মদ তৈরীতে দক্ষ এবং বিরাট ভূমিকা পালন করে।অতিথ কাল থেকেই তাদের ঐতিহ্য বাহী পূজাচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পূজারীকে মদ অর্পণ করার প্রথা আছে। নানা ঐতিহ্যবাহী পূজাতে মদ অর্ঘ হিসাবে দেব দেবীকে প্রদান করা হয়।পূজার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর পূজারীকে সন্মানার্থে প্রণাম করে কিছু মদ নিবেদন করা হয়।পূজা সমাপ্তির পর পরিবার বা ব্যক্তির মঙ্গল-অমঙ্গল জানার জন্য পূজারীকে জিজ্ঞাসা করার সময় গৃহকর্তা বা গৃহকর্তী কিছু মদ পান করার জন্য দিয়ে থাকেন। এটাকে পরিশ্রমের দক্ষিণা ও বলা যেতে পারে। সর্বপরি এটা একটি অতিথি সেবা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতিথিদের চা এর পরিবর্তে মদ দিয়ে সন্মান জানানো হয়।

মদ পীড়িত বা অসুস্থ ব্যক্তির ওষধ হিসাবে ও ব্যবহত হয় অথবা অন্য আন্য বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে ওষধ তৈরী করা হয়। সর্দি শ্রেস্মা ঘঠিত,ঠান্ডা ও জ্বর হলে,পেটের গোল মাল হলে এই মদ ওষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মদ হলো কার্য্য উপযোগী একটি ওষধ।একজন মাকে গর্ভস্রাবের পর খাঁটি মদ এক কাপ কুম কুম গরম জলে মিশিয়ে পান করতে দেওয়া হয়।এখানে ওষধ হিসাবে মাকে সেবন করানো হয়। শরীরের কোন অংশে আঘাত পেয়ে ফুলে গেলে কুম কুম জল চুউান নরম আঠালো করে সে অংশে লাগিয়ে দেওয়া হয় এখানে 'চুউান' হলো মদ তৈরীর ওষধ(মুলি)।পাতন প্রক্রিয়ায় মদ তৈরী করা হয়। এই মদকে পুন:চোয়ানের ফলে তাতে এলকোহলের মমাএা বেড়ে যায়। এমন কি এই মদ আগুনের সংর্স্পশে এলে তাতে আগুন ধরে যায়।মদ তৈরীর যে ওষধ ব্যবহত হয় তাকে মুলি বা চুউান বলে এটি প্রস্তুত করায় অপরিহার্য্য।মিশ্র বস্তুর উপাদান এটা হলো উওেজিত করার অনুসাঙ্গিক এটা তৈরীতে গাছের ছাল,পাতা এবং জলে ভেজানো আতপ চাউল মদ তৈরীতে প্রয়োজন হয় এর সঙ্গে মদের স্বাদ বাড়ানোর জন্য অনেকে কাঁঠাল পাতা, ৪-৫ টি শুকনো মরিচ,আতা গাছের পাতা গন্দকী গাছের মূল ইত্যাদি সকল বস্তু মিশিয়ে গুড়া করে কিছু জল মিশিয়ে গোলাকার করে ট্যবলেট তৈরী করা হয়।এই ট্যবলেটকে রৌদ্রে শুকিয়ে নেওয়া হয় অতপর পরিমান মত ভাতের সাথে ট্যবলেট কে মিশিয়ে দুই রাএ পচিয়ে পাতনিতে ফেলে আগুন এর তাপ দিয়ে মদ নিস্কাশিত করা হয় । মদকে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠি ভিন্ন নামে বলে থাকে কিন্তু মদ তৈরীর প্রক্রিয়া প্রায় এক প্রকার'' জেলায় ভ্রমনে পাওয়া কিছু পাতনীর চিএ পরিবেশিত হলো.....

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সিতে মদ তৈরির পাতন পদ্ধতি

উপরের ছবিটি সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সি থেকে সংগৃহিত দেশীয় পদ্ধতিতে মদ তৈরির চিত্র। আদিবাসী সমাজে মদ্যপান তাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট। পুরুষ মহিলা সবাই কম বেশী মদ্যপানে আসক্ত। এ সংস্কৃতি নূতন নহে পুরা কাল থেকে এর প্রচলনের তথ্য পাওয়া যায়।

আদিবাসীরা নিজেদের বাড়িতেই তাদের পানীয় তৈরি করে থাকে। একে দেশী মদ বলে। এরুপ পানীয় তৈরির মূখ্য উপাদান ফারমেনটেড ভাত। প্রথমে চাল সিদ্ধ করে সিদ্ধ ভাত ঠান্ডা করা হয়। এবার এরুপ ঠান্ডা ভাতে আঞ্চলিকভাবে পরিচিত মূলি নামক এক পদার্থ গুড়াকরে ভাতের সাথে মিশানো হয়। এই মূলি চালের গুড়ো,মরিচ গাছের লতা পাতা ছাল পরিমানগত গুড়োর সাথে মিশিয়ে গোল গোল করে বানিয়ে রোদে শুকিয়ে নিয়ে মূলি তৈরি করা হয়।

এখন মূলি মিশানো ঠান্ডা ভাত একটি গামলা বা পাতিলের মধ্যে ভরে কলাপাতা বা কাপড় দিয়ে ভাল করে মুখবন্ধ করে রাখা হয়। ৩-৪ দিন রেখে দেওয়ার পর জল দিয়ে ভিজিয়ে আরও ২-৩ দিন এমনিভাবে রেখে দেওয়া হয়। এতে পাত্রের ভাত পুরোপুরি ফারমেনটেড হয়ে যায় অর্থাৎ ফারমেনটেড ভাতের জলই মূলত দেশীয় পানীয়ে পরিনত হয়।

এ অবস্থায় পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতে তা অতিমাত্রায় মাদকতা তৈরি করে থাকে। তাই একে কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচর্য্যা করে বিশুদ্ধ করা হয়। পরিচর্য্যার প্রনালীটি হলো, যে পাত্রে জল মিশানো ফারমেনটেড ভাত থাকে সে পাত্রে একটি সরু ছিদ্র করা এবং এক পাশে নল বসানো আর একটি পাত্র বসানো হয়। এবার এ পাত্রের উপর আর একটি পাত্রে ঠান্ডা জল রাখা হয়।

ফারমেনটেড ভাত থেকে জলীয় বাস্প পাত্রের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে এবং তার উপর পাত্রে রাখা ঠান্ডা জলের সংস্পর্শে এসে ঠান্ডা পানীয়ে পরিণত হয় এবং সরু নল দিয়ে নির্গত হয়। এই নির্গত ঠান্ডা জলেই বিশুদ্ধ পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৪.৪ বস্নক এলাকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ

কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সি-র ধর্মীয় প্রতিষ্টান

GPS location- N 23°48.262"
E-091°52.039"

উপরের ছবিটি কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সি-র শিব মন্দিরের। মন্দিরটি কর্ণমনি পাড়া ভিলেজ কমিটির অফিস ও সি.অর.পি .এফ.ক্যাম্পের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মন্দিরের পূজারী পূর্নজয় রিয়াং মহাশয় আমাদের জানান প্রতিদিন এলাকার হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে এসে পূজা দিয়ে জান।

এই এলাকার বিভন্ন অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এখানে এসে বিভিন্ন মানসা্ করে থাকেন। এবং অসুখ থেকে মুক্তি পেলে আবার এখানে এসে পূজা করে থাকেন। এলাকার মানুষের সহযোগিতা নিয়েই এই মন্দিরটির পূজা-পার্বন বিগত ৪০ বছর যাবত করে আসছেন।

কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সি-র পরিবেশ ও জৈব বৈচিত্র্য

কর্ণমনিপাড়ার প্রকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। সমস্ত অঞ্চলটি বিভিন্ন গাছ পালায় আচ্ছাদিত। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখা যায়, যেমন- ময়না,তোঁতা, টিয়া,ঘুঘু ,বুলবুল ইত্যাদি। এই অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের বন্যপ্রানী দেখতে পাওয়া যায়, যেমন- বন্যশূকর ,হরিণ, জঙ্গলি কুকুর, বাঘদাশ ইত্যাদি। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের জুমের সবজি পাওয়া যায়, যেমন- খাকলু, মক্কা, মাইস্ে, চাকুমা, মিষ্টি কোমড়, তিল, কলা ইত্যাদি। এই অঞ্চলে মুলি,ডলু,রুপাই,পাওরা,বরাক,মাকাল ইত্যাদি বাঁশ পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চারটি ছড়া প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল- 'বালুছড়া' ৮ কিমি অঞ্চল জুড়ে এই ছড়া প্রবাহিত হয়েছে। এই ছড়ায় বিভিন্ন রকমের মাছ পাওয়া যায়। 'তুইকোথাং' ছড়া ৩ কিমি অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। 'হাজা' ছড়া ৪ কিমি অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। 'থাইচুয়াথাই' ছড়া ৪ কিমি অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই ছড়াগুলিতে কাকড়া, শামুক,ঝিনুক ও বিভিন্ন রকমের মাছ পাওয়া যায়।

কর্ণমনি পাড়ায় বিভিন্ন রকম জুমের ধানের বৈচিত্র্য দেখা যায়। যথাক্রমে ধানগুলি হল- বেতি, ডিলং, কাইনচলি, কপ্রৌহ, চিনাল, মাইক্লাইহা, মাইমি, বাদিয়া, শ্রে, মাইব্রিং ইত্যাদি। বাদিয়া আবার তিন রকমের- বাদিয়া রাইয়োক,বাদিয়া তাইনচ,বাদিনা মাঝারিমা। মাইংমি আবার তিন রকমের- মাইমি ওয়াতলাও, মাইমিয়জ্র, মাইমি কপ্রৌহ। তবে বর্তমানে অনেকগুলি ধান আগের মত এই অঞ্চলে পাওয়া যায় না। এই জৈব বৈচিত্র্যগুলি কর্ণমনি পাড়ার উদ্ভিদ ও জীব জগতের বৈচিত্রের মূলধারা।

৫- গঙ্গানগর বস্নকের উদ্ভিৎ বৈচিত্র্য ঃ

৫.১ গঙ্গানগর বস্নকের বিভিন্ন বি.এম.সির হারবরিয়ামের চিত্র ঃ

হার্বোরিয়াম হলো যে স্থানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহিত উদ্ভিদের শুস্ক নমুনা গুলি বিশেষ ধরনের কাগজে সংলগ্ন করে কোন নিদ্দিষ্ঠ শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী পৃথক পৃথক ফোল্ডারে সাজিয়ে কাঠ বা ষ্টিলের আলমারীর বিভিন্ন খোপে সংরক্ষন করা হয়। তাকে হারর্বোরিয়াম বলে। কিন্তু এক্ষেত্রে মাঠে কাজ করাকালীন বিশেষ প্রতিকুল পরিস্থিতিতে হারর্বোরিয়াম তৈরীর পদ্ধতীগত দিক মানা অসুবিধা জনক হওয়ায় সংগৃহি নমুনা কে সরাসরি স্কেনার মেশিনে ফেলে মোটামুটি একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রজাতীর চিহ্নিত করনের একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে-

কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সি থেকে সংগৃহিত ফুলের হারবোরিয়াম

বড় গাঁদা-*Tagetes erecata*

বোতল ব্রাশ- *Callistemon liearis*

কেশিয়া- *Cassia siamea*

বড় গাঁদা- *Tagetes erecata*

তেতুইয়া বি.এম.সি থেকে সংগৃহিত গাছের হারবোরিয়াম

কনপাল-

Euphorbia irucalli

ফার্ণ-

Lygodium scandens

বন কার্পাস-

Abelmoschus manihot

দেশী সিম-

Dolichos lablab (L) Sweet

তেতুইয়া বি.এম.সি থেকে সংগৃহিত গাছের হারবোরিয়াম

লাল কেরন-
Jatropha cuzcus

তুলসী-
Ocimum sanctum

বোতাম ফুল-
Gomphrea celasidides

কাল তুলসী-
Oscimum basilicum

কলাবতি-
Canna indica

ল্যান্টেনা-
Lantana camara

চাকমাপাড়া বি.এম.সির বিভিন্ন ফুলের হারবোরিয়াম

কাগজ ফুল-
Bougainvillea globra

গন্ধরাজ-
Gardenia jasminoides

নয়নতারা-
Catharanthus roseus

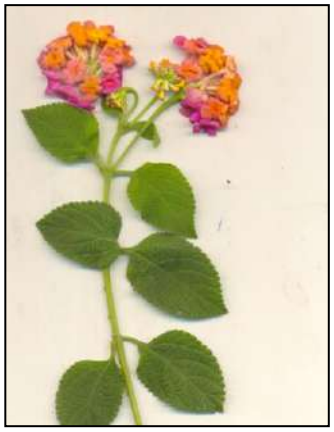

ল্যান্টনা-
Lantana camara

টগর-
Tabernal montana

বাবুল-
Acacia farnesiana

৫.২- বি.এম.সির কাষ্ঠজ গাছের চিত্র ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা নানা প্রকার উদ্ভিদ সম্পদে সমৃদ্ধ। রাজ্যে প্রায় ১৬০০ প্রজাতির সপুস্পক উদ্ভিদের মধ্যে প্রায় ২৮০টি প্রজাতি বৃক্ষ জাতীয়। এদের মধ্যে আমাদের দেশীয় গাছ পালা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বেশ কিছু বিদেশী গাছপালা। এই বিদেশী গাছপালারা অনেকে এখানকার আবহাওয়ায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে, যাতে তাদের আর বিদেশী বলে চেনা যায় না।

বৃক্ষরাজির মধ্যে কিছু উন্নত কাঠ জাতীয় কিছু ফল জাতীয়, কিছু ফুল জাতীয় এবং কিছু বাহারী গাছ। এদের কিছু কিছুর যত্ন আত্তি লাগে অন্যেরা আপন খেয়ালে নিজে সাজিয়ে উঠেছে। এই বি.এম.সি এলাকা থেকে কিছু চিত্র তথ্য সমেত দেওয়া গেল।

চামল- *Artocarpus chaplasha*

লম্বা পূর্ণমোচী এই বৃক্ষ ৩০-৩৫ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। গুঁড়ি সোজা, ১৮-২১ মিটার লম্বা। গোড়া দিকে ডালপালা প্রায় থাকে না। বাকল ধোঁয়াটে বাদামি রঙের। গাছ হতে সাদা তরুক্ষীর বের হয়। পাতা সরল, আকারে বড়, উপরের দিকে গাঢ় সবুজ।

কাঠ হলদে বাদামি রঙের। খোলা অবস্থায় থাকলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তা বাদামি বা গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে। কাঠ দৃঢ় তবে এর উপরের দিকে ফাটল বা চির ধরে। পাকা কাঠ দীর্ঘস্থায়ী। উই ও অন্যান্য পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম।

কাঁঠাল- *Artocarpus intehrifolius*

কাঁঠাল উষ্ণ ও আর্দ্র অহ্চলের ফল সে জন্য কাঁঠাল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে গণ্য করা হয়। কাঁঠাল ভারতের মধ্যে আসাম, পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে, উরিষ্যা ও ত্রিপুরায় পাওয়া যায়। কাঁঠাল খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দুর হয়। কাঁঠালের বীজ খুব বলবর্দ্ধক ও পুষ্ঠিকারক। পাকা ফল অল্প বিরেচকের কাজ করে। পাঁকা কাঁঠালের রস অনিদ্রা দুর করে ও ধাতু দৌর্বল্য দূর করে তবে অল্প অল্প করে রোজ খাওয়া ভাল। কাঁঠাল আমাদের শরীরের পিত্ত জনিত বা পিত্ত সক্রান্ত রোগগুলির প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।

জাম- *Eugenia jambolana*

শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য সব অংশেই জাম পাওয়া যায়। গুণঃ সুস্বাদু, রুচিকর, অজীর্ণনাশক, মধুমেহ নাশক, রক্ত মোধক। শ্বাসরোগ, অতিসার, আমাশয় প্রভৃতি রোগনাশক। ২-৩ চামচ জামপাতার রস আধচামচ ঘিয়ের সাথে মিমিয়ে রোজ একবার করে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে শষ্যামূত্রে উল্লেখনীয় উপকার পাওয়া যায়। মধূমেহ রোগে বীজের গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় দুবেলা করে খেলে রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণেআসে)

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

শিমূল (*Bombax ceiba*)

ছড়ানো ডালপালাযুক্ত এই পর্ণমোচী বৃক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোনকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষকরে ছোট ছারাগাছে, যা একে সুরক্ষ দেয়।

ফুল উজ্জ্বল লাল রঙের। পত্রহীন গাছ লাল বড় বড় ফুল ভরে যায়। লাল ফুলের বাহারের জন্য একেও কেউ কেউ 'বনের অগ্নিশিখা' বলে,।

শিমূল কাঠ বেশ নরম। দেশলাই কাঠি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। এছাড়া পেকিং বাক্স, চায়ের পেটি,কফিন প্রভৃতি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সহজে উই পোকার দ্বারা নষ্ট হওয়া স্থায়ী আসবাব তৈরিতে কাজে সাধরণতঃ এর ব্যবহারহয় না। এর কাঠ হতে কাঠকয়লা ও কাগজ তৈরির মণ্ড তৈরি হয়। শিশূল তুলা বালিশ গদি প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।কচি ডালপালা ওপাতাভাল পশুখাদ্য।

এই গাছ হতে পাওয়া আঠা বই বাধানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। আয়ুর্বেদিক ঔষধে শিমূলের ব্যবহা ররয়েছে। এর মূল উদ্দীপকও টনিক গুণ বিশিষ্ট।

সেগুন (*Tectona grandis*)

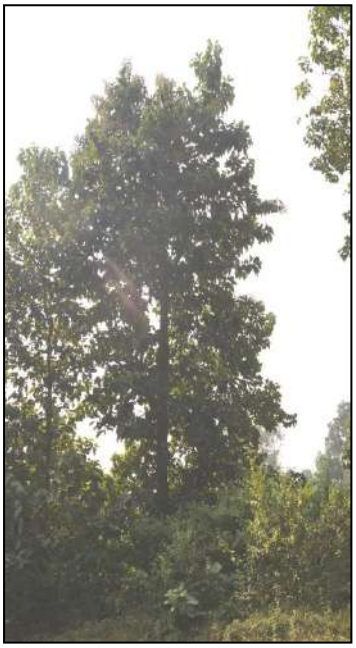

এই পর্ণমোচী বৃক্ষটি আকারে বেশ বড় হয়। পরিণত বৃক্ষ ৩০-৬০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কচি ডালপালা চতুর্ধার বিশিষ্ট। পাতা সরল, বেশ বড় আকারের। বিশেষ করে চারা গাছে পাতার আকার অনেক বড় হয়। পাতা খসখসে, পরের দিক রোমহীন। কিন্তু নীচের দিক লালচ মৃদু রোমে ঢাকা।

সাদা রঙের ছোট ফুলগুলি যৌগিক মঞ্জরীতে সাজানো, ফুলের বৃতিগুলি বেশ ছোট কিন্তু এই বৃতিগুলি পড়ে বড় হয়ে নরম স্পঞ্জতুল্য ফলকে ঢেকে রাখে।

আমাদের দেশের দারু উৎপাদনকারী বৃক্ষের মধ্যে সেগুনের স্থান সবার উপর। এর কাঠ বেশ শক্ত। কাঠে তৈল জাতীয় পদার্থ থাকায় ইহা দীর্ঘস্থায়ী। সেগুনের স্থান সবার উপর। বিভন্ন আসবার, রেলের স্লিপার, জাহাজ তৈরি, রেলের ওয়াগন প্রর্ভতি নানা কাজে ব্যবহার রয়েছে।

পাতা হতে পাওয়া রং সুতা রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পাতা হতে টোকা বা টুপির আকারের ছাতা, খাদ্য পরিবেশনের প্লেট ইত্যাদি তৈরি করা যায়। এছাড়াও নানা দ্রব্য প্যাকিং -এ এই পাতার ব্যবহার হয়।

এই গাছে কিছু ভেষজগুণও রয়েছে। মাথা ধরা, পিত্তাধিক্য, উদারাময় প্রভৃতিতে সেগুন কাঠ উপকারী। এই গাছের ছাই চোখের পাতা ফুলায় উপকারী। ফুল, বীজ ও মূল মূত্র বৃদ্ধিকারক।

জাম- *Eugenia jambolana lam.*

শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য সব অংশেই জাম পাওয়া যায়। সুস্বাদু, রুচিকর, অজীর্ণনাশক, মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; শ্বাসরোগ, অতিসার, আমাময় প্রভৃতি রোগনাশক Jamboiine নামের glucoside এবং ellagic acid নামক phenolic রাসায়নিক জামের বীজে পাওয়া যায়।

২-৩ চামচ জামপাতার রস আধচামচ ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে রোজ একবার করে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে শয্যামূত্রে উল্লেখনীয় উপকার পাওয়া যায়। মধুমেহ রোগে বীজের গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় দুবেলা করে খেলে রক্তশর্করা (Blood Sugar) নিয়ন্ত্রণে আসে।

কড়ই- *Albizzia lebbeck*

গাছের শেকড়ের বাকল, পাতা, ফুল ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল ও বীজ কষায়, অর্শ ও পেটের পীড়ায় উপকারী। মেখড়ের বাকল চূর্ণ দাঁতের মাড়ি শক্ত করে এবং এটি চর্মরোগ ও ইঁদুরের কামড়ে উপকারী। পাতা রাত্রন্ধতা নিরাময় করে।

বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল বাদামি ধূসর রঙের এবং তাতে অনেক ফাটল থাকে। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। মধ্যশিরার দুই পাশে উপশিরার উপর ছোট ছোট পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ফুল মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাস শাখার আগায় পাতার কক্ষে থাকে। ফুলের সাদাটে ধূসর রঙের পুংকেশর পাপড়ির তুলনায় অনেক বড়। ফল লম্বা, সরু পাতলা। পাকা ফল হলদেটে।

তেতুইয়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

শিমুল- *Bombax ceiba*

ছড়ানো ডালপাযুক্ত এই পর্ণমোচী বৃক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোনাকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষ করে ছোট চারাগাচে, যা একে সুরক্ষা দেয়। পাতা বেশ বড়, উজ্জ্বল, সবুজ, ৫-৭ টি পত্রকে বিভক্ত। শীতের সময় গাছের সব পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারীতে পাতা ঝরার পর ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে।

সেগুন (*Tectona grandis*)

এই পর্ণমোচী বৃক্ষটি আকারে বেশ বড় হয়। পরিণত বৃক্ষ ৩০-৬০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কচি ডালপালা চতুর্ধার বিশিষ্ট। পাতা সরল, বেশ বড় আকারের। বিশেষ করে চারা গাছে পাতার আকার অনেক বড় হয়। পাতা খসখসে, পরের দিক রোমহীন। কিন্তু নীচের দিক লালচ মৃদু রোমে ঢাকা।

পাতা হতে পাওয়া রং সুতা রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পাতা হতে টোকা বা টুপির আকারের ছাতা, খাদ্য পরিবেশনের প্লেট ইত্যাদি তৈরি করা যায়। এছাড়াও নানা দ্রব্য প্যাকিং -এ এই পাতার ব্যবহার হয়।

এই গাছে কিছু ভেষজগুণও রয়েছে। মাথা ধরা, পিত্তাধিক্য, উদারাময় প্রভৃতিতে সেগুন কাঠ উপকারী। এই গাছের ছাই চোখের পাতা ফুলায় উপকারী। ফুল, বীজ ও মূল মূত্র বৃদ্ধিকারক।

জাম- *Eugenia jambolana lam.*

শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য সব অংশেই জাম পাওয়া যায়। সুস্বাদু, রুচিকর, অজীর্ণনাশক, মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; শ্বাসরোগ, অতিসার, আমাময় প্রভৃতি রোগনাশক Jamboiine নামের glucoside এবং ellagic acid নামক phenolic রাসায়নিক জামের বীজে পাওয়া যায়।

২-৩ চামচ জামপাতার রস আধচামচ ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে রোজ একবার করে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে শয্যামূত্রে উল্লেখনীয় উপকার পাওয়া যায়। মধুমেহ রোগে বীজের গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় দুবেলা করে খেলে রক্তশর্করা (Blood Sugar) নিয়ন্ত্রণে আসে।

কড়ই- *Albizzia lebbeck*

গাছের শেকড়ের বাকল, পাতা, ফুল ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল ও বীজ কষায়, অর্শ ও পেটের পীড়ায় উপকারী। মেখড়ের বাকল চূর্ণ দাঁতের মাড়ি শক্ত করে এবং এটি চর্মরোগ ও ইঁদুরের কামড়ে উপকারী। পাতা রাত্রন্ধতা নিরাময় করে।

বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল বাদামি ধূসর রঙের এবং তাতে অনেক ফাটল থাকে। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। মধ্যশিরার দুই পাশে উপশিরার উপর ছোট ছোট

পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ফুল মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাস শাখার আগায় পাতার কক্ষে থাকে। ফুলের সাদাটে ধূসর রঙের পূংকেশর পাপড়ির তুলনায় অনেক বড়। ফল লম্বা, সরু পাতলা। পাকা ফল হলদেটে।

চাকমাপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

জাম- *Eugenia jambolana lam.*

শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য সব অংশেই জাম পাওয়া যায়। সুস্বাদু, রুচিকর, অজীর্ণনাশক, মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; শ্বাসরোগ, অতিসার, আমাময় প্রভৃতি রোগনাশক Jamboiine নামের glucoside এবং ellagic acid নামক phenolic রাসায়নিক জামের বীজে পাওয়া যায়।

২-৩ চামচ জামপাতার রস আধচামচ ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে রোজ একবার করে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে শয্যামূত্রে উল্লেখনীয় উপকার পাওয়া যায়। মধুমেহ রোগে বীজের গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় দুবেলা করে খেলে রক্তশর্করা (Blood Sugar) নিয়ন্ত্রণে আসে।

কড়ই- *Albizzia lebbeck*

গাছের শেকড়ের বাকল, পাতা, ফুল ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল ও বীজ কষায়, অর্শ ও পেটের পীড়ায় উপকারী। মেখড়ের বাকল চূর্ণ দাঁতের মাড়ি শক্ত করে এবং এটি চর্মরোগ ও ইঁদুরের কামড়ে উপকারী। পাতা রাত্রন্ধতা নিরাময় করে।

বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল বাদামি ধূসর রঙের এবং তাতে অনেক ফাটল থাকে। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। মধ্যশিরার দুই পাশে উপশিরার উপর ছোট ছোট পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ফুল মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাস শাখার আগায় পাতার কক্ষে থাকে। ফুলের সাদাটে ধূসর রঙের পূংকেশর পাপড়ির তুলনায় অনেক বড়। ফল লম্বা, সরু পাতলা। পাকা ফল হলদেটে।

তুলা বা শিমূল (*Bombax ceiba)*

ছড়ানো ডালপালাযুক্ত এই পর্ণমোচী বৃক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোনাকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষ করে ছোট চারাগাছে, যা একে সুরক্ষা দেয়। পাতা বেশ বড়, উজ্জ্বল, সবুজ, ৫-৭টি পত্রকে বিভক্ত। শীতের সময় গাছের সব পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারীতে পাতা ঝরার পর ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে।

শিমূল কাঠ বেশ নরম। দেশলাই কাঠি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। এছাড়া পেকিং বাক্স, চায়ের পেটি, কফিন প্রভৃতি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এর কাঠ হতে কাঠকয়লা ও কাগজ তৈরির মণ্ড তৈরি হয়। এই গাছ হতে পাওয়া আঠা বই বাধানোর কাজে ব্যভহার করা যায়। আয়ুর্বেদিক ঔষধে শিমূলের ব্যবহার রয়েছে। এর মূল উদ্দীপক ও টনিক গুণ বিশিষ্ট

কর্মপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

করই (*Albizia procera*)

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের দিক একটু খাসখসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়। কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতায় ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেব দেওয়া হয়।

চামল (*Artocarpus chaplasa*)

লম্বা পর্ণমোচী এই বৃক্ষ ৩০-৩৫ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। গুঁড়ি সোজা, ১৮-২১ মিটার লম্বা। গোড়ার দিকে ডালপালা প্রায় থাকে না। বাকল ধোঁয়াটে বাদামি রঙের। গাছ হতে সাদা তরুক্ষীর বের হয়। পাতা সরল, আকারে বড়, উপরের দিকে গাঢ় সবুজ।

কাঠ হলদে বাদামি রঙের। খোলা অবস্থায় থাকলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তা বাদামি বা গাঢ় বাদামি রঙের হয়ে উঠে। কাঠ দৃঢ় তবে এর উপরের দিকে ফাটল বা চির ধরে। পাকা কাঠ দীর্ঘস্থায়ী। উই ও অন্যান্য পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম। বিভিন্ন নির্মাণ কাজ যেমন জাহাজ তৈরি, আসবাব তৈরি ও চায়ের বাক্সা তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে। প্লাইউড তৈরিতে এর ব্যবহার হয়।

কাঁঠাল (*Artocarpus hetcrophyllus*)

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের দিক একটু খাসখসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়। কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতায় ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেব দেওয়া হয়। বার্মার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কাঁঠাল কাঠ হতে পাওয়া রঙ কাপড় রাঙানোতে

ব্যবহার করেন। তরুক্ষীর হতে পাখি ধরার আঠা পাওয়া যায়।

তুলা বা শিমূল (*Bombax ceiba*)

ছড়ানো ডালপালাযুক্ত এই পর্ণমোচী বৃক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোনাকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষ করে ছোট চারাগাছে, যা একে সুরক্ষা দেয়। পাতা বেশ বড়, উজ্জ্বল, সবুজ, ৫-৭টি পত্রকে বিভক্ত। শীতের সময় গাছের সব পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারীতে পাতা ঝরার পর ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে।

শিমূল কাঠ বেশ নরম। দেশলাই কাঠি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। এছাড়া পেকিং বাক্স, চায়ের পেটি, কফিন প্রভৃতি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এর কাঠ হতে কাঠকয়লা ও কাগজ তৈরির মণ্ড তৈরি হয়। এই গাছ হতে পাওয়া

আঠা বই বাধানোর কাজে ব্যভহার করা যায়। আয়ুর্বেদিক ঔষধে শিমূলের ব্যবহার রয়েছে। এর মূল উদ্দীপক ও টনিক গুণ বিশিষ্ট।

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

সেগুন (*Tectona grandis*)

এই পর্ণমোচী বৃক্ষটি আকারে বেশ বড় হয়। পরিণত বৃক্ষ ৩০-৬০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কচি ডালপালা চতুর্ধার বিশিষ্ট। পাতা সরল, বেশ বড় আকারের। বিশেষ করে চারা গাছে পাতার আকার অনেক বড় হয়। পাতা খসখসে, পরের দিক রোমহীন। কিন্তু নীচের দিক লালচ মৃদু রোমে ঢাকা।

পাতা হতে পাওয়া রং সুতা রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পাতা হতে টোকা বা টুপির আকারের ছাতা, খাদ্য পরিবেশনের প্লেট ইত্যাদি তৈরি করা যায়। এছাড়াও নানা দ্রব্য প্যাকিং -এ এই পাতার ব্যবহার হয়।

এই গাছে কিছু ভেষজগুণও রয়েছে। মাথা ধরা, পিত্তাধিক্য, উদারাময় প্রভৃতিতে সেগুন কাঠ উপকারী। এই গাছের ছাই চোখের পাতা ফুলায় উপকারী। ফুল, বীজ ও মূল মূত্র বৃদ্ধিকারক।

কাঁঠাল (*Artocarpus hetcrophyllus*)

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের দিক একটু খাসখসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়। কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতায় ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেব দেওয়া হয়। বার্মার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কাঁঠাল কাঠ হতে পাওয়া রঙ কাপড় রাঙানোতে ব্যবহার করেন। তরুক্ষীর হতে পাখি ধরার আঠা পাওয়া যায়।

করই (*Albizia procera*)

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের দিক একটু খাসখসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়। কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতায় ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেব দেওয়া হয়।

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

জাম- *Eugenia jambolana lam.*

শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য সব অংশেই জাম পাওয়া যায়। সুস্বাদু, রুচিকর, অজীর্ণনাশক, মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; শ্বাসরোগ, অতিসার, আমাময় প্রভৃতি রোগনাশক Jamboiine নামের glucoside এবং ellagic acid নামক phenolic রাসায়নিক জামের বীজে পাওয়া যায়।

২-৩ চামচ জামপাতার রস আধচামচ ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে রোজ একবার করে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে শয্যামূত্রে উল্লেখনীয় উপকার পাওয়া যায়। মধুমেহ রোগে বীজের গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় দুবেলা করে খেলে রক্তশর্করা (Blood Sugar) নিয়ন্ত্রণে আসে।

কাঁঠাল (*Artocarpus hetcrophyllus)*

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের দিক একটু খাসখসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়। কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতায় ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেব দেওয়া হয়। বার্মার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কাঁঠাল কাঠ হতে পাওয়া রঙ কাপড় রাঙানোতে ব্যবহার করেন। তরুক্ষীর হতে পাখি ধরার আঠা পাওয়া যায়।

তুলা বা শিমূল (*Bombax ceiba)*

ছড়ানো ডালপালাযুক্ত এই পর্ণমোচী বক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোনাকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষ করে ছোট চারাগাছে, যা একে সুরক্ষা দেয়। পাতা বেশ বড়, উজ্জ্বল, সবুজ, ৫-৭টি পত্রকে বিভক্ত। শীতের সময় গাছের সব পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারীতে পাতা ঝরার পর ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ গাছে ফুল ফোটে।

শিমূল কাঠ বেশ নরম। দেশলাই কাঠি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। এছাড়া পেকিং বাক্স, চায়ের পেটি, কফিন প্রভৃতি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এর কাঠ হতে কাঠকয়লা ও কাগজ তৈরির মণ্ড তৈরি হয়। এই গাছ হতে পাওয়া আঠা বই বাধানোর কাজে ব্যভহার করা যায়। আয়ুর্বেদিক ঔষধে

শিমূলের ব্যবহার রয়েছে। এর মূল উদ্দীপক ও টনিক গুণ বিশিষ্ট।

৫.৩- বি.এম.সিতে ভ্রমণে পাওয়া বিভিন্ন রকম ফুলের চিত্র ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম চিত্র

কলকে ফুল

(Thevetia peruviana)

জবা

(Hibiscus rosa sinensis)

কাঞ্চন

(Bauhinia variaguta)

অপরাজিতা

(Clitoria ternata)

নন্দদুলাল

(Mirabilis jalapa L.)

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির ফুল

দোপাটি

(*Impatiens balsomina*)

অপরাজিতা

(*Clitoria tennatea*)

কাগজ ফুল

(*Bougainvillea spectabilis*)

তেতুইয়া বি.এম.সির ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

রঙ্গন

(Ixora)

জবা

(Hibiscus rosa sinensis)

লতকরবী

(Allamanda cathartica)

কাগজ ফুল

(Bougainvillea spectabilis)

কলাবতি

(Canna indica)

গাঁদা

(Tagetes erecata)

চাকমাপাড়া বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

কাগজ ফুল
(*Bougainvilles spectabilis*)

বাবুল
(*Acacia farnesiana*)

টগর
(*Tabernal montana*)

নন্দদুলাল
(*Mirabilis jalapa*)

নয়নতারা
(*Catharanthus roseus*

বেলী
(*Jasminum sambac*)

ল্যান্টানা
(*Lantana lamara*)

"আমার ঘরের আশে-পাশ যেসব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছাল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছায় প্রাণের প্রথমতর স্তরে, হাজার হাজার বছরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে সাড়া উঠে সেও ওই গাছের ভাষা। তার কোন স্পষ্ট মানে নেই অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গুন গুনিয়ে উঠে।

কর্মপাড়া বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

কাগজ ফুল
(*Bougainvilles spectabilis*)

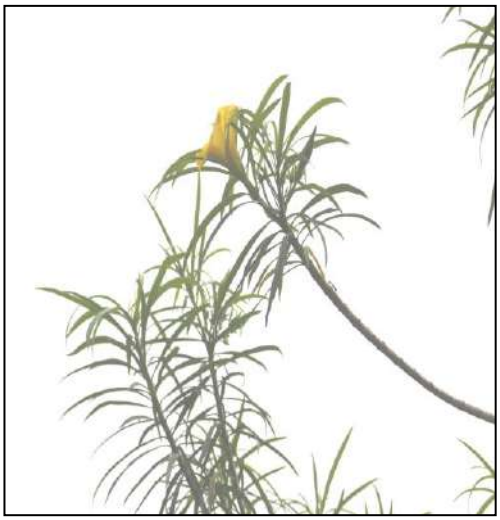

কলকে ফুল
(*Jhevetia penuviana*)

টগর
(*Valeriana wallichii*)

নন্দদুলাল
(*Mirabilis jalapa*)

রাধারামবাড়ী বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

কাগজ ফুল
(*Bougainvilles spectabilis)*

হাঁড়কাকরা-
Allamanda cathartica

নয়নতারা
(Catharanthus roseus

নয়নতারা
(Catharanthus roseus

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

কাগজ ফুল
(Bougainvilles spectabilis)

রক্তজবা
(Hibiscus Rosa sinensis

দু-রঙ্গা জবা
(Hibiscus Rosa sinensis)

লটকন **জবা**
(Habiscus rosa sinensis)

কলকে ফুল
(Thevetia penuviana)

৫.৪ বি.এম.সির ফলজ গাছ ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন ফলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

মানুষের কর্মক্ষমতা সবচেয়ে বেশী ক্ষীয়মান। আজ কাজ না করলে কাল শরীরে শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তাহা ছাড়া কার্য্য ক্ষমতাও কমে যাবে আগের তুলনায়। আবার কাজ করার পর প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ না করলেও কার্য্য ক্ষমতা হ্রাস পাবে। পাশাপাশি শরীর দূর্বল হবে বিভিন্ন রোগ এসে শরীরে বাসা বাঁধবে।

শক্তি যোগান দেওয়া ছাড়াও আমাদের দেহের প্রায়োজনীয় কার্য্যবলী যেমন শ্বাস প্রশ্বাস রক্তচলাচল রেচনক্রিয়া, পাচনক্রিয়া, জননক্রিয়া, স্নায়ুবিক ক্রিয়া ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থ আমাদের দেহে তৈরি হতে পারে যদি আমরা সুষম পুষ্টি উপদান গ্রহন করি। আর এই সমস্ পুষ্টি উপদান আছে শাখ সবজি, ফল মূলে।

ফল মূল

পেপে
(*Carica papaya*)

কলা
(*Musa indica*)

আনারস
(*Ananas sativa*)

আঁতাফল
(*Annona squamosa*)

কাঁঠাল
(*Artocarpus heterophullus*)

কামরাঙ্গা
(*Averrhoa carambola*)

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির ফল মূল

পেপে

(Carica papaya)

কমলা

(Citrus reticulata)

আনারস

(Ananas sativus L.)

কলা

(Musa indica)

তেতুইয়া বি.এম.সির ফল মূল

পেপে

(Carica papaya)

কলা

(Musa indica)

কমলা

(Citrus reticulata)

কাঁঠাল

(Artocarpus heterophyllus Lam)

কুল

(Zizyphus jujube Mill)

তাল

(Borassus flabellifer L)

চাকমাপাড়া বি.এম.সির ফল মূল

কলা- (*Musa indica)*

পেঁপে (*Carica papaya)*

আনারস

(Ananas sativus)

কর্মপাড়া বি.এম.সির ফল মূল

জাম্বুরা

(*Citrus grandis*)

বেল

(*Aegle marmelos Linn*)

কাঁঠাল

(*Artocarpus heterophyllus*

লিচু

(*Litchi chinensis*)

সীতাফল

(*Annona raticulata*)

আম

(*Mangifera indica*)

আনারস

(*Ananas sativus*

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির ফল মূল

কাঁঠাল
(*Artocarpus heterophyllus)*

কলা
(*Musa sapientum.)*

পেয়াঁরা
(*Pasidium guajava)*

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির ফল মূল

কাঁঠাল
(*Autocarpus intchrifolius)*

জাম্বুরা
(*Citrus grandis)*

পেপে
(*Carica papaya)*

চালিতা
(*Dillenia indica.)*

বেল
(*Aegle marmelos Linn)*

৫.৫ বি.এম.সিতে ভ্রমণে পাওয়া কিছু ঔষধী গাছের চিত্র ও তথ্য ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সির সংগৃহিত বিভিন্ন ঔষধি গাছের স্ব-চিত্র ও তথ্য

যে সমস্ গাছ পালা থেকে ঔষধ তৈরি হয় তাহাকে এক কথায় ভেষজ উদ্ভিদ বলে। এদের শেকড়, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল এর অংশ বিশেষ ব্যবহৃত হয়। আমাদের ভারতবর্ষে ভেষজ উদ্ভিদ হিসাবে প্রায় ১৫০০ প্রজাতির উদ্ভিদ ব্যবহারের কথা জানা যায়। এখন আরও অনেক উদ্ভিদ আছে যার ঔষধী গুনাগুন এখনও অজানা রয়ে গিয়াছে। এই মর্মে একটা কাহিনী আছে যে গুপ্ত যুগে ভারতের জীবক নামে একজন বিখ্যাত ভেষজ চিকিৎসক ছিলেন। তৎকালীন তক্ষশীলায় গুরু অত্রেয়ের নিকট তিনি ভেষজ বিদ্যা শেখেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর পরিক্ষার জন্য গুরু তাকে তক্ষশীলার আশপাশ থেকে যতগুলি সম্ভব ভেষজ গুনহীন গাছপালা সংগ্রহ করে আনতে বলেন। নিদিষ্ট সময় পর তাকে খালি হাতে ফিরতে দেখে কারন জিজ্ঞাসা করলে জীবক উত্তর দেন ভেষজগুনহীন কোন গাছ তার নজরে আসেনি। গুরু মহাশয় তার উত্তরে খুশি হয়ে তাকে বলেন যে তার শিক্ষা সার্থক হয়েছে।

বসত বাড়ী ঘর, অফিস আদালত, কৃষি ভূমি সম্প্রসারন উপরন্ত ত্রিপুরায় রাবার চাষের উর্ধ গতিতে বহু প্রজাতি হারিয়ে গিয়াছে। এমতবস্থায় এদের সংরক্ষন সম্প্রাচার একান্ত জরুরী নিম্নে কিছু প্রজাতীর চিত্র দেওয়া গেল।

কঁটানটে (*Amaranthus spinosus*)

মূল ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। এটি হজমকারক, রেচক, ক্ষুধাবর্ধক এবং ঋতুস্রাবের পরিমান হ্রাস করে। অর্শও শ্বেত প্রদরে এটি উপকারী। ইঁদুরের কামড়ে এর ব্যবহার রয়েছে। ফোঁড়া এবং পোড়া ঘায়ে স্নিগ্ধকর পুলটিশ হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে।

আপাং বা উৎলেংড়া (*Achyranthes aspera linna*)

আগুনে ঝলসানো আপাং গাছের ২ চামচ রস, ৭-৮ চামচ জলের সাথে মিশিয়ে প্রত্যহ খেলে শরীরের অতিরিক্ত মেদ হ্রাস পায়।

আপাং-এর মূল বেটে মধুর সাথে মিশিয়ে চালধোয়া জলসহ খেলে অর্শ কমে যায়।

লেবু (*Citrus medica*)

এটি লেবু, পাতিলেবু, কাগজি লেবু, জামির প্রভৃতি নানা নামে পরিচিটত। প্রধানত ফলের বৈশিষ্ট্যের উপর এই প্রজাতিটি নানা জাতে বিভক্ত। রাজ্যে এর চাষ হয়ে থাকে। লেবুর রস ভেষজগুণযুক্ত। এটি পিত্তজনিত বমন নিবারক এবং অনেক রোগের প্রতিষেধক। তৃষা নাশে ও বিষদোষ নাশে উপকারী। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পন, মাথা ঘোরা, শ্বাসনালী প্রদাহ, অম্লপিত্তরোগ, বাত, শ্লেষ্মারোগে প্রভৃতিতে উপকারী। এর পত্রবৃন্ত পক্ষহীন, ফলত্বক দৃঢ়। এপ্রিলে ফুল এবং জুনে ফল হয়।

৫.২- বি.এম.সির কাষ্ঠজ গাছের চিত্র ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা নানা প্রকার উদ্ভিদ সম্পদে সমৃদ্ধ। রাজ্যে প্রায় ১৬০০ প্রজাতির সপুস্পক উদ্ভিদের মধ্যে প্রায় ২৮০টি প্রজাতি বৃক্ষ জাতীয়। এদের মধ্যে আমাদের দেশীয় গাছ পালা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বেশ কিছু বিদেশী গাছপালা। এই বিদেশী গাছপালারা অনেকে এখানকার আবহাওয়ায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে, যাতে তাদের আর বিদেশী বলে চেনা যায় না।

বৃক্ষরাজির মধ্যে কিছু উন্নত কাঠ জাতীয় কিছু ফল জাতীয়, কিছু ফুল জাতীয় এবং কিছু বাহারী গাছ। এদের কিছু কিছুর যত্ন আত্তি লাগে অন্যেরা আপন খেয়ালে নিজে সাজিয়ে উঠেছে। এই বি.এম.সি এলাকা থেকে কিছু চিত্র তথ্য সমেত দেওয়া গেল।

চামল- *Artocarpus chaplasha*

লম্বা পূর্ণমোচী এই বৃক্ষ ৩০-৩৫ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। গুঁড়ি সোজা, ১৮-২১ মিটার লম্বা। গোড়া দিকে ডালপালা প্রায় থাকে না। বাকল ধোঁয়াটে বাদামি রঙের। গাছ হতে সাদা তরুক্ষীর বের হয়। পাতা সরল, আকারে বড়, উপরের দিকে গাঢ় সবুজ।

কাঠ হলদে বাদামি রঙের। খোলা অবস্থায় থাকলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তা বাদামি বা গাঢ় বাদামি রে ঙর হয়ে উঠে। কাঠ দৃঢ় তবে এর উপরের দিকে ফাটল বা চির ধরে। পাকা কাঠ দীর্ঘস্থায়ী। উই ও অন্যান্য পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম।

কাঁঠাল- *Artocarpus intehrifolius*

কাঁঠাল উষ্ণ ও আর্দ্র অহ্চলের ফল সে জন্য কাঁঠাল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে গণ্য করা হয়। কাঁঠাল ভারতের মধ্যে আসাম, পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে, উরিষ্যা ও ত্রিপুরায় পাওয়া যায়। কাঁঠাল খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দুর হয়। কাঁঠালের বীজ খুব বলবর্দ্ধক ও পুষ্ঠিকারক। পাকা ফল অল্প বিরেচকের কাজ করে। পাঁকা কাঁঠালের রস অনিদ্রা দুর করে ও ধাতু দৌর্বল্য দূর করে তবে অল্প অল্প করে রোজ খাওয়া ভাল। কাঁঠাল আমাদের শরীরের পিত্ত জনিত বা পিত্ত সত্রান্ত রোগগুলির প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।

জাম- *Eugenia jambolana*

শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য সব অংশেই জাম পাওয়া যায়। গুণঃ সুস্বাদু, রুচিকর, অজীর্ণনাশক, মধুমেহ নাশক, রক্ত মোধক। শ্বাসরোগ, অতিসার, আমাশয় প্রভৃতি রোগনাশক। ২-৩ চামচ জামপাতার রস আধচামচ ঘিয়ের সাথে মিমিয়ে রোজ একবার করে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে শষ্যামূত্রে উল্লেখনীয় উপকার পাওয়া যায়।

মধূমেহ রোগে বীজের গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় দুবেলা করে খেলে রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণেআসে)

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

শিমূল (*Bombax ceiba*)

ছড়ানো ডালপালাযুক্ত এই পর্ণমোচী বৃক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোনকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষকরে ছোট ছারাগাছে, যা একে সুরক্ষ দেয়।

ফুল উজ্জ্বল লাল রঙের। পত্রহীন গাছ লাল বড় বড় ফুল ভরে যায়। লাল ফুলের বাহারের জন্য একেও কেউ কেউ 'বনের অগ্নিশিখা' বলে,।

শিমূল কাঠ বেশ নরম। দেশলাই কাঠি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। এছাড়া পেকিং বাক্স, চায়ের পেটি,কফিন প্রভৃতি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সহজে উই পোকার দ্বারা নষ্ট হওয়া স্থায়ী আসবাব তৈরিতে কাজে সাধরণতঃ এর ব্যবহারহয় না। এর কাঠ হতে কাঠকয়লা ও কাগজ তৈরির মণ্ড তৈরি হয়। শিশূল তুলা বালিশ গদি প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।কচি ডালপালা ওপাতাভাল পশুখাদ্য।

এই গাছ হতে পাওয়া আঠা বই বাধানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। আয়ুর্বেদিক ঔষধে শিমূলের ব্যবহা ররয়েছে। এর মূল উদ্দীপকও টনিক গুণ বিশিষ্ট।

সেগুন (*Tectona grandis*)

এই পর্ণমোচী বৃক্ষটি আকারে বেশ বড় হয়। পরিণত বৃক্ষ ৩০-৬০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কচি ডালপালা চতুর্ধার বিশিষ্ট। পাতা সরল, বেশ বড় আকারের। বিশেষ করে চারা গাছে পাতার আকার অনেক বড় হয়। পাতা খসখসে, পরের দিক রোমহীন। কিন্তু নীচের দিক লালচ মৃদু রোমে ঢাকা।

সাদা রঙের ছোট ফুলগুলি যৌগিক মঞ্জরীতে সাজানো, ফুলের বৃতিগুলি বেশ ছোট কিন্তু এই বৃতিগুলি পড়ে বড় হয়ে নরম স্পঞ্জতুল্য ফলকে ঢেকে রাখে।

আমাদের দেশের দারু উৎপাদনকারী বৃক্ষের মধ্যে সেগুনের স্থান সবার উপর। এর কাঠ বেশ শক্ত। কাঠে তৈল জাতীয় পদার্থ থাকায় ইহা দীর্ঘস্থায়ী। সেগুনের স্থান সবার উপর। বিভন্ন আসবার, রেলের স্লিপার, জাহাজ তৈরি, রেলের ওয়াগন প্রর্ভতি নানা কাজে ব্যবহার রয়েছে।

পাতা হতে পাওয়া রং সুতা রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পাতা হতে টোকা বা টুপির আকারের ছাতা, খাদ্য পরিবেশনের প্লেট ইত্যাদি তৈরি করা যায়। এছাড়াও নানা দ্রব্য প্যাকিং -এ এই পাতার ব্যবহার হয়।

এই গাছে কিছু ভেষজগুণও রয়েছে। মাথা ধরা, পিত্তাধিক্য, উদারাময় প্রভৃতিতে সেগুন কাঠ উপকারী। এই গাছের ছাই চোখের পাতা ফুলায় উপকারী। ফুল, বীজ ও মূল মূত্র বৃদ্ধিকারক।

জাম- *Eugenia jambolana lam.*

শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য সব অংশেই জাম পাওয়া যায়। সুস্বাদু, রুচিকর, অজীর্ণনাশক, মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; শ্বাসরোগ, অতিসার, আমাময় প্রভৃতি রোগনাশক Jamboiine নামের glucoside এবং ellagic acid নামক phenolic রাসায়নিক জামের বীজে পাওয়া যায়।

২-৩ চামচ জামপাতার রস আধচামচ ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে রোজ একবার করে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে শয্যামূত্রে উল্লেখনীয় উপকার পাওয়া যায়। মধুমেহ রোগে বীজের গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় দুবেলা করে খেলে রক্তশর্করা (Blood Sugar) নিয়ন্ত্রণে আসে।

কড়ই- *Albizzia lebbeck*

গাছের শেকড়ের বাকল, পাতা, ফুল ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল ও বীজ কষায়, অর্শ ও পেটের পীড়ায় উপকারী। মেখড়ের বাকল চূর্ণ দাঁতের মাড়ি শক্ত করে এবং এটি চর্মরোগ ও ইঁদুরের কামড়ে উপকারী। পাতা রাত্রান্ধতা নিরাময় করে।

বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল বাদামি ধূসর রঙের এবং তাতে অনেক ফাটল থাকে। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। মধ্যশিরার দুই পাশে উপশিরার উপর ছোট ছোট পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ফুল মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাস শাখার আগায় পাতার কক্ষে থাকে। ফুলের সাদাটে ধূসর রঙের পুংকেশর পাপড়ির তুলনায় অনেক বড়। ফল লম্বা, সরু পাতলা। পাকা ফল হলদেটে।

তেতুইয়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

শিমুল- *Bombax ceiba*

ছড়ানো ডালপাযুক্ত এই পর্ণমোচী বৃক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোনাকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষ করে ছোট চারাগাচে, যা একে সুরক্ষা দেয়। পাতা বেশ বড়, উজ্জ্বল, সবুজ, ৫-৭ টি পত্রকে বিভক্ত। শীতের সময় গাছের সব পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারীতে পাতা ঝরার পর ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে।

সেগুন (*Tectona grandis*)

এই পর্ণমোচী বৃক্ষটি আকারে বেশ বড় হয়। পরিণত বৃক্ষ ৩০-৬০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কচি ডালপালা চতুর্ধার বিশিষ্ট। পাতা সরল, বেশ বড় আকারের। বিশেষ করে চারা গাছে পাতার আকার অনেক বড় হয়। পাতা খসখসে, পরের দিক রোমহীন। কিন্তু নীচের দিক লালচ মৃদু রোমে ঢাকা।

পাতা হতে পাওয়া রং সুতা রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পাতা হতে টোকা বা টুপির আকারের ছাতা, খাদ্য পরিবেশনের প্লেট ইত্যাদি তৈরি করা যায়। এছাড়াও নানা দ্রব্য প্যাকিং -এ এই পাতার ব্যবহার হয়।

এই গাছে কিছু ভেষজগুণও রয়েছে। মাথা ধরা, পিত্তাধিক্য, উদারাময় প্রভৃতিতে সেগুন কাঠ উপকারী। এই গাছের ছাই চোখের পাতা ফুলায় উপকারী। ফুল, বীজ ও মূল মূত্র বৃদ্ধিকারক।

জাম- *Eugenia jambolana lam.*

শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য সব অংশেই জাম পাওয়া যায়। সুস্বাদু, রুচিকর, অজীর্ণনাশক, মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; শ্বাসরোগ, অতিসার, আমাময় প্রভৃতি রোগনাশক Jamboiine নামের glucoside এবং ellagic acid নামক phenolic রাসায়নিক জামের বীজে পাওয়া যায়।

২-৩ চামচ জামপাতার রস আধচামচ ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে রোজ একবার করে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে শয্যামূত্রে উল্লেখনীয় উপকার পাওয়া যায়। মধুমেহ রোগে বীজের গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় দুবেলা করে খেলে রক্তশর্করা (Blood Sugar) নিয়ন্ত্রণে আসে।

কড়ই- *Albizzia lebbeck*

গাছের শেকড়ের বাকল, পাতা, ফুল ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল ও বীজ কষায়, অর্শ ও পেটের পীড়ায় উপকারী। মেখড়ের বাকল চূর্ণ দাঁতের মাড়ি শক্ত করে এবং এটি চর্মরোগ ও ইঁদুরের কামড়ে উপকারী। পাতা রাত্রন্ধতা নিরাময় করে।

বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল বাদামি ধূসর রঙের এবং তাতে অনেক ফাটল থাকে। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। মধ্যশিরার দুই পাশে উপশিরার উপর ছোট ছোট পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ফুল মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাস শাখার আগায় পাতার কক্ষে থাকে। ফুলের সাদাটে ধূসর রঙের পূংকেশর পাপড়ির তুলনায় অনেক বড়। ফল লম্বা, সরু পাতলা। পাকা ফল হলদেটে।

চাকমাপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

জাম- *Eugenia jambolana lam.*

শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য সব অংশেই জাম পাওয়া যায়। সুস্বাদু, রুচিকর, অজীর্ণনাশক, মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; শ্বাসরোগ, অতিসার, আমাময় প্রভৃতি রোগনাশক Jamboiine নামের glucoside এবং ellagic acid নামক phenolic রাসায়নিক জামের বীজে পাওয়া যায়।

২-৩ চামচ জামপাতার রস আধচামচ ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে রোজ একবার করে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে শষ্যামূত্রে উল্লেখনীয় উপকার পাওয়া যায়। মধুমেহ রোগে বীজের গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় দুবেলা করে খেলে রক্তশর্করা (Blood Sugar) নিয়ন্ত্রণে আসে।

কড়ই- *Albizzia lebbeck*

গাছের শেকড়ের বাকল, পাতা, ফুল ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল ও বীজ কষায়, অর্শ ও পেটের পীড়ায় উপকারী। মেখড়ের বাকল চূর্ণ দাঁতের মাড়ি শক্ত করে এবং এটি চর্মরোগ ও ইঁদুরের কামড়ে উপকারী। পাতা রাত্রন্ধতা নিরাময় করে।

বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল বাদামি ধূসর রঙের এবং তাতে অনেক ফাটল থাকে। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। মধ্যশিরার দুই পাশে উপশিরার উপর ছোট ছোট পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ফুল মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাস শাখার আগায় পাতার কক্ষে থাকে। ফুলের সাদাটে ধূসর রঙের পূংকেশর পাপড়ির তুলনায় অনেক বড়। ফল লম্বা, সরু পাতলা। পাকা ফল হলদেটে।

তুলা বা শিমূল (*Bombax ceiba*)

ছড়ানো ডালপালাযুক্ত এই পর্ণমোচী বৃক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোনাকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষ করে ছোট চারাগাছে, যা একে সুরক্ষা দেয়। পাতা বেশ বড়, উজ্জ্বল, সবুজ, ৫-৭টি পত্রকে বিভক্ত। শীতের সময় গাছের সব পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারীতে পাতা ঝরার পর ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে।

শিমূল কাঠ বেশ নরম। দেশলাই কাঠি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। এছাড়া পেকিং বাক্স, চায়ের পেটি, কফিন প্রভৃতি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এর কাঠ হতে কাঠকয়লা ও কাগজ তৈরির মণ্ড তৈরি হয়। এই গাছ হতে পাওয়া আঠা বই বাধানোর কাজে ব্যভহার করা যায়। আয়ুর্বেদিক ঔষধে শিমূলের ব্যবহার রয়েছে। এর মূল উদ্দীপক ও টনিক গুণ বিশিষ্ট

কর্মপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

করই (*Albizia procera*)

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের দিক একটু খাসখসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়। কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতায় ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেব দেওয়া হয়।

চামল (*Artocarpus chaplasa*)

লম্বা পর্ণমোচী এই বৃক্ষ ৩০-৩৫ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। গুঁড়ি সোজা, ১৮-২১ মিটার লম্বা। গোড়ার দিকে ডালপালা প্রায় থাকে না। বাকল ধোঁয়াটে বাদামি রঙের। গাছ হতে সাদা তরুক্ষীর বের হয়। পাতা সরল, আকারে বড়, উপরের দিকে গাঢ় সবুজ।

কাঠ হলদে বাদামি রঙের। খোলা অবস্থায় থাকলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তা বাদামি বা গাঢ় বাদামি রঙের হয়ে উঠে। কাঠ দৃঢ় তবে এর উপরের দিকে ফাটল বা চির ধরে। পাকা কাঠ দীর্ঘস্থায়ী। উই ও অন্যান্য পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম। বিভিন্ন নির্মাণ কাজ যেমন জাহাজ তৈরি, আসবাব তৈরি ও চায়ের বাক্সা তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে। প্লাইউড তৈরিতে এর ব্যবহার হয়।

কাঁঠাল (*Artocarpus hetcrophyllus*)

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের দিক একটু খাসখসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়। কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতায় ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেব দেওয়া হয়। বার্মার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কাঁঠাল কাঠ হতে পাওয়া রঙ কাপড় রাঙানোতে

ব্যবহার করেন। তরুক্ষীর হতে পাখি ধরার আঠা পাওয়া যায়।

তুলা বা শিমূল (*Bombax ceiba*)

ছড়ানো ডালপালাযুক্ত এই পর্ণমোচী বৃক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোনাকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষ করে ছোট চারাগাছে, যা একে সুরক্ষা দেয়। পাতা বেশ বড়, উজ্জ্বল, সবুজ, ৫-৭টি পত্রকে বিভক্ত। শীতের সময় গাছের সব পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারীতে পাতা ঝরার পর ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে।

শিমূল কাঠ বেশ নরম। দেশলাই কাঠি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। এছাড়া পেকিং বাক্স, চায়ের পেটি, কফিন প্রভৃতি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এর কাঠ হতে কাঠকয়লা ও কাগজ তৈরির মণ্ড তৈরি হয়। এই গাছ হতে পাওয়া আঠা বই বাধানোর কাজে ব্যভহার করা যায়। আয়ুর্বেদিক ঔষধে শিমূলের ব্যবহার রয়েছে। এর মূল উদ্দীপক ও টনিক গুণ বিশিষ্ট।

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

সেগুন (*Tectona grandis*)

এই পর্ণমোচী বৃক্ষটি আকারে বেশ বড় হয়। পরিণত বৃক্ষ ৩০-৬০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কচি ডালপালা চতুর্ধার বিশিষ্ট। পাতা সরল, বেশ বড় আকারের। বিশেষ করে চারা গাছে পাতার আকার অনেক বড় হয়। পাতা খসখসে, পরের দিক রোমহীন। কিন্তু নীচের দিক লালচ মৃদু রোমে ঢাকা।

পাতা হতে পাওয়া রং সুতা রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পাতা হতে টোকা বা টুপির আকারের ছাতা, খাদ্য পরিবেশনের প্লেট ইত্যাদি তৈরি করা যায়। এছাড়াও নানা দ্রব্য প্যাকিং -এ এই পাতার ব্যবহার হয়।

এই গাছে কিছু ভেষজগুণও রয়েছে। মাথা ধরা, পিত্তাধিক্য, উদারাময় প্রভৃতিতে সেগুন কাঠ উপকারী। এই গাছের ছাই চোখের পাতা ফুলায় উপকারী। ফুল, বীজ ও মূল মূত্র বৃদ্ধিকারক।

কাঁঠাল (*Artocarpus hetcrophyllus)*

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের দিক একটু খাসখসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়। কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতায় ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেব দেওয়া হয়। বার্মার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কাঁঠাল কাঠ হতে পাওয়া রঙ কাপড় রাঙানোতে ব্যবহার করেন। তরুক্ষীর হতে পাখি ধরার আঠা পাওয়া যায়।

করই (*Albizia procera)*

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের দিক একটু খাসখসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়। কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতায় ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেব দেওয়া হয়।

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বড় গাছের স্ব-চিত্র তথ্য

জাম- *Eugenia jambolana lam.*

শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য সব অংশেই জাম পাওয়া যায়। সুস্বাদু, রুচিকর, অজীর্ণনাশক, মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; মধুমেহ নাশক, রক্ত শোধক; শ্বাসরোগ, অতিসার, আমাময় প্রভৃতি রোগনাশক Jamboiine নামের glucoside এবং ellagic acid নামক phenolic রাসায়নিক জামের বীজে পাওয়া যায়।

২-৩ চামচ জামপাতার রস আধচামচ ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে রোজ একবার করে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে শয্যামূত্রে উল্লেখনীয় উপকার পাওয়া যায়। মধুমেহ রোগে বীজের গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় দুবেলা করে খেলে রক্তশর্করা (Blood Sugar) নিয়ন্ত্রণে আসে।

কাঁঠাল (*Artocarpus hetcrophyllus)*

মাঝারি আকারের এই বৃক্ষটির কাণ্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় সবুজ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের দিক একটু খাসখসে। বোঁটা ছোট, মধ্যশিরা বেশ দৃঢ় এবং তা হতে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়। কাঠ হলদে রঙের, বেশ ভাল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

পাতায় ভেষজ গুণযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেব দেওয়া হয়। বার্মার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কাঁঠাল কাঠ হতে পাওয়া রঙ কাপড় রাঙানোতে ব্যবহার করেন। তরুক্ষীর হতে পাখি ধরার আঠা পাওয়া যায়।

তুলা বা শিমূল (*Bombax ceiba)*

ছড়ানো ডালপালাযুক্ত এই পর্ণমোচী বৃক্ষ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এর কাঠ বেশ নরম। গাছের গায়ে কোনাকৃতি বড় বড় কাঁটা থাকে বিশেষ করে ছোট চারাগাছে, যা একে সুরক্ষা দেয়। পাতা বেশ বড়, উজ্জ্বল, সবুজ, ৫-৭টি পত্রকে বিভক্ত। শীতের সময় গাছের সব পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারীতে পাতা ঝরার পর ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে।

শিমূল কাঠ বেশ নরম। দেশলাই কাঠি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। এছাড়া পেকিং বাক্স, চায়ের পেটি, কফিন প্রভৃতি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এর কাঠ হতে কাঠকয়লা ও কাগজ তৈরির মণ্ড তৈরি হয়। এই গাছ হতে পাওয়া আঠা বই বাধানোর কাজে ব্যভহার করা যায়। আয়ুর্বেদিক ঔষধে শিমূলের ব্যবহার রয়েছে। এর মূল উদ্দীপক ও টনিক গুণ বিশিষ্ট।

৫.৩- বি.এম.সিতে ভ্রমণে পাওয়া বিভিন্ন রকম ফুলের চিত্র ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম চিত্র

কলকে ফুল

(Jhevetia peruviana)

জবা

(Hibiscus rosa sinensis)

কাঞ্চন

(Bauhinia variaguta)

অপরাজিতা

(Clitoria ternata)

নন্দদুলাল

(Mirabilis jalapa L.)

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির ফুল

দোপাটি

(*Impatiens balsomina*)

অপরাজিতা

(*Clitoria tennatea*)

কাগজ ফুল

(*Bougainvillea spectabilis*)

তেতুইয়া বি.এম.সির ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

রঙ্গন

(Ixora)

জবা

(Hibiscus rosa sinensis)

লতকরবী

(Allamanda cathartica)

কাগজ ফুল

(Bougainvillea spectabilis)

কলাবতি

(Canna indica)

গাঁদা

(Tagetes erecata)

চাকমাপাড়া বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

কাগজ ফুল
(*Bougainvilles spectabilis*)

বাবুল
(*Acacia farnesiana*)

টগর
(*Tabernal montana*)

নন্দদুলাল
(*Mirabilis jalapa*)

নয়নতারা
(*Catharanthus roseus*

বেলী
(*Jasminum sambac*)

ল্যান্টানা
(*Lantana lamara*)

"আমার ঘরের আশে-পাশ যেসব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছাল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছায় প্রাণের প্রথমতর স্তরে, হাজার হাজার বছরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে সাড়া উঠে সেও ওই গাছের ভাষা। তার কোন স্পষ্ট মানে নেই অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর

কর্মপাড়া বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

কাগজ ফুল
(*Bougainvilles spectabilis*)

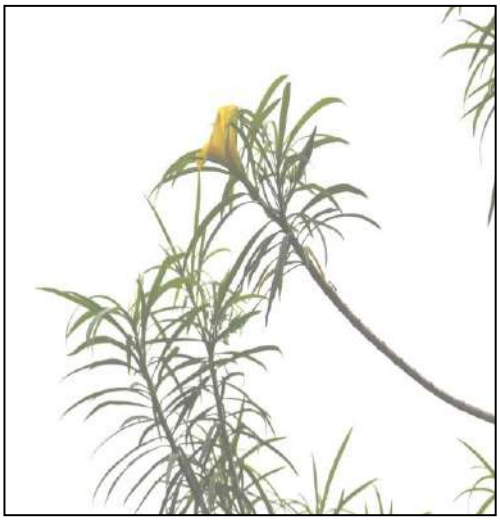

কলকে ফুল
(*Jhevetia penuviana*)

টগর
(*Valeriana wallichii*)

নন্দদুলাল
(*Mirabilis jalapa*)

রাধারামবাড়ী বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

কাগজ ফুল
(*Bougainvilles spectabilis)*

হাঁড়কাকরা-
Allamanda cathartica

নয়নতারা
(Catharanthus roseus

নয়নতারা
(Catharanthus roseus

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

কাগজ ফুল
(Bougainvilles spectabilis)

রক্তজবা
(Hibiscus Rosa sinensis

দু-রঙ্গা জবা
(Hibiscus Rosa sinensis)

লটকন **জবা**
(Habiscus rosa sinensis)

কলকে ফুল
(Thevetia penuviana)

৫.৪ বি.এম.সির ফলজ গাছ ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন ফলের বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

মানুষের কর্মক্ষমতা সবচেয়ে বেশী ক্ষীয়মান। আজ কাজ না করলে কাল শরীরে শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তাহা ছাড়া কার্য্য ক্ষমতাও কমে যাবে আগের তুলনায়। আবার কাজ করার পর প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ না করলেও কার্য্য ক্ষমতা হ্রাস পাবে। পাশাপাশি শরীর দূর্বল হবে বিভিন্ন রোগ এসে শরীরে বাসা বাঁধবে।

শক্তি যোগান দেওয়া ছাড়াও আমাদের দেহের প্রায়োজনীয় কার্য্যবলী যেমন শ্বাস প্রশ্বাস রক্তচলাচল রেচনক্রিয়া, পাচনক্রিয়া, জননক্রিয়া, স্নায়ুবিক ক্রিয়া ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থ আমাদের দেহে তৈরি হতে পারে যদি আমরা সুষম পুষ্টি উপদান গ্রহন করি। আর এই সমস্ পুষ্টি উপদান আছে শাখ সবজি, ফল মূলে।

ফল মূল

পেপে
(*Carica papaya*)

কলা
(*Musa indica*)

আনারস
(*Ananas sativa*)

আঁতাফল
(*Annona squamosa*)

কাঁঠাল
(*Artocarpus heterophullus*)

কামরাঙ্গা
(*Averrhoa carambola*)

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির ফল মূল

পেপে

(Carica papaya)

কমলা

(Citrus reticulata)

আনারস

(Ananas sativus L.)

কলা

(Musa indica)

তেতুইয়া বি.এম.সির ফল মূল

পেপে

(Carica papaya)

কলা

(Musa indica)

কমলা

(Citrus reticulata)

কাঁঠাল

(Artocarpus heterophyllus

কুল

(Zizyphus jujube Mill)

তাল

(Borassus flabellifer L)

চাকমাপাড়া বি.এম.সির ফল মূল

কলা- (*Musa indica)*

পেঁপে (*Carica papaya)*

আনারস

(Ananas sativus)

কর্মপাড়া বি.এম.সির ফল মূল

জাম্বুরা

(*Citrus grandis*)

বেল

(*Aegle marmelos Linn*)

কাঁঠাল

(*Artocarpus heterophyllus*

লিচু

(*Litchi chinensis*)

সীতাফল

(*Annona raticulata*)

আম

(*Mangifera indica*)

আনারস

(*Ananas sativus*

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির ফল মূল

কাঁঠাল

(*Artocarpus heterophyllus)*

কলা

(*Musa sapientum.)*

পেয়াঁরা

(*Pasidium guajava)*

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির ফল মূল

কাঁঠাল
(*Autocarpus intchrifolius)*

জাম্বুরা
(*Citrus grandis)*

পেপে
(*Carica papaya)*

চালিতা
(*Dillenia indica.)*

বেল
(*Aegle marmelos Linn)*

বোতাম ফুল (*Gomphrena globosa*)

আমেরিকার উষ্ণমণ্ডলের আদিবাসী বর্ষজীবী বীরুৎ। সুন্দর ফুলের জন্য অনেক স্থানে বর্তমানে এর চাষ দেখা যায়। ফুল ভেষজগুণযুক্ত। এর পুষ্পস্বক দাঁতের ব্যথার উপশম করে। এছাড়া দাঁতের মাড়ি ও গলার অসুখে

এবং জিভের জড়তায় এটি উপকারী। ইন্দোচীনে তোতলামি সারতে এর ব্যবহার রয়েছে।

ধুতুরা (*Datura metel*)

মাথার ছোপ ছোপ টাকে পাতার রস ব্যবহার করলে উপকার হ। বাতের ব্যথায় পাতার রসের সঙ্গে সর্ষের তেল মিশিয়ে গরম করে মালিশ করলে ব্যথা কমে। হলুদ ও ধুতুরার ফল বেটে প্রলেপ দিলে স্নের ব্যথা কমে। ধুতুরা পাতার রস লাগালে দাদ ভাল হয়ে যায়।

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বিভিন্ন ঔষধি গাছের স্ব-চিত্র ও তথ্য

কেউ (*Costus speciosa*)

গ্রন্থিকন্দ ভেষজগুণ যুক্ত। এটি মৃদু কষায়, রেচক ও টনিক গুণযুক্ত। শেকড় ক্রিমিনাশক ও কামোৎপাদক। গ্রন্থিকন্দ সর্দি, জ্বর, কাশি পেটের পীড়া, ক্রিমি ও চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। এই গাছ থেকে পাওয়া স্টেরয়েড জাতীয় রাসায়নিকের উর্বরতা নাশ ক্ষমতা ও সন্ধি প্রদাহ প্রশমন ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়ও গ্রন্থিকন্দ খিঁচুনি নিবারক, হৃদরোগ প্রশমক ও মূত্র বিবর্ধক।

দ্রোণ (*Leucas aspera Spreng)*

সমগ্র গাছ ভেষজগুণযুক্ত। পিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক, কামলা রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। এটি ক্রিমি ও শ্লেষ্মা নাশক, উত্তেজক ও ঘর্মকারক। দীর্ঘস্থায়ী বাতে এর পাতার ব্যবহার রয়েছে। সোরাইসিস ও অন্য চর্মরোগে পাতার রস বহিঃপ্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

ধুতুরা (*Datura metel*)

মাথার ছোপ ছোপ টাকে পাতার রস ব্যবহার করলে উপকার হ। বাতের ব্যথায় পাতার রসের সঙ্গে সর্ষের তেল মিশিয়ে গরম করে মালিশ করলে ব্যথা কমে। হলুদ ও ধুতুরার ফল বেটে প্রলেপ দিলে স্নের ব্যথা কমে। ধুতুরা পাতার রস লাগালে দাদ ভাল হয়ে যায়।

আঁখ (*Saccharum officiarum*)

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আখের চাষ হয়। বর্ষজীবী ও বহু বর্ষজীবী গাছ। কাণ্ড ২-৪ মিটার লম্বা, কাঁটাযুক্ত নিরেট। প্রতি গাঁট তেকে শিকড় বের হয়। পাতা ৯০-১২০ সেমি লম্বা, ৫-৭ সেমি চওড়া। অগ্রভাগ সরু ও ঝুলে থাকে। ইহা গুড় ও চিনির জন্য আমাদের দেশে প্রচুর আখের চাষ হয়। ইহার কাণ্ড ও মুলে প্রচুর ভেষজগুণযুক্ত। কাণ্ড মিষ্ট, বিরেচক, মূত্রকর,স্নিগ্ধ ও কামোদ্দীপক। পিত্ত দুষ্টি ও কামলা রোগে ইক্ষুরস শরীরের পক্ষে স্নিগ্ধকর। মূল স্নিগ্ধকর, শীতল ওমূত্রকর।

স্বর্ণলতা (*Cuscuta reflexa*)

ব্যবহার- সমগ্র গাছ ভেষজগুনযুক্ত। বীজ ক্রিমিনাশক, হমজকারক এবং পেটের বায়ুনাশক গাছ রেচক। চুলকানিতে এর বাহ্যিক প্রয়োগে

উপকারী। গাছের নির্যাস ক্ষত ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যকৃতের দোষ নিবারণে কান্ড উপকারী।

আকন্দ (*Calotropis gigantea*)

আকনেদর রস স্বাদে তিক্ত ও অল্প লবণ রসযুক্ত। মূলত্বক কটু ও তিক্ত রসযুক্ত। শ্বাসরোগ, প্লীহা–যকৃদাদির রোগনাশক, বলকারক, রসায়ন।

মূলের শুকনো ছালচুর্ণ ও আঠা মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরী করতে হবে। এই মিশ্রণের ধোয়া শ্বাসের সঙ্গে টানলে হাঁপানীর টানের লাঘব হয়।

তুলসী (*Ocimum tenuiflorum*)

পাতা, পাতার রস, শেকড়, বীজ প্রভৃতি ভেষজগুণযুক্ত। পাতা শ্লোষ্মা নিবারক। পাতার রস অগ্ন্যুদ্দীপক, শিশুদের যকৃৎ সম্বন্ধীয় ও পাকাশয় পীড়ায় উপকারী। এটি ঘর্মকারক, রোগাক্রামন প্রতিষেধক এবং পুরাতন কাশে উপকারী। কানের যন্ত্রণায় ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারক। শেকড় ম্যালেরিয়া নাশক। কাট সাপের কামড় ও কাঁকড়া বিছার কামড়ে উপকারী। টাটকা পাতা ও গছের ছাল থেঁতো করে ব্যবহারে মশার কামড়ে উপকার পাওয়া যায়।

হলুদ (*Curcuma longa*)

স্বাদে কটু ও তিক্ত রসযুক্ত। কফ ও পিত্তের বিকারনাশক, ত্বকের ঔজ্জল্য বর্ধক; ত্বকরোগ, প্রমেহ ও রক্তশূণ্যতা উপশমকারী এবং রক্তদোষনাশক।

মচকানোজনিত ব্যথায় হলুদচুর্ণ লবণ মিশিয়ে প্রলেপ দিলে ব্যথা ও ফোলা কমে যায়। কাঁচা হলুদের রস ১৫-২০ ফোঁটা সামান্য লবণ মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে কৃমির যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

তেতুইয়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বিভিন্ন ঔষধি গাছের স্ব-চিত্র ও তথ্য

কুন্দরি (*Cephalandra indica*)

গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। স্থাণীয় ভাবে এর শেকড়, কাণ্ড ও পাতা চর্মরোগ, ব্রঙ্কাইটিস, বহুমূত্র প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। কন্দমূলযুক্ত, প্রচুর শাখাবিশিষ্ট লতানে গাছ। কাণ্ডে সরল আকর্ষ থাকে। পাতার ফলক করতলাকৃতি খণ্ডিত প্রান্যুক্ত।

কেউ (*Costus speciosa*)

গ্রন্থিকন্দ ভেষজগুণ যুক্ত। এটি মৃদু কষায়, রেচক ও টনিক গুণযুক্ত। শেকড় ক্রিমিনাশক ও কামোৎপাদক। গ্রন্থিকন্দ সর্দি, জ্বর, কাশি পেটের পীড়া, ক্রিমি ও চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। এই গাছ থেকে পাওয়া স্টেরয়েড জাতীয় রাসায়নিকের উর্বরতা নাশ ক্ষমতা ও সন্ধি প্রদাহ প্রশমন ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়ও গ্রন্থিকন্দ খিঁচুনি নিবারক, হৃদরোগ প্রশমক ও মূত্র বিবর্ধক।

কন্টকারী বা তিত্ বেগুন (*Solanum xanthocarpum*)

স্বাধে তিক্ত ও কটুরসযুক্ত, উষ্ণ,হজমশক্তিবর্ধক; শ্বাস, কাশ ও জ্বর নাশখ; কৃমিরোগে ও হৃদরোগেরনাশক। কন্টকারীর ক্বথ (দ্রেব্যের চারগুণ জল মিশিয়ে সিদ্ধ করে এক চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকবে) পিপুলের চুর্ণের সাথে মিশিয়ে খেলে কাশির উপশম হয়। দশ গ্রাম পরিমাণ কন্টকারী ৮ কাপ জলে সিদ্ধ করে ৪ কাপ অবশিষ্ট থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে এই জল দিয়ে মুগের ডাল রান্না করে খেলে কাশি সেরে যায়। হুপিং কাশিতে কন্টকারী খুবই উপকারী। কন্টকারীর ফুলশুকিয়ে গুঁড়ো করে ২৫০ মিঃগ্রাঃ মাত্রায় মধু মিশিয়ে চেটে খেলে শিশুদের হুপিং কাশি ধীরে ধীরে কমে যায়।

লাল কেরন (*Jatropha gossypifolia*)

প্রয়োগঃ- পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস), মুখ মন্ডলের পক্ষাঘাতে, বাত রোগে এই মূলের রস বিশেষ উপকারী। বীজ থেকে তৈরী তেল জোলাপের কাজ করে। ভেরান্ডার তেল বাত রোগে দেহের বাইরে মালিশের জন্য ব্যবহার হয়।
প্রয়োগ পদ্ধতিঃ- মূলের রস ১ থেকে ২ চামচ দিনে দুই থেকে তিনবার দেয়া হয়।

যজ্ঞ ডুমুর (*Ficus racemosa*)

স্থানীয়ভাবে একে যজ্ঞডুমুর বলে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাছটি দেকা যায়। এর পাতা, বাকল ও ফল ভেষজগুণযুক্ত। পাতায় হওয়া ‘‘গল’’ দুধ ও মধু সহ বসন্তের দাগ নিরাময়ে ব্যবহার হয়। বাকল গবাদি পশুর রিন্ডারপেস্ট নিরাময়ে উপকারী।

চালতা (*Dellenia indica*)

বাকল লালচে রঙের, মসৃণ। বড় আকারের সাদা ফুল একক ভাবে শাখার আগায় পাতার মাঝে হয়ে থাকে। কাঁঠ বেশ শক্ত। বন্দুকের কুদা, বিভিন্ন অস্ত্রের হাতল, বরগা, নৌকা প্রভৃতি তৈরির কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। জলে রেখে দিলে এই কাঠ কয়লা পাওয়া যায়। অনেক সময় বিভিন্ন পশুর শিং, হাতির দাঁত প্রভৃতি হতে তৈরি সামগ্রী চালতা পাতায় ঘসে পালিশ করা হয়। চালতা পাতা ও বাকল ধারক গুণ যুক্ত। ফল বিরেচক, কাশিতে এর ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া জ্বরে ফলের রস হতে তৈরি পানীয় উপকারী।

অড়হর (*Cajanus cajan*)

অড়হর পাতার রস ৫ চামচ পরিমাণ অল্প গরম করে এক চামচ মধুসহ খেলে কাশি কমে যায়। দুইচামচ পরিমাণ পাতার রস গরম করে সকাল বিকাল দুবেলা খেলে অর্শের যন্ত্রনায় লাঘবহয়।

কয়েকটি কচিপাতা পরিষ্কার জলে ধুয়ে মুখেনিয়ে চিবুলে জিভের ক্ষত সেরে যায়। চিবুনোর পরমুহূর্তেইমুখধুয়ে ফেলতে নেই।

লেবু (*Citrus medica*)

এটি লেবু, পাতিলেবু, কাগজি লেবু, জামির প্রভৃতি নানা নামে পরিচিটত। প্রধানত ফলের বৈশিষ্ট্যের উপর এই প্রজাতিটি নানা জাতে বিভক্ত। রাজ্যে এর চাষ হয়ে থাকে। লেবুর রস ভেষজগুণযুক্ত। এটি পিত্তজনিত বমন নিবারক এবং অনেক রোগের প্রতিষেধক। তৃষা নাশে ও বিষদোষ নাশে উপকারী। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পন, মাথা ঘোরা, শ্বাসনালী প্রদাহ, অম্লপিত্তরোগ, বাত, শ্লেষ্মারোগে প্রভৃতিতে উপকারী। এর পত্রবৃন্ত পক্ষহীন, ফলত্বক দৃঢ়। এপ্রিলে ফুল এবং জুনে ফল হয়।

মানকচু (*Alocasia india*)

গুন- রস স্বাদে মধুর, স্নিগ্ধ কারক, পুষ্টিকর, মৃদু বিরেচক।

প্রয়োগ- সবাঙ্গ শোথে মানকচু খুবই উপকারী। পুরানো মানকচুর গুড়ো ও চালের গুড়ো একত্র জ্বাল দিয়ে মন্ড প্রস্তুত করে পথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মৃদু বিরেচক বলে অর্শ ও কোষ্ঠ বদ্ধতায় উপকারী। এক্ষেত্রে এক চামচ মিহিচূর্ন উষ্ণজলে মিশিয়ে সকাল ও সন্ধ্যা দুবেলা খেতে হবে। অনেক সময় জিহ্বা ও মুখে ঘা হতে দেখা যায়। মানকচু চূর্ন মধূ মিশিয়ে লাগালে সেরে যায়। এক চামচ চূর্ন, এক চামচ ঘি ও মিছরির গুঁড়ো একত্র মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা খেলে অর্শরোগের উপশক হয়।

সরষে (*Brassica campestris*)

পেটে বায়ু ও মন্দাগ্নি হলে এক গ্রাম পরিমাণ সরষে জলের সঙ্গে বেটে ছেঁকে সরবৎ তৈরি করে খেলে উপকার হয়। তিনভাগ সরষে ও একভাগ সৈন্ধব লবণ একসাথে

পিষে গুঁড়ো করে সেটা দিয়ে দাঁত মাজলে মাড়ির ক্ষত সারে। কর্ণমূলশোথে সমপরিমাণ সজনে গাছের মূলের ছাল ও সরষে বেটে অল্প গরম করে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

সজনে (*Moringa oleifera*)

গাছের ফুল, পল,পাতা, বাকল সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জীব হতে পাওয়া তেল ঘড়ি প্রস্তুতকারীরা ব্যবহার করে। এছাড়া প্রসাধন সামগ্রীতে এর ব্যবহার রয়েচে। গাছের আঠা রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাকলের তন্তু দড়ি তৈরিতেব্যবহার করা যায়। ইহার বীজ,পাতা, মূল ইত্যাদি ভেষজগুণযুক্ত। বীজ হতে পাওয়া তেল বাতে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী। থ্যাঁতলানো পাতা সাপ, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতির কামড়ে উপকারী। মূল গলক্ষত ও সর্দিতে উপকারী।

চাকমাপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বিভিন্ন ঔষধি গাছের স্ব-চিত্র ও তথ্য

কন্টকারী বা তিত্ বেগুন (*Solanum xanthocarpum*)

স্বাধে তিক্ত ও কটুরসযুক্ত, উষ্ণ,হজমশক্তিবর্ধক; শ্বাস, কাশ ও জ্বর নাশখ; কৃমিরোগে ও হৃদরোগেরনাশক। কন্টকারীর ক্বথ (দ্রেব্যের চারগুলণ জল মিশিয়ে সিদ্ধ করে এক চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকবে) পিপুলের চুর্ণের সাথে মিশিয়ে খেলে কাশির উপশম হয়। দশ গ্রাম পরিমাণ কন্টকারী ৮ কাপ জলে সিদ্ধ করে ৪ কাপ অবশিষ্ট থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে এই জল দিয়ে মুগের ডাল রান্না করে খেলে কাশি সেরে যায়। হুপিং কাশিতে কন্টকারী খুবই উপকারী। কন্টকারীর ফুলশুকিয়ে গুঁড়ো করে ২৫০ মিঃগ্রাঃ মাত্রায় মধু মিশিয়ে চেটে খেলে শিশুদের হুপিং কাশি ধীরে ধীরে কমে যায়।

কাল তুলসী (*Ocimum tenuiflorum*)

পাতা, পাতার রস, শেকড়, বীজ প্রভৃতি ভেষজগুণযুক্ত। পাতা শ্লোষ্মা নিবারক। পাতার রস অগ্ন্যুদ্দীপক, শিশুদের যকৃৎ সম্বন্ধীয় ও পাকাশয় পীড়ায় উপকারী। এটি ঘর্মকারক, রোগাক্রামন প্রতিষেধক এবং পুরাতন কাশে উপকারী। কানের যন্ত্রণায় ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারক। শেকড় ম্যালেরিয়া নাশক। কাট সাপের কামড় ও কাঁকড়া বিছার কামড়ে উপকারী। টাটকা পাতা ও গছের ছাল থেঁতো করে ব্যবহারে মশার কামড়ে উপকার পাওয়া যায়।

সজনে (*Moringa oleifera*)

ত্রিপুরায় এই গাছ প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। মাঝারি বৃক্ষ। কাণ্ড বেশনরম। বাকলভারী,বাদামি রঙের এবং তাতে যৌগিক ত্রিপক্ষল। গাছের ফুল, পল,পাতা, বাকল সব্জি হিসেবে আকারের পর্ণমোচী লম্বা পাঠলথাকে। পাতা ব্যবহৃত হয়। জীব হতে

পাওয়া তেল ঘড়ি প্রস্তুতকারীরা ব্যবহার করে। এছাড়া প্রসাধন সামগ্রীতে এর ব্যবহার রয়েচে। গাছের আঠা রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাকলের তন্তু দড়ি তৈরিতেব্যবহার করা যায়। ইহার বীজ,পাতা, মূল ইত্যাদি ভেষজগুণযুক্ত। বীজ হতে পাওয়া তেল বাতে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী। থ্যাঁতলানো পাতা সাপ, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতির কামড়ে উপকারী। মূল গলক্ষত ও সর্দিতে উপকারী।

ধুতুরা (*Datura metel*)

মাথার ছোপ ছোপ টাকে পাতার রস ব্যবহার করলে উপকার হ। বাতের ব্যথায় পাতার রসের সঙ্গে সর্ষের তেল মিশিয়ে গরম করে মালিশ করলে ব্যথা কমে। হলুদ ও ধুতুরার ফল বেটে প্রলেপ দিলে স্নের ব্যথা কমে। ধুতুরা পাতার রস লাগালে দাদ ভাল হয়ে যায়।

ডুমুর (*Ficus racemosa*)

স্থানীয়ভাবে একে যজ্ঞডুমুর বলে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাছটি দেকা যায়। এর পাতা, বাকল ও ফল ভেষজগুণযুক্ত। পাতায় হওয়া "গল" দুধ ও মধু সহ বসন্তের দাগ নিরাময়ে ব্যবহার হয়। বাকল গবাদি পশুর রিন্ডারপেস্ট নিরাময়ে উপকারী।

মনসাসিজ (*Euphorbia ligularia*)

এই গাছের তরুক্ষীর ভেষজগুণযুক্ত, এর রেচকগুণ খুব বেশি। কানের ব্যথায় এর ব্যভহার রয়েচে। ছোখের প্রদাহে একে কাজলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়, সরবতের সঙ্গে মেশানো তরুক্ষীর হাঁপানী ও বায়ুনালীর পদাহে উপকারী, সাধারণের বিশ্বাস এই তরুক্ষীর সর্পবিষের প্রতিরোধক।

কুড়চি (*Holarrhena antidysenterica*)

১০ গ্রাম কুড়চির ছাল ২ কাপ জলে সিদ্ধ করে আধকাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে এই জল দিনে দুবারে খেলে অতিসার উপশম হয়। এভাবে তৈরী পানীয়কে ক্কাথ দাঁতের ব্যাথায় উষ্ণ ক্কাথ দিয়ে কুলকুচি করলে ব্যাথার উপশয় হয়।

লাল কেরন (*Jatropha gossypifolia*)

প্রয়োগঃ- পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস), মুখ মন্ডলের পক্ষাঘাতে, বাত রোগে এই মূলের রস বিশেষ উপকারী। বীজ থেকে তৈরী তেল জোলাপের কাজ করে। ভেরান্ডার তেল বাত রোগে দেহের বাইরে মালিশের জন্য ব্যবহার হয়। প্রয়োগ পদ্ধতিঃ- মূলের রস ১ থেকে ২ চামচ দিনে দুই থেকে তিনবার দেয়া হয়।

কর্মপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বিভিন্ন ঔষধি গাছের স্ব-চিত্র ও তথ্য

কন্টকারী বা তিত্ বেগুন (*Solanum xanthocarpum*)

ভারতের প্রায় সব প্রান্তেই বিশেষকরে সমতল ভূমিতে পাওয়াযায়। স্বাধে তিক্ত ও কটুরসযুক্ত, উষ্ণ,হজমশক্তিবর্ধক; শ্বাস, কাশ ও জ্বর নাশখ; কৃমিরোগে ও হৃদরোগেরনাশক। কন্টকারীর ক্বথ (দ্রেব্যের চারগুণ জল মিশিয়ে সিদ্ধ করে এক চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকবে) পিপুলের চুর্ণের সাথে মিশিয়ে খেলে কাশির উপশম হয়। দশ গ্রাম পরিমাণ কন্টকারী ৮ কাপ জলে সিদ্ধ করে ৪ কাপ অবশিষ্ট থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে এই জল দিয়ে মুগের ডাল রান্না করে খেলে কাশি সেরে যায়। হুপিং কাশিতে কন্টকারী খুবই উপকারী। কন্টকারীর ফুলশুকিয়ে গুঁড়ো করে ২৫০ মিগ্রাঃ মাত্রায় মধু মিশিয়ে চেটে খেলে শিশুদের হুপিং কাশি ধীরে ধীরে কমে যায়।

সজনে (*Moringa oleifera*)

ত্রিপুরায় এই গাছ প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। কাণ্ড বেশনরম। বাকলভারী,বাদামি রঙের এবং তাতে লম্বা পাঠলথাকে। পাতা যৌগিক ত্রিপক্ষল। গাছের ফুল, পল,পাতা, বাকল সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জীব হতে পাওয়া তেল ঘড়ি প্রস্তুতকারীরা ব্যবহার করে। এছাড়া প্রসাধন সামগ্রীতে এর ব্যবহার রয়েচে। গাছের আঠা রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাকলের তন্তু দড়ি তৈরিতেব্যবহার করা যায়। ইহার বীজ,পাতা, মূল ইত্যাদি ভেষজগুণযুক্ত। বীজ হতে পাওয়া তেল বাতে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী। থ্যাঁতলানো পাতা সাপ, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতির কামড়ে উপকারী। মূল গলক্ষত ও সর্দিতে উপকারী।

লেবু (*Citrus medica*)

এটি লেবু, পাতিলেবু, কাগজি লেব, জামির প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত। প্রধানত ফলের বৈশিষ্ট্যের উপর এই প্রজাতিটি নানা জাতে বিভক্ত। রাজ্যে এর চাষ হয়ে থাকে। লেবুর রস ভেষজগুণযুক্ত। এটি পিত্তজনিত বমন নিবারক এবং অনেক রোগের প্রতিষেধক। তৃষা নাশে ও বিষদোষ নাশে উপকারী। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পন, মাথা ঘোরা, শ্বাসনালী প্রদাহ, অম্লপিত্তরোগ, বাত, শ্লেষ্মারোগে প্রভৃতিতে উপকারী। এর পত্রবৃন্ত পক্ষহীন, ফলত্বক দৃঢ়। এপ্রিলে ফুল এবং জুনে ফল হয়।

ধুতুরা (*Datura metel*)

মাথার ছোপ ছোপ টাকে পাতার রস ব্যবহার করলে উপকার হ। বাতের ব্যথায় পাতার রসের সঙ্গে সর্ষের তেল মিশিয়ে গরম করে মালিশ করলে ব্যথা কমে। হলুদ ও ধুতুরার ফল বেটে প্রলেপ দিলে স্নের ব্যথা কমে। ধুতুরা পাতার রস লাগালে দাদ ভাল হয়ে যায়।

আকন্দ (*Calotropis gigantea*)

আকনেদর রস স্বাদে তিক্ত ও অল্প লবণ রসযুক্ত। মূলত্বক কটু ও তিক্ত রসযুক্ত। শ্বাসরোগ, প্লীহা–যকৃদাদির রোগনাশক, বলকারক, রসায়ন।

মূলের শুকনো ছালচুর্ণ ও আঠা মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরী করতে হবে। এই মিশ্রণের ধোয়া শ্বাসের সঙ্গে টানলে হাঁপানীর টানের লাঘব হয়।

তুলসী (*Ocimum tenuiflorum*)

পাতা, পাতার রস, শেকড়, বীজ প্রভৃতি ভেষজগুণযুক্ত। পাতা শ্লোষ্মা নিবারক। পাতার রস অগ্ন্যুদ্দীপক, শিশুদের যকৃৎ সম্বন্ধীয় ও পাকাশয় পীড়ায় উপকারী। এটি ঘর্মকারক, রোগাক্রামন প্রতিষেধক এবং পুরাতন কাশে উপকারী। কানের যন্ত্রণায় ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারক। শেকড় ম্যালেরিয়া নাশক। কাট সাপের কামড় ও কাঁকড়া বিছার কামড়ে উপকারী। টাটকা পাতা ও গছের ছাল থেঁতো করে ব্যবহারে মশার কামড়ে উপকার পাওয়া যায়।

কচু (*Colocasia esculanta*)

কন্দ ও ডাঁটা ভেষজগুণযুক্ত। কন্দের রস টাকে, কাঁকড়া বিছার কামড়ে ও বোলতার বিষে উপকারী। পাতার রস রক্ত বন্ধকারক ও উত্তেজক। কচুর আঠা কানের পুঁজ ও বেদনা নিবারণ করে এবং লবণ মিশিয়ে কুঁচকি ও বাগিতে দিলে তা বেসে যায়।

থানকুনি (*Centella asiatica*)

পাতা সহ সমগ্র গাছ ভেষজগুণ যুক্ত। গাছ বলবৃদ্ধিকারক, চর্মরোগ, কুষ্ঠ, ধাতুগত রোগ ও রক্তদুষ্টিতে উপকারী। পাতা স্মৃতিশক্তি বাড়ায় এবং রসায়ন। টনিক হিসেবে এবং উন্মাদরোগেও এর ব্যবহার রয়েছে।

শায়িত কাণ্ডের বীরুৎ জাতীয় গাছ। বর্ষজীবী, কখনো কখনো দুই-তিন বৎসর থাকে। কাণ্ডের প্রতি পর্ব থেকে শিকড় বের হয়। পাতা বৃক্কাকার, তিনারা দন্তুর, শিরাবিন্যাস করতলাকুতি জালিকাকার।

এর পাতা রক্ত পরিষ্কারক ও আন্ত্রিক গোলযোগে উপকারী। এর বৃক্কাকার পাতার কিনারা সভঙ্গ। ফল বলয়াকৃতি, চ্যাপ্টা ধরনের।

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির সংগ্রহিত বিভিন্ন ঔষধি গাছের স্ব-চিত্র ও তথ্য

সজনে (*Moringa oleifera*)

ত্রিপুরায় এই গাছ প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। কাণ্ড বেশনরম। বাকলভারী,বাদামি রঙের এবং তাতে লম্বা পাঠলথাকে। পাতা যৌগিক ত্রিপক্ষল। গাছের ফুল, পল,পাতা, বাকল সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জীব হতে পাওয়া তেল ঘড়ি প্রস্তুতকারীরা ব্যবহার করে। এছাড়া প্রসাধন সামগ্রীতে এর ব্যবহার রয়েচে। গাছের আঠা রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাকলের তন্তু দড়ি তৈরিতেব্যবহার করা যায়। ইহার বীজ,পাতা, মূল ইত্যাদি ভেষজগুণযুক্ত। বীজ হতে পাওয়া তেল বাতে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী। থ্যাঁতলানো পাতা সাপ, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতির কামড়ে উপকারী। মূল গলক্ষত ও সর্দিতে উপকারী।

আকন্দ (*Calotropis gigantea*)

আকনেদর রস স্বাদে তিক্ত ও অল্প লবণ রসযুক্ত। মূলত্বক কটু ও তিক্ত রসযুক্ত। শ্বাসরোগ, প্লীহা–যকৃদাদির রোগনাশক, বলকারক, রসায়ন।

মূলের শুকনো ছালচুর্ণ ও আঠা মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরী করতে হবে। এই মিশ্রণের ধোয়া শ্বাসের সঙ্গে টানলে হাঁপানীর টানের লাঘব হয়।

তুলসী (*Ocimum tenuiflorum*)

পাতা, পাতার রস, শেকড়, বীজ প্রভৃতি ভেষজগুণযুক্ত। পাতা শ্লোষ্মা নিবারক। পাতার রস অগ্ন্যুদ্দীপক, শিশুদের যকৃৎ সম্বন্ধীয় ও পাকাশয় পীড়ায় উপকারী। এটি ঘর্মকারক, রোগাক্রামন প্রতিষেধক এবং পুরাতন কাশে উপকারী। কানের যন্ত্রণায় ও জননযন্ত্রের রোগ

নিবারক। শেকড় ম্যালেরিয়া নাশক। কাট সাপের কামড় ও কাঁকড়া বিছার কামড়ে উপকারী। টাটকা পাতা ও গছের ছাল থেঁতো করে ব্যবহারে মশার কামড়ে উপকার পাওয়া যায়।

ধুতুরা (*Datura metel*)

মাথার ছোপ ছোপ টাকে পাতার রস ব্যবহার করলে উপকার হ। বাতের ব্যথায় পাতার রসের সঙ্গে সর্ষের তেল মিশিয়ে গরম করে মালিশ করলে ব্যথা কমে। হলুদ ও ধুতুরার ফল বেটে প্রলেপ দিলে স্নের ব্যথা কমে। ধুতুরা পাতার রস লাগালে দাদ ভাল হয়ে যায়।

কাল তুলসী (*Ocimum tenuiflorum*)

পাতা, পাতার রস, শেকড়, বীজ প্রভৃতি ভেষজগুণযুক্ত। পাতা শ্লোস্মা নিবারক। পাতার রস অগ্ন্যুদ্দীপক, শিশুদের যকৃৎ সম্বন্ধীয় ও পাকাশয় পীড়ায় উপকারী। এটি ঘর্মকারক, রোগাক্রামন প্রতিষেধক এবং পুরাতন কাশে উপকারী। কানের যন্ত্রণায় ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারক। শেকড় ম্যালেরিয়া নাশক। কাট সাপের কামড় ও কাঁকড়া বিছার কামড়ে উপকারী। টাটকা পাতা ও গছের ছাল থেঁতো করে ব্যবহারে মশার কামড়ে উপকার পাওয়া যায়।

স্বর্ণলতা (*Cuscuta reflexa*)

ব্যবহার- সমগ্র গাছ ভেষজগুনযুক্ত। বীজ ক্রিমিনাশক, হমজকারক এবং পেটের বায়ুনাশক গাছ রেচক। চুলকানিতে এর বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী। গাছের নির্যাস ক্ষত ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যকৃতের দোষ নিবারণে কান্ড উপকারী।

মনসাসিজ (*Euphorbia ligularia*)

এই গাছের তরুক্ষীর ভেষজগুণযুক্ত, এর রেচকগুণ খুব বেশি। কানের ব্যথায় এর ব্যভহার রয়েচে। ছোখের প্রদাহে একে কাজলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়, সরবতের সঙ্গে মেশানো তরুক্ষীর হাঁপানী ও বায়ুনালীর পদাহে উপকারী, সাধারণের বিশ্বাস এই তরুক্ষীর সর্পবিষের প্রতিরোধক।

কুড়চি (*Holarrhena antidysenterica*)

১০ গ্রাম কুড়চির ছাল ২ কাপ জলে সিদ্ধ করে আধকাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে এই জল দিনে দুবারে খেলে অতিসার উপশম হয়। এভাবে তৈরী পানীয়কে ক্বাথ

দাঁতের ব্যাথায় উষ্ণ ক্বাথ দিয়ে কুলকুচি করলে ব্যাথার উপশয় হয়।

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বিভিন্ন ঔষধি গাছের স্ব-চিত্র ও তথ্য

কন্টকারী বা তিত্ বেগুন (*Solanum xanthocarpum*)

স্বাধে তিক্ত ও কটুরসযুক্ত, উষ্ণ,হজমশক্তিবর্ধক; শ্বাস, কাশ ও জ্বর নাশখ; কৃমিরোগে ও হৃদরোগেরনাশক। কন্টকারীর ক্বথ (দ্রেব্যের চারগুণ জল মিশিয়ে সিদ্ধ করে এক চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকবে) পিপুলের চুর্ণের সাথে মিশিয়ে খেলে কাশির উপশম হয়। দশ গ্রাম পরিমাণ কন্টকারী ৮ কাপ জলে সিদ্ধ করে ৪ কাপ অবশিষ্ট থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে এই জল দিয়ে মুগের ডাল রান্না করে খেলে কাশি সেরে যায়। হুপিং কাশিতে কন্টকারী খুবই উপকারী। কন্টকারীর ফুলশুকিয়ে গুঁড়ো করে ২৫০ মিঃগ্রাঃ মাত্রায় মধু মিশিয়ে চেটে খেলে শিশুদের হুপিং কাশি ধীরে ধীরে কমে যায়।

চালতা (*Dellenia indica*)

বাকল লালচে রঙের, মসৃণ। বড় আকারের সাদা ফুল একক ভাবে শাখার আগায় পাতার মাঝে হয়ে থাকে। কাঁঠ বেশ শক্ত। বন্দুকের কুদা, বিভিন্ন অস্ত্রের হাতল, বরগা, নৌকা প্রভৃতি তৈরির কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। জলে রেখে দিলে এই কাঠ কয়লা পাওয়া য়ায়। অনেক সময় বিভিন্ন পশুর শিং, হাতির দাঁত প্রভৃতি হতে তৈরি সামগ্রী চালতা পাতায় ঘসে পালিশ করা হয়। চালতা পাতা ও বাকল ধারক গুণ যুক্ত। ফল বিরেচক, কাশিতে এর ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া জ্বরে ফলের রস হতে তৈরি পানীয় উপকারী।

লেবু (*Citrus medica*)

এটি লেবু, পাতিলেবু, কাগজি লেবু, জামির প্রভৃতি নানা নামে পরিচিটত। প্রধানত ফলের বৈশিষ্ট্যের উপর এই প্রজাতিটি নানা জাতে বিভক্ত। রাজ্যে এর চাষ হয়ে থাকে। লেবুর রস ভেষজগুণযুক্ত। এটি পিত্তজনিত বমন নিবারক এবং অনেক রোগের প্রতিষেধক। তৃষা নাশে ও বিষদোষ নাশে উপকারী। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পন, মাথা ঘোরা, শ্বাসনালী প্রদাহ, অম্লপিত্তরোগ, বাত, শ্লেস্মারোগে প্রভৃতিতে উপকারী। এর পত্রবৃন্ত পক্ষহীন, ফলত্বক দৃঢ়। এপ্রিলে ফুল এবং জুনে ফল হয়।

মানকচু (*Alocasia india*)

গুন- রস স্বাদে মধুর, স্নিগ্ধ কারক, পুষ্টিকর, মৃদু বিরেচক।

প্রয়োগ- সবাঙ্গ শোথে মানকচু খুবই উপকারী। পুরানো মানকচুর গুড়ো ও চালের গুড়ো একত্র জ্বাল দিয়ে মন্ড প্রস্তুত করে পথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মৃদু বিরেচক বলে অর্শ ও কোষ্ঠ বদ্ধতায় উপকারী। এক্ষেত্রে এক চামচ মিহিচূর্ন উষ্ণজলে মিশিয়ে সকাল ও সন্ধ্যা দুবেলা খেতে হবে। অনেক সময় জিহ্বা ও মুখে ঘা হতে দেখা যায়। মানকচু চূর্ন মধূ মিশিয়ে

লাগালে সেরে যায়। এক চামচ চূর্ন, এক চামচ ঘি ও মিছরির গুঁড়ো একত্র মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা খেলে অর্শরোগের উপশক হয়।

ধুতুরা (*Datura metel*)

মাথার ছোপ ছোপ টাকে পাতার রস ব্যবহার করলে উপকার হ। বাতের ব্যথায় পাতার রসের সঙ্গে সর্ষের তেল মিশিয়ে গরম করে মালিশ করলে ব্যথা কমে। হলুদ ও ধুতুরার ফল বেটে প্রলেপ দিলে স্নের ব্যথা কমে। ধুতুরা পাতার রস লাগালে দাদ ভাল হয়ে যায়।

সজনে (*Moringa oleifera*)

গাছের ফুল, পল,পাতা, বাকল সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জীব হতে পাওয়া তেল ঘড়ি প্রস্তুতকারীরা ব্যবহার করে। এছাড়া প্রসাধন সামগ্রীতে এর ব্যবহার রয়েচে। গাছের আঠা রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাকলের তন্তু দড়ি তৈরিতেব্যবহার করা যায়। ইহার বীজ,পাতা, মূল ইত্যাদি ভেষজগুণযুক্ত। বীজ হতে পাওয়া তেল বাতে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী। থ্যাঁতলানো পাতা সাপ, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতির কামড়ে উপকারী। মূল গলক্ষত ও সর্দিতে উপকারী।

আকন্দ (*Calotropis gigantea*)

আকনেদর রস স্বাদে তিক্ত ও অল্প লবণ রসযুক্ত। মূলত্বক কটু ও তিক্ত রসযুক্ত। শ্বাসরোগ, প্লীহা–যকৃদাদির রোগনাশক, বলকারক, রসায়ন।

মূলের শুকনো ছালচুর্ণ ও আঠা মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরী করতে হবে। এই মিশ্রণের ধোয়া শ্বাসের সঙ্গে টানলে হাঁপানীর টানের লাঘব হয়।

তুলসী (*Ocimum tenuiflorum*)

পাতা, পাতার রস, শেকড়, বীজ প্রভৃতি ভেষজগুণযুক্ত। পাতা শ্লোষ্মা নিবারক। পাতার রস অগ্ন্যুদ্দীপক, শিশুদের যকৃৎ সম্বন্ধীয় ও পাকাশয় পীড়ায় উপকারী। এটি ঘর্মকারক, রোগাক্রামন প্রতিষেধক এবং পুরাতন কাশে উপকারী। কানের যন্ত্রণায় ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারক। শেকড় ম্যালেরিয়া নাশক। কাট সাপের কামড় ও কাঁকড়া বিছার কামড়ে উপকারী। টাটকা পাতা ও গছের ছাল থেঁতো করে ব্যবহারে মশার কামড়ে উপকার পাওয়া যায়।

ভাঁট (*Clerodendron infortunatum*)

চুলকানী রোগে ভাঁট পাতা ও কাচা হলুদ একযেগে পিষে গায়ে মাখলে খুব উপকারী হয়। ভাঁট পাতা দেয়া সেদ্ধ জল দিয়ে কুলকুচি করলে পোকা খাওয়া দাঁতের ব্যথা প্রশমিত হয়। ভাঁট পাতার ক্বাথ খাওয়ালে কৃমিনাশক হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে কচি ভাঁট পাতা বেটে খাওয়াতে হবে। প্লীহা ও যকৃত বেড়ে গেলে ভাঁট পাতার রস প্রয়োগে ভাল ফল হয়। পুরাতন জ্বর প্রশমনে ভাঁট পাতার রস খুব কার্য্যকরী।

৫.৮ বি.এম.সির সব্জির বৈচিত্র ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া জুমের বিভিন্ন সবজির বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

অধিকাংশ উপজাতি জন গোষ্টির জীবন জীবিকা জুম ভিত্তিক। জিওলছড়া গ্রামে সমতল ভূমি খুবই কম তাই এদেরকে জুম চাষের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হয়। আশাতাল বা দূর্গা পূজার পর থেকেই জঙ্গল কাটা শুরু হয় এক দেড় মাস জঙ্গল শুকানোর পর চৈত্র মাসে জুম পোড়ানো হয়। জুম পোড়ানোর এক সাপ্তাহ পর পোড়া জুমে মিষ্টি কুমড়া, চিমড়া, তরমূজ, খাকলু, মরিচ, ধান, তিল, কার্পাস, ইত্যাদির বীজ এক সাথে লাগানো হয় এবং এই রুপন কাজ চৈত্র মাসের মধ্যেই শেষ করলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। নিছে কিছু জুম জাত সবজির চিত্র - স্থানীয় নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম সহ দেওয়া হইল

কাকুরুম
(*Benincasa hispida)*

অরহর
(*Cajanus cajan)*

মরিচ
(Capsicum frutescens)

পুই শাক-
(Basella alba)

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন সবজি বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

গাছ আলা আলু

কাকলু *Benincasa*

মূলা
(*Repharnus*

বেগুন

(*Solanum melongena L.*)

দেশি সিম

(*Dolichos lablab*)

তেতুইয়া বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন সবজি বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

মরিচ *(Capsicum frutescens)*

দুন্দুল *(Luffa cylindrica)*

ঢেকির শাক *(Amaranthus spp)*

দেশি সিম *(Dolichos lablab)*

মটর *(Pisum sativum)*

পেয়াজ *(-Allium cepa)*

চাকমাপাড়া বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন সবজির বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

দেশি সিম (*Dolichos lablab)*

মিষ্টি আলু (*Ipomoea batatas)*

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির শাক সব্জি

সাজেনা

(*Moringa olerifera)*

কলার মৌচা

(Musa Paradisiaca)

সিম (*Dolichos lablab*) অড়হর (*Cajanus indicus*)

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির শাক সব্জি

বেগুন
(*Carica papaya*)

সাজেনা
(*Moringa olerifera*)

করলা
(*Monordicacharantia*)

লাউ
Lagenaria siceraria

কচু
(*Colocasia esculenta*)

ঢেঁকিরশাক
Diplazium plypoides

অড়হর
(*Cajanus indicus*)

কলার মৌচা
(*Musa Paradisiaca*)

কাকুলু
(*Benincasa hispida*)

সিম
(*Dolichos lablab*)

৫.৯ বি.এম.সির বাঁশ সম্পদ ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সির সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র তথ্য

বাঁশ বহু বৎসর জীবি লম্বা ঘাস জাতিয় গাছ।এর গণসংখ্যা ৮৫ এবং প্রজাতির সংখ্যা ১,৩২৬।বাঁশ বহু বৎসর জীবি হলেও এদের জীবনে মাত্র একবার ফুল হয় এবং ফুল হতে প্রায় ২৫-৫০ বৎসর সময় লাগে,ফুল হওয়ার পরই পুরো ঝাড় মরে যায়।

আদি যুগে মানুষ পশুদের মত গুহাতে অবস্থান করে আত্মরক্ষা করেছে। মানুষ কিন্তু নিজেকে বেশি দিন গুহাতে আবদ্ধ রাখেনি এবং স্থায়ীভাবে বসবাস,চাষবাস শুরু করার সাথে সাথে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষনের নিমিত্ত ও ব্যবহারিক জীবনের চাষবাসে উপকরন,গৃহনির্মান এবং শৌখিন জিনিষ তৈরীতে মনোনিবেশ শুরু করে এবং শুরু হয় বাঁশের ব্যপক ব্যবহার বিশেষ করে গ্রামীর এলাকায়, তাই বাঁশকে গরীব মানুষের কাঠও বলা হয়। অতিতে আমাদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রকার বাঁশ পাওয়া যেত,বর্তমানে বহু প্রজাতির বাঁশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বি.এম.সির পি.বি.আর তৈরীর জন্য ভ্রমনে পাওয়া যে সমস্ প্রজাতির বাঁশ পাওয়া গেল তাহা বৈজ্ঞানিক নামসহ চিত্রের মাধ্যমে নিচে দেওয়া হইল।

রুপাই (*Dendrocalamus longispathus*)

বরাক (*Bambusa balcooa*)

বারি(*Bambusa pollida)*

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বাঁশের স্ব-চিত্র তথ্য

মৃত্তিঙ্গা- *Bambusa tulda*

মূলি- *Melocanna baccifera*

বরাক- *Bambusa balcooa*

পাওরা- *Bambusa polymorpha syn.*

তেতুইয়া বি.এম.সির সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র

মৃত্তিঙ্গা (*Bambusa teres*)

বরাক (*Bambusa balcooa*)

বারি (*Bambusa pollida*)

মুলী (*Melocana baccifera*)

চাকমাপাড়া বি.এম.সির সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র

মুলী (*Melocana baccifera)*

কাল্লাই (*Oxytenanthera nigrociliata)*

কর্মপাড়া বি.এম.সির সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র

বরাক (*Bambusa balcooa)*

মৃত্তিঙ্গা (*Bambusa tulda)*

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির সংগহীত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র

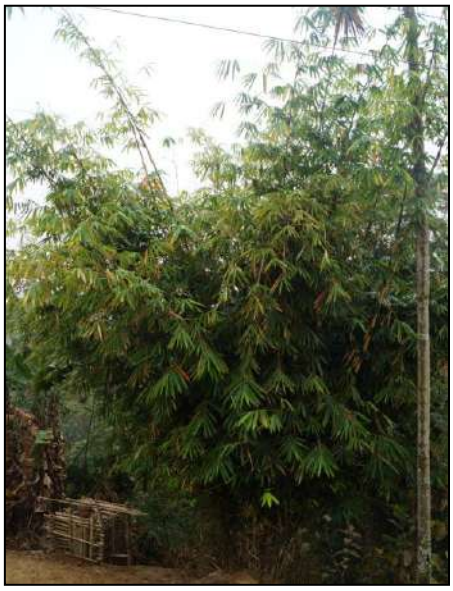

কাল্লাই (*Oxytenanthera nigrociliata*)

পাওরা (*Bambusa polymarpha syn.*)

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র

বরাক (*Bambusa balcooa*)

মুলী (*Melocana baccifera*)

৫.৮ বি.এম.সির সব্জির বৈচিত্র ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া জুমের বিভিন্ন সবজির বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

অধিকাংশ উপজাতি জন গোষ্টির জীবন জীবিকা জুম ভিত্তিক। জিওলছড়া গ্রামে সমতল ভূমি খুবই কম তাই এদেরকে জুম চাষের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হয়। আশাতাল বা দূর্গা পূজার পর থেকেই জঙ্গল কাটা শুরু হয় এক দেড় মাস জঙ্গল শুকানোর পর চৈত্র মাসে জুম পোড়ানো হয়। জুম পোড়ানোর এক সাপ্তাহ পর পোড়া জুমে মিষ্টি কুমড়া, চিমড়া, তরমূজ, খাকলু, মরিচ, ধান, তিল, কার্পাস, ইত্যাদির বীজ এক সাথে লাগানো হয় এবং এই রুপন কাজ চৈত্র মাসের মধ্যেই শেষ করলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। নিছে কিছু জুম জাত সবজির চিত্র - স্থানীয় নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম সহ দেওয়া হইল

কাকুরুম (*Benincasa*

অরহর (*Cajanus cajan*)

মরিচ *(Capsicum frutescens)*

পুই শাক- *(Basella alba)*

বরবটি (*Vigna unguiculata)*

বেগুন (*Solanummelongena)*

মূলা (*Raphanus sativus*)

সিম (*Dolichos*

মিষ্টি আলু (*Ipomoea batatas)*

রাইশাক (*Brassica juncea L.)*

গোল কচু (*Colocasia eaculntum)*

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন সবজি বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

গাছ আলা আলু

কাকলু *Benincasa*

মূলা
(*Repharnus*

বেগুন

(*Solanum melongena L.*)

দেশি সিম

(*Dolichos lablab*)

তেতুইয়া বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন সবজি বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

মরিচ *(Capsicum frutescens)*

দুন্দুল *(Luffa cylindrica)*

ঢেকির শাক *(Amaranthus spp)*

দেশি সিম *(Dolichos lablab)*

মটর *(Pisum sativum)*

পেয়াজ *(-Allium cepa)*

চাকমাপাড়া বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া বিভিন্ন সবজির বৈজ্ঞানিক নাম সহ চিত্র

দেশি সিম (*Dolichos lablab)*

মিষ্টি আলু (*Ipomoea batatas)*

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির শাক সব্জি

সাজেনা
(*Moringa olerifera)*

কলার মৌচা
(Musa Paradisiaca)

সিম (*Dolichos lablab*)

অড়হর (*Cajanus indicus*)

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির শাক সব্জি

বেগুন
(*Carica papaya*)

সাজেনা
(*Moringa olerifera*)

করলা
(*Monordicacharantia*)

লাউ
Lagenaria siceraria

কচু
(*Colocasia esculenta*)

ঢেঁকিরশাক
Diplazium plypoides

অড়হর
(*Cajanus indicus*)

৫.৯ বি.এম.সির বাঁশ সম্পদ ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সির সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র তথ্য

বাঁশ বহু বৎসর জীবি লম্বা ঘাস জাতিয় গাছ।এর গণসংখ্যা ৮৫ এবং প্রজাতির সংখ্যা ১,৩২৬।বাঁশ বহু বৎসর জীবি হলেও এদের জীবনে মাত্র একবার ফুল হয় এবং ফুল হতে প্রায় ২৫-৫০ বৎসর সময় লাগে,ফুল হওয়ার পরই পুরো ঝাড় মরে যায়।

আদি যুগে মানুষ পশুদের মত গুহাতে অবস্থান করে আত্মরক্ষা করেছে। মানুষ কিন্তু নিজেকে বেশি দিন গুহাতে আবদ্ধ রাখেনি এবং স্থায়ীভাবে বসবাস,চাষবাস শুরু করার সাথে সাথে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষনের নিমিত্ত ও ব্যবহারিক জীবনের চাষবাসে উপকরন,গৃহনির্মান এবং শৌখিন জিনিষ তৈরীতে মনোনিবেশ শুরু করে এবং শুরু হয় বাঁশের ব্যপক ব্যবহার বিশেষ করে গ্রামীর এলাকায়, তাই বাঁশকে গরীব মানুষের কাঠও বলা হয়। অতিতে আমাদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রকার বাঁশ পাওয়া যেত,বর্তমানে বহু প্রজাতির বাঁশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বি.এম.সির পি.বি.আর তৈরীর জন্য ভ্রমনে পাওয়া যে সমস্ প্রজাতির বাঁশ পাওয়া গেল তাহা বৈজ্ঞানিক নামসহ চিত্রের মাধ্যমে নিচে দেওয়া হইল।

রুপাই (*Dendrocalamus longispathus*)

বরাক (*Bambusa balcooa*)

বারি(*Bambusa pollida*)

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বাঁশের স্ব-চিত্র তথ্য

মৃত্তিঙ্গা- *Bambusa tulda*

মূলি- *Melocanna baccifera*

বরাক- *Bambusa balcooa*

পাওরা- *Bambusa polymorpha syn.*

তেতুইয়া বি.এম.সির সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র

মৃত্তিঙ্গা (*Bambusa teres*)

বরাক (*Bambusa balcooa*)

বারি (*Bambusa pollida*)

মুলী (*Melocana baccifera*)

চাকমাপাড়া বি.এম.সির সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র

মুলী (*Melocana baccifera*)

কাল্লাই (*Oxytenanthera nigrociliata*)

কর্মপাড়া বি.এম.সির সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র

বরাক (*Bambusa balcooa)*

মৃত্তিঙ্গা (*Bambusa tulda)*

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির সংগহাত বিভিন্ন রকমের বাঁশের স্ব-চিত্র

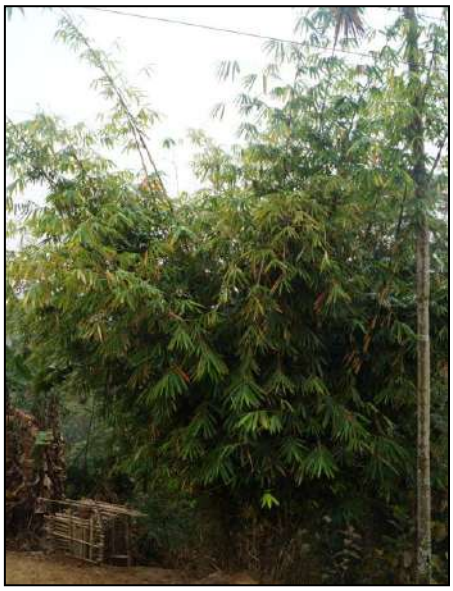

কাল্লাই (*Oxytenanthera nigrociliata)*

পাওরা (*Bambusa polymarpha syn.)*

৬.১ বি.এম.সির কিছু আর্য়ুবেদের স্ব-চিত্র ও তথ্য ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সির একজন আর্য়ুবেদের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location-
N 23^0-46`-220``
E-091^0-50`-444``

শ্রী চিল্ল রাম রিয়াং *Ph. No- 9436319134 (M)*
বয়স-৬৯

উপরের ছবিটি আয়ুর্বেদ শ্রী চিল্ল রাম রিয়াং মহাশয়ের বর্তমানে ওনার বয়স ৬৯ বৎসর। দীর্ঘ দিন যাবৎ উনি এই এলাকায় বনাজি চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। পূর্বে বহু রোগী আসতে এবং উপকারও পেতেন। বর্তমানে হেলথ্ সেন্টারও এলোপ্যথিক চিকিৎসার প্রসারের ফলে রোগীর সংখ্যা কিছু কম। উনি যে সমস্ রোগের চিকিৎসা ও গাছ গাছালি ব্যবহার করেন সে গুলি নিম্নে সরনিতে দেওয়া হলো-

ক্রঃ নং	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	রোগব্যধি সমূহ
১	হাঁড়জোড়া	*Cissus quadrangularis*	হাঁড়ভাঙ্গা, মুচকানো
২	থানকুনি	*Centella asiatica*	হজমকারী, উদ্দিপক, রক্ত শোধক
৩	অপরাজিতা	*Clitoria ternatea*	স্মৃতি বর্ধক, বাতরোগ, শিশুরোগ
৪	তেলাকুচা	*Coccinia grandis*	জ্বর, হাঁপানি, চর্মরোগ, মধুমেহ
৫	বন তুলসী	*Croton banplandianum*	ওক্ত বন্ধে, চর্মরোগ, সর্দি, কাশি
৬	সূন্যলতা	*Cascata reflexa*	হজমদায়ক, জন্ডিস, কফ কাশি
৭	ঊন আলু	*Dioscorea bulbifera*	দাস্-বমি, আগুনে পোড়ায়
৮	গরুগুড্ডি	*Drynaria quercifdia*	টাইফয়েড, কফ, দাস্

কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সি-র একজন আয়ুর্বেদ এর স্ব-চিত্র তথ্য

শ্রীযুক্ত দেবীরায় রিয়াং
বয়সঃ- ৪৫ বৎসর

GPS location-
N 23°48.262"
E-091°52.096"

উপরের ছবিটি কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সি-র আয়ুর্বেদ শ্রীযুক্ত দেবীরায় রিয়াং মহাশয়ের। বর্তমানে ওনার বয়স ৪৫ বছর। আলোচনাক্রমে তিনি আমাদের জানান বিগত ১৫ বছর যাবৎ তিনি যেসব অঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা পৌছায়নি সেই অঞ্চলে ফেরী করে মানুষের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা তিনি করে আসছেন। তিনি যেসব রোগের চিকিৎসা করেন নিম্নে সেগুলি একে একেক আলোচনা করা হল-

পেঁটের ব্যথা ঃ- দুবই গাছের ছাল, তুলসী, কর্পূর, ইয়ং, গোলমরিচ দ্বারা মিশ্রন তৈরি করে গরম জল দ্বারা দিনে তিন বেলা খেতে হয়। তাহলে সাত দিনের মধ্যে পেটের ব্যথা থেকে অনেকাংশেই মুক্তি পাওয়া যায়।

চর্ম রোগ ঃ- নিম পাতা, দু-শুল্ক পাতা, ওরি পাতা, হলুদ দ্বারা মিশ্রন তৈরি করে এক সপ্তাহ লাগালে চর্ম রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

জ্বর ঃ- বনের কলা গাছ, আদা, করবী, তানকুনী পাতা, মিশ্রী দ্বারা জ্বরের ঔষধ তৈরি করেন।

হাঁড় ভাঙ্গা ঃ- ইয়াংমা পাতা, ভুগলী পাতা, বলাই পাতা দ্বারা মিশ্রন তৈরি করে হাঁড় ভাঙ্গার জন্য ঔষধ তৈরি করা হয়।

এখন ঔষধ তৈরির জন্য বনাজী গাছগুলি আগের তুলনায় কম পাওয়া যায় বলে ঔষধ তৈরি করতে অসুবিধা হয় বলে তিনি আমাদের জানান।

তেতুইয়া বি.এম.সির আয়ুবের্দের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location-

N 23⁰-45`-99.7``

E091⁰-50`-596``

শ্রী রাজমোহন রিয়াং
বয়স-৯২

উপরের ছবিটি আয়ুর্বেদ শ্রী রাজমোহন রিয়াং মহাশয়ের। বর্তমানে ওনার বয়স ৯২বছর । বিগত ৭০ বৎসর যাবৎ উনি তেতুইয়া ভিলেজে বনাজী চিকিৎসা করে আসছেন। আনেক রোগী তার চিকিৎসার ফলে সুস্থ হয়েছেন বলে তিনি দাবী করেন। তিনি বার্ধক্য জনিত কারনে বর্তমানে আগেরমত বনাজী চিকিৎসা করতে পারেন না। উনি যে সমস্ত রোগের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন বনাজী গাছ ব্যবহার করেন সেগুলি নিম্নক্রমে দেওয়া হল-

১) কালো ঝিরা, গীতকুমারী গাছগুলি মাসিকের সময় পেট ফোলা ঔষধ তৈরির জন্য ব্যবহার করেন।

২) অড়হর, বাতাবিলেবু, ভুঁই আমলা গাছগুলি জন্ডিসের ঔষধ তৈরির জন্য ব্যবহার করেন।

৩) দ্রোনপুস্পী, পেঁয়াজ গাছগুলি সর্দি জ্বরের জন্য ব্যবহার করতেন।

৪) আমলকী, বয়রা, অর্তকী এই ফলগুলি সর্দি-কাশী, রক্ত স্বলপতা রোগের ঔষধ তৈরির জন্য ব্যবহার করতেন।

৫) আলকুশীমূল, অশ্বগন্ধামূল, এরস্মূল, অনস্মূল, শালপানি, চিতামূল, বেলমূল ইত্যাদি গাছের ছাল বাত রোগের ঔষধ তৈরির জন্য ব্যবহার করতেন।

চাকমাপাড়া বি.এম.সির একজন আয়ুর্বেদ-এর স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location- N 23⁰-46`-107``

E-091⁰-56`-494``

শ্রী জয়ন্ ত্রিপুরা

বয়স- ৫২ বৎসর

উপরের ছবিটি চাকমাপাড়া বি.এম.সির মালদা পাড়ার আয়ুর্বেদ শ্রী জয়ন্ ত্রিপুরার। ওনার পিতার নাম মৃত পূর্নজয় ত্রিপুরা। বর্তমানে ওনার বয়স ৫২ বৎসর । প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ এই বিদ্যার নাথে যুক্ত। বর্তমানে রাস্া ঘাটের উন্নতির ফলে সাধারন মানুষ গ্রামীন আয়ুর্বেদ এর কাছে খুবই কম যান। উনি সাধারনত কিছু রোগ ব্যধির চিকিৎসা করেন যেমন সর্দি, কাশী, জ্বর, হাঁপানী, সাধারন জ্বর ইত্যাদির চিকিৎসা করেন। উনি যে সমস্ গাছ-গাছালি ব্যবহার করেন নিচের সারনীতে দেওয়া হল-

ক্রমিক নং	গাছের নাম	গাছের অংশ	বৈজ্ঞানিক নাম	রোগ সমূহ
১	লজ্জাবতী	মূল	*Mimosa pudica*	জ্বর, অশ্বরোগ
২	আকন্দ	পাতা	*Calotropis gigantea*	হাঁড়ভাঙ্গা
৩	তুলসী	সব অংশ	*Ocimum sanctum*	কাশি, লিকোরিয়া
৪	শিউলী	ছাল,পাতা, বীজ	*Nyctanthus arbortristis*	পুরাতনজ্বর, বাতরোগ, ক্রিমিনাশক
৫	তিল	পাতা, বীজ	*Sesamam indicum*	বলকারক, বায়ু উপশম, চুল রঞ্জন
৬	নয়ন তারা	সমস্ অংশ	*Catharanthus roseus*	রক্তচাপ হ্রাস, স্নায়ুরোগ, রক্তস্রাব,বহুমূত্র রোগ।
৭	হিজল	মূল,পাতা,বীজ	*Barringtonia acutangula*	জ্বর, শ্বাস কষ্ট, প্লীহাবৃদ্ধি

৮	কালমেঘ	সমস্ অংশ	*Andrographis paniculata*	জ্বর, প্লীহারোগ, পেটের রোগ
৯	গামার	ছাল, বীজ, পাতা	*Gamelia arborea*	রক্তদোষ, বলবর্ধক, ত্রিদোষ নাশক

কর্মপাড়া বি.এম.সির একজন আয়ুর্বেদ-এর স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location- N - 23⁰-47`-329``

E-091⁰-48`-108``

শ্রী লেবাচন্দ্র রিয়াং

বয়স- ৪৫ বৎসর

উপরের ছবিটি কর্মপাড়া বি.এম.সির একজন আয়ুর্বেদ শ্রী লেবাচন্দ্র রিয়াং এর ওনার পিতার নাম মৃত হামবাই রিয়াং। বর্তমানে ওনার বয়স ৪৫ বৎসর। উনি ওনার বাবার কাছ থেকে এই বিদ্যা আয়ত্ব করেন। অতীতে এই গ্রামে রাস্া-ঘাট স্বাস্থ্য পরিসেবা বলতে কিছুই ছিলনা ওনার পিতাই ছিল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ রোগীদের শেষ আশ্রয় স্থল। সঠিক চিকিৎসায় অনেকের রোগ মুক্তিও হয়েছে। বর্তমানে ওনার কাছে এই গ্রাম সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের গরীব অংশের লোক ওনার কাছে আসেন এবং উপকারও পান। উনি সাধারনত চর্মরোগ , বাতরোগ, আগুনে পোড়া ইত্যাদির চিকিৎসা করেন। উনি বিভিন্ন রোগে যে সমস্ গাছ গাছালি ব্যবহার করেন নিচের সারনীতে দেওয়া হলো-

ক্রমিক নং	গাছের নাম	গাছের অংশ	বৈজ্ঞানিক নাম	রোগ সমূহ
১	অনন্মূল	মূল	*Henidesmus indicus*	শ্বাসরোগ, পিত্তরোগ
২	অড়হর	পাতা, ফল	*Cajanus indicus*	জন্ডিস্, বাতরোগ, হজমবৃদ্ধি
৩	আদা	কন্দ	*Zingiber officinale*	আমাশয়, গ্রহনীরোগ, হজমবৃদ্ধি
৪	পেয়ারা	ফল,পাতা, ফুল	*Pasidium guajava*	বলকারক,দাহনাশক,পুরাতন পেটের রোগ, অতিসার।
৫	মানকচু	কন্দ, ডাটা	*Alocasia indica*	মুত্রকারক,

				কোষ্টকাঠিন্য, ক্ষতে ঘায়ে।
৬	নয়ন তারা	পাতা, গাছ, মূল	*Vinca rosea*	উচ্চ রক্তচাপ হ্রাস, স্নায়ুরোগ, মধুমেহ।
৭	বৃহতী	পাতা, ফল, মূল	*Solanum indicum*	অগ্নিমন্দা,যোনিরোগ,সান্নিপাত,জ্বর,চর্মরোগ।
৮	আমরুল	সমস্ অংশ	*Oxalis corriculata*	অশ্বরোগ, কটিবাত, পিত্তরোগ, মুত্র রোগ।

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির একজন আয়ুর্বেদ এর স্ব-চিত্র ও তথ্য

শ্রী নকুলজয় রিয়াং
বয়স- ৭৮ বৎসর
মোবাইল-৯৪৩৬৯১৩৩৬৬

GPS location-
N 23⁰-43`-334``
E-091⁰-50`-249``

উপরের ছবিটি সিদ্ধাপাড়া বি.এ.সির একজন আয়ুর্বেদ নাম শ্রী নকুলজয় রিয়াং , বয়স ৭৮ বৎসর ওনার দাদু অর্জ্জুনজয় রিয়াং এবং মামা রতন সিং রিয়াং এর কাছ থেকে এই বিদ্যা আয়ত্ব করেন । দীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবৎ এই চিকিৎসাকার্য করে যাচ্ছেন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওনার কাছে রোগী আসেন রোগ মুক্তির কারনে এবং উপকারও পান। মাসে কম বেশী ১০-১২ হাজার টাকার মত রোজগার করেন। ছেলে বা অন্য স্বজনকে শিখানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু কেউ আগ্রহ দেখান না। উনি সাবলিলায় বলেন যে কোন রোগী ওনার চিকিৎসায় উপকার পেলে পেশাগত তৃপ্তি লাভ করেন। উনি এও বলেন যে ওনার কোন ব্যবসায়িক লোভ নেই, সেবা করাই ওনার আনন্দ। গরীব ও হত দরিদ্র লোকদের বিনে পয়সায় সেবা দান করেন।

ওনার চিকিৎসার ক্ষেত্রের রোগগুলি যথাক্রমে জন্ডিস, বাতরোগ, ভাঙ্গা-মচ্কা, আগুনে পোড়া, চর্মরোগ, মহিলা সংক্রান্ রোগ। ওনি ওনার চিকিৎসায় কোন প্রকার ঝাড়-ফোঁক, পূজা বা জারন ব্যবহার করেন না শুধুমাত্র জঙ্গলে পাওয়া গাছ-গাছালি ব্যবহার করেন।আলোচনায় কিছু গাছ-গাছালিন নাম বলেন তাদের স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম অংশ ও রোগের নাম নিচের সারনীতে দেওয়া হলো-

ক্রমিক নং	গাছের নাম	গাছের অংশ	বৈজ্ঞানিক নাম	রোগ সমূহ
১	অশ্বগন্ধা	মূল	*Withania somnifera*	শোতরোগ, অনিদ্রাদূর, কামউদ্দিপক, রতি শক্তি বর্দ্ধক
২	লজ্জাবতী	পাতা, মূল	*Mimosa pudica*	নালীঘাঁ, অর্শ, টিউমার,পাথরী রোগ।
৩	শত মূলি	মূল	*Asparagus racemosus*	মূত্র বর্দ্ধক, পেঠের রোগ,ক্ষয়রোগ, স্নায়ু রোগ।
৪	সর্পগন্ধা	পাতা ও মূল	*Rauvolifia serpentine*	হৃদরোগ, বেদনা নাশক, কৃমি,চক্ষুরোগ।

৫	স্বর্ণলতা	সমস্ গাছ	*Cuscuta reflexa*	কৃমিনাশক, চর্মরোগ,পায়খানা পরিস্কার।
৬	মুক্তঝুরি	পাতা ও মূল	*Acalypha indica*	শিশুরোগে, রক্ত ক্ষরনে।
৭	ভেরেন্ডা	মূল, বীজ	*Recinus communis*	পক্ষাঘাতে, বাতরোগ, জোলাপ।
৮	বাসক	পাতা, মূলঙ	*Adiatoda vasica*	কাশি, হাঁচি, শ্বাসযন্ত্রেও গন্ডগোল, ব্রঙ্কাইটিস।
৯	পাথরকুচি	পাতা	*Bryophyllum pinnatum*	ক্ষত,ফোঁড়া,মুত্রব্যথা,মূত্ররোগ,মূত্রপাথরী, পেটের রোগ
১০	নিশিন্দা	পাতা,মূল,বীজ	*Vitep negundo*	মাথাধরা,দাঁতব্যথা,বাতরোগ,প্লীহাবৃদ্ধি
১১	নিম	সমস্ অংশ	*Azadirachta indica*	ক্রিমিনাশক, চর্মরোগ, জ্বর।
১২	নয়নতারা	সমস্ গাছ	*Catharanthus roseus*	মধুমেহ, রক্তচাপ,ক্যান্সারপ্রতিরোধক।
১৩	ধুতুরা	পাতা, বীজ	*Dutura stramonium*	চর্মরোগ, হাঁপানী, অনিদ্রা

৬.২ বি.এম.সির বয়স্ক ব্যক্তিত্বের চিত্র ও তথ্য ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সির একজন বয়স্ক ব্যক্তির স-চিত্র ও তথ্য

শ্রী সম্ভুরাম রিয়াং
বয়স- ৯০ বৎসর

GPS location- N 23^0-46`-228``

E-091^0-50`-450``

উপরের ছবিটি শ্রী সম্ভুরাম রিয়াং মহাশয়ের। বর্তমানে ওনার বয়স ৯০ বৎসর।ওনার নাম অনুসারে সম্ভুরাম চৌধুরী পাড়া ।পূর্বে এই পাড়ার লোকজন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জুমচাষের জন্য ঘুরে বেড়াতো। বিগত ৫০ বৎসর যাবৎ তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। অধিকাংশ লোক এখরও জুমচাষের

উপর নির্ভরশীল এবং অতি দরিদ্র। ওনার সাথে আলোচনায় জানা যায় পূর্বে এই গ্রামটি জৈব বৈচিত্রে ভরপুর ছিল এখনও বহুকিছু আছে,এখনও জুমে বহু শাক্ সবজী্ চাষ করা হয় যেমন-

ধান-গিলং,বেতী,আছমা,গারো,জুম মালতী,বরো বাইদ্যা, কুপরু, কুসং, কাঞ্চনী, মধুমালতী, মাইওয়াছা, মাইমি, ওয়াতলাত, তিপ্রা মাইমি, মালিয়া, চিনাল, সালুমা ইত্যাদি।

সবজী-চাকমা (কুমড়া), খাক্লু (চালকুমড়া), চিঙ্গ(ঝিঙ্গা), মরুইমা (ঢেরশ), কেচোরা (কামরাঙ্গা), স্পাই, (বরবটি), পন্মক (বেগুন), কাংলা (করলা), থাপি (গোলকচু), ফ্র(তরই) থার্ম (ছড়া), দ্রমাই (শশা), মুনথাই (চিনার), সুনথাই (চিনার), খুইলং (লাউ)

বাঁশ- ওয়ারনা (মৃত্তিঙ্গা), ওয়ামলি (রুপাই), ওয়াক্লু (ডলু), ওয়ারথই (মূলি), ওয়ারসুর (বরাক)

ফল -থাইচুয়া (কমলারমত), আকাউ (কাউ), থাইবাই, বুইবই, খল্ক (বাদামজাতিয়)

মাছ- আফারমা, আছুর, কাচিম, আরাত ইত্যাদি।

কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সির একজন বয়স্ক মহিলার স্ব-চিত্র ও তথ্য

শ্রীমতি আইচুতী রিয়া

বয়স ঃ- ৮৭ বৎসর

উপরের ছবিটি কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সি-র বয়স্ক ব্যক্তি শ্রীমতি আইচুতী রিয়াং মহাশয়ার। বর্তমানে ওনার বয়স ৮৭ বছর। ওনার ৭ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ নাতি নাতনীর সংখ্যা ২৬ জন। আলোচনাক্রমে তিনি আমাদের জানান চোখের অসুবিধা ছাড়া তার আর কোনো শারীরিক অসুবিধা নেই।

তিনি আমাদের জানান কর্ণমনি পাড়া জনপদটি একটি প্রাচীন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। এই জনপদের অধিকাংশ নাগরিক রিয়াং সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনি আমাদের জানান রিয়াং জনজাতির সামাজিক রীতি-নীতি গুলি এই অঞ্চলের নাগরিকরা সবাই মিলে পালন করে থাকেন। আধুনিকতার আগ্রাসনে রিয়াং সমাজে এই রীতি-নীতি গুলির কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

তিনি আমাদের বলেন এই অঞ্চলটি আগে আরও অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। বর্তমানে এখানে বন্যশূকর, বাঘদাশ, বন্য মোরগ, মাঝে মধ্যে হরিণ দেখতে পাওয়া যায়।আগে এই অঞ্চলে হাতি, বাঘ, বনরুই ইত্যাদি ছিল।

তিনি আমাদের জানান আগে তারা জুম চাষে সবাই মিলে যেতেন এবং জুমে বিভিন্ন ফসল ফলাতেন। তিনি বলেন এখন বার্ধক্য জনিত কারনে জুম চাষে যেতে পারেন না।

তেতুইয়া বি.এম.সির একজন বয়স্ক মহিলার স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location-

শ্রীযুক্ত বুজিরাম রিয়াং *N23⁰-45`-99.7``*

বয়স- ৯০ বৎসর *E091⁰-50`-596``*

উপরের ছবিটি তেতুইয়া বি.এম.সি-র শ্রীযুক্তত বুজিরাম রিয়াং মহাশয়ের। বর্তমানে ওনার বয়স ৯০ বৎসর । উনার এক ছেলে ও চারজন নাতি নাতনী নিয়ে উনার পরিবারের লোকসংখ্যা ৭ জন। উনার

সাথে আলোচনা করে আমরা জানতে পারি যে তেতুইয়া ভিলেজটি সম্পূর্ন জুমিয়ার অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। এক দশক আগেও এই অঞ্চলে প্রচুর হাতি ছিল,এখন নাই বল্লেই চলে। হরিণের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। ওনি আরো বলেন পাহাড়ে আগে ময়না, চিল, ঘুঘু, টিয়া, তোঁতা প্রচর পরিমানে ছিল। এখন খুব কম দেখা যায়। তেতুইয়া ছড়াতে প্রচুর কচ্ছপ পাওয়া যেত বর্তমানে অনেক কমে গিয়েছে।

আগে এই অঞ্চলে প্রচুর মুলি, ডলু, রুপাই, পাওরা বাঁশ পাওয়া যেত, বর্তমানে বাঁশের পরিমান আগের তুলনাই কমে গেছে।

চাকমাপাড়া বি.এম.সির বয়স্ক মহিলা ব্যক্তিত্বের স্-চিত্র ও তথ্য

GPS location- N-23⁰-47`-006``

E-091⁰-50`-590``

শামতি কর্নবতি ত্রিপুরা

বয়স - ৯৭ বৎসর

উপরের ছবিটি চাকমাপাড়া বি.এম.সির মালদা পাড়ার নিবাসী শ্রীমতি কর্নবতি ত্রিপুরার ওনার স্বামীর নাম মৃত কেংকই ত্রিপুরা। বর্তমানে ওনার বয়স ৯৭ বৎসর। ওনার ৪ ছেলে ২ মেয়ে ছিল ১ মেয়ে মারা গিয়াছে এখন ৪ ছেলে ১ মেয়ে। বর্তমানে উনি দ্বিতীয় ছেলের কাছে থাকেন। ওনার দ্বিতীয় ছেলে এখন আমবাসা-গন্ডাছড়া রাস্তায় ১০ মাইল নামক স্থানে থাকেন। অন্য ছেলেরা মালদা পাড়ায় থাকেন। বয়সের কারনে এখন আর স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারেন না, কানেও কম শুনেন। অতীতের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে লংতরাই পাহাড়ের শিখরের গ্রামটিতে ঘনজঙ্গল ছিল, ছিল প্রচুর বন্যপ্রানী উনিও বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, রামকুকুর, বিষধর সাপ, অজগর স্বচোখে দেখেছেন। আবহাওয়া এত উষ্ণ ছিল না, প্রচুর বৃষ্টি পাত হতো, জুমে ফলতো প্রচুর ফলন, ছড়াগুলিতে প্রতিনিয়ত ঝর্ণার জল গড়িয়ে পড়তো বহু ঝর্ণার মৃত্যু হয়েছে। ছড়াগুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত এখনতো প্রায় সব কিছু হারিয়ে গিয়েছে। আগামী দিনগুলোতে যে কি ভয়ঙ্কর অবস্া হবে তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

কর্মপাড়া বি.এম.সির বয়স্ক ব্যক্তিত্বের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location-

N-23^0-46`-585``

E-091^0-48`-204``

শা লিখিরায় রিয়াং

বয়স - ৮৭ বৎসর

উপরের ছবিটি কর্মপাড়া বি.এম.সির একজন বয়স্ক ব্যক্তিত্ব শ্রী লিখিরায় রিয়াং এর ওনার পিতার নাম কাপুইহা রিয়াং । বর্তমানে ওনার বয়স ৮৭ বৎস দীর্ঘ ৫০ বৎসর এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। জন্ম গোমতি জেলার অম্পিতে ছিল। জুমচাষ ও জীবিকার সুবিধার্তে এখানে আসেন। বর্তমানে বয়সের ভারে খুব বেশী চলা ফেরা করতে পারেন না। ওনারা যখন প্রথম এই গ্রামে আসেন এখানে কোন রাস্া-ঘাট ছিল না, ছিল ২-৪ ঘর জুমিয়া। এখানে আশপাশ এলাকায় কোন সমতল ভূমি নেই, গভীর অরন্য ছিল, ছিল প্রচুর বন্য জন্তু। সন্ধ্যার সাথে সাথে ঘর বন্ধী হয়ে থাকতে হতো এবং উঁচু টং ঘরে রাতের বেলায় আগুন জ্বালিয়ে থাকতে হতো, আশে পাশে কোন বাজার হাঁট ছিলনা দীর্ঘ ২৫ কিমি পায়ে হেঁটে ছড়ায় ছড়ায় তেলিয়ামুড়া যেতে হতো এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে হতো। বিনা চিকিৎসায় বহুলোক মারা যেতে দেখেছেন। ১৯৫১ সালেন তুফান ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের যুদ্ধ জাহাজের আনাগোনা দেখেছেন।

অতীতের কথা বলতে গিয়ে এও বলেন যে, প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, জুমে ফলতো প্রচুর ফসল, গ্রামের ছড়া গুলিতে পাওয়া যেত প্রচুর মাছ সবকিছু এখন কমতির পথে।

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির বয়স্ক ব্যক্তিত্বের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location- N 23^0-42`-582``

E-091^0-49`-485``

শ্রী পুসিনজয় রিয়াং
বয়স - ৮৮ বৎসর

উপরের ছবিটি রাধারাম বাড়ীর মনিরাম পাড়ার বয়স্ক ব্যক্তি শ্রী পুসিনজয় রিয়াং ওনার পিতার নাম মৃত বিজয়লা রিয়াং। বর্তমানে ওনার বয়স ৮৮ বৎসর। পূর্বে উনি আর এফের ভিতরে সদাইহাম পাড়ায় ছিলেন। উগ্রবাদীদের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে বর্তমানে এই মনিরাম পাড়ায় থাকেন। বার্ধক্য জনিত কারনে চলাফেরা সীমিত। অতীতে জীবিকার জন্য প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হতো। জুমচাষ ছিল প্রধান জীবিকা তখনকার দিনে সেখানে কোন রাস্া-ঘাট, বিদ্যালয়, হাট বাজার ছিলনা তাই লিখাপড়া জানেন না বা শিখার সুযোগ হয় নাই। বাজার ছিল প্রায় ৩৫ কিমি দূরে ছড়া পথে মাসে ১ বার কি ২বার বাজারে যেত তাও নুনা ছড়ায় বাঁশের চালি বেঁধে পুরো দিন চলে যেত। অতীতের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে, তখন কার দিনে এত গরম পড়তো না প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, জুমে প্রচুর ফলন ফলতো, ছড়াগুলোতেও প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। বনে ছিল বহু মূল্যবান গাছ গাছালি বহুকিছ্ হারিয়ে গিয়াছে নিজ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছেন।

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির অপর এক বয়স্ক ব্যক্তিত্বের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location-
N-23^0-43`-112``
E-091^0-49`-523``

শ্রী সূর্য্যমনি রিয়াং
বয়স - ৯৭ বৎসর

উপরের ছবিটি রাধারামবাড়ীর শ্রী সূর্য্যমনি রিয়াং ওনার পিতার নাম মৃত হামফাইহা রিয়াং। রাধারামবাড়ীর রামকালী বাড়ীর বাসিন্দা ওনার বয়স ৯৭ বৎসর। পূর্বে ওনি আরো ভিতরে সদাই হাম পাড়ায় ছিলেন পাড়াটিও এই ভিলেজের মধ্যে ছিল সেখান থেকে সরে আসার কারন ছিল উগ্রবাদীদের অত্যাচার। কানে কম শুনেন চোখেও কম দেখেন। সেখানে ওনাদের জীবন জীবিকা ছিল জুম চাষ, প্রচন্ড প্রতিকুল পরিবেশ ছিল। ছিল বন্যজন্তু-জানোয়ারের অত্যাচার। জুমচাষে বেশকম ৪-৫ মাসের খাওয়ার জোগান হতো বাকী সময় বাঁশ কাটিয়ে চালা বেঁধে নুনাছড়া হয়ে খোয়াই নদী দিয়ে তেলিয়ামুড়ায় বিক্রি করতো। তখনকার দিনে ছিলনা রাস্া-ঘাট, হাট-বাজার, স্কুল, স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং বিদ্যুৎ। অসুখ বিসুখে স্থানীয় বৈদ্যরা গাছ গাছালি দিয়ে রোগ মুক্তির চেষ্টা করতো। স্মরনীয় ঘটনা হলো একবার ওনি যখন জুম বাড়ীতে ছিলেন একটি হাতির

দল ওনার ধানের ব্যাপক ক্ষতি করে এবং টংঘরটা ভেঙ্গে দিয়ে যাওয়ার পথে ওনার পালা একটি শূকরকে মেরে দিয়ে যায়।

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির একজন বয়স্ক ব্যক্তিত্বের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location-

N 23^0-41`-569``

E-091^0-50`-081``

শ্রী হরিচন্দ্র রিয়াং

বয়স - ৯৯ বৎসর

উপরের ছবিটি সিদ্ধা গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি শ্রী হরিচন্দ্র রিয়াং ওনার পিতার নাম মৃত অহিকরাই রিয়াং। বর্তমানে ওনার বয়স ৯৯ বৎসর। ওনার ৩ ছেলে ৩ মেয়ে ছিল, ১ ছেলে ১ মেয়ে মারা যায়। ওনার স্ত্রীও পরলোকগত, ছেলে ও মেয়েদের বাড়ীতে পালা করে থাকে, চলাফেরা একটু একটু করেন চোখে কম দেখেন কানেও কম শুনেন। ১৯৭৬ সাল থেকে এ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, তার পূর্বে জুম চাষের জন্য আঠারোমুড়া ও লংতরাই পাহাড়ে ঘুরে ফিরে থাকতো। পাট্রায় জমি পান। বয়স্ক ভাতা দিয়ে কোন প্রকার বেঁচে আছেন।

অতীতের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে লংতরাই-আঠারমুড়া পাহাড় ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা প্রচুর বন্যজন্তু-জানোয়ার ছিল তাদের সঙ্গে লড়াই করে থাকতে হতো।

প্রচুর পাহাড়ী ঝর্ণা ছিল যেগুলি ধলাই ও খোয়াই নদীকে পরিপূর্ণ করে রাখতো। বর্তমানে বহু ঝর্ণা শুকিয়ে গিয়াছে। অতীতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, জুমে ফলতো প্রচুর ফসল, ছড়াগুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। জৈব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি হওয়াটা অভিজ্ঞতায় বুঝতেছেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও ভাবনা করেন যে এভাবে চলতে থাকলে মহা সংকটে পড়তে হবে।

৬.২ বি.এম.সির বয়স্ক ব্যক্তিত্বের চিত্র ও তথ্য ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সির একজন বয়স্ক ব্যক্তির স-চিত্র ও তথ্য

শ্রী সম্ভুরাম রিয়াং
বয়স- ৯০ বৎসর

GPS location- N 23^0-46`-228``
E-091^0-50`-450``

উপরের ছবিটি শ্রী সম্ভুরাম রিয়াং মহাশয়ের। বর্তমানে ওনার বয়স ৯০ বৎসর।ওনার নাম অনুসারে সম্ভুরাম চৌধুরী পাড়া ।পূর্বে এই পাড়ার লোকজন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জুমচাষের জন্য ঘুরে বেড়াতো। বিগত ৫০ বৎসর যাবৎ তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। অধিকাংশ লোক এখরও জুমচাষের উপর নির্ভরশীল এবং অতি দরিদ্র। ওনার সাথে আলোচনায় জানা যায় পূর্বে এই গ্রামটি জৈব বৈচিত্রে ভরপুর ছিল এখনও বহুকিছু আছে,এখনও জুমে বহু শাক্ সবজী্ চাষ করা হয় যেমন-

ধান-গিলং,বেতী,আছমা,গারো,জুম মালতী,বরো বাইদ্যা, কুপরু, কুসং, কাঞ্চনী, মধুমালতী, মাইওয়াছা, মাইমি, ওয়াতলাত, তিপ্রা মাইমি, মালিয়া, চিনাল, সালুমা ইত্যাদি।

সবজী্-চাকমা (কুমড়া), খাক্লু (চালকুমড়া), চিঙ্গ(ঝিঙ্গা), মরুইমা (ঢেরশ), কেচোরা (কামরাঙ্গা), স্পাই, (বরবটি), পন্মক (বেগুন), কাংলা (করলা), থাপি (গোলকচু), ফ্র(তরই) থার্ম (ছড়া), দ্রমাই (শশা), মুনথাই (চিনার), সুনথাই (চিনার), খুইলং (লাউ)

বাঁশ- ওয়ারনা (মৃত্তিঙ্গা), ওয়ামলি (রুপাই), ওয়াক্লু (ডলু), ওয়ারথই (মূলি), ওয়ারসুর (বরাক)

ফল -থাইচুয়া (কমলারমত), আকাউ (কাউ), থাইবাই, বুইবই, খল্ক (বাদামজাতিয়)

মাছ- আফারমা, আছুর, কাচিম, আরাত ইত্যাদি।

কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সির একজন বয়স্ক মহিলার স্ব-চিত্র ও তথ্য

শ্রীমতি আইচুতী রিয়াং

বয়স ঃ- ৮৭ বৎসর

উপরের ছবিটি কর্ণমনি পাড়া বি.এম.সি-র বয়স্ক ব্যক্তি শ্রীমতি আইচুতী রিয়াং মহাশয়ার। বর্তমানে ওনার বয়স ৮৭ বছর। ওনার ৭ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ নাতি নাতনীর সংখ্যা ২৬ জন। আলোচনাক্রমে তিনি আমাদের জানান চোখের অসুবিধা ছাড়া তার আর কোনো শারীরিক অসুবিধা নেই।

তিনি আমাদের জানান কর্ণমনি পাড়া জনপদটি একটি প্রাচীন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। এই জনপদের অধিকাংশ নাগরিক রিয়াং সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনি আমাদের জানান রিয়াং জনজাতির সামাজিক রীতি-নীতি গুলি এই অঞ্চলের নাগরিকরা সবাই মিলে পালন করে থাকেন। আধুনিকতার আগ্রাসনে রিয়াং সমাজে এই রীতি-নীতি গুলির কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

তিনি আমাদের বলেন এই অঞ্চলটি আগে আরও অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। বর্তমানে এখানে বন্যশূকর, বাঘদাশ, বন্য মোরগ, মাঝে মধ্যে হরিণ দেখতে পাওয়া যায়।আগে এই অঞ্চলে হাতি, বাঘ, বনরুই ইত্যাদি ছিল।

তিনি আমাদের জানান আগে তারা জুম চাষে সবাই মিলে যেতেন এবং জুমে বিভিন্ন ফসল ফলাতেন। তিনি বলেন এখন বার্ধক্য জনিত কারনে জুম চাষে যেতে পারেন না।

তেতুইয়া বি.এম.সির একজন বয়স্ক মহিলার স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location-

শ্রীযুক্ত বুজিরাম রিয়াং *N(23^0-45`-99.7``*

বয়স- ৯০ বৎসর *E091^0-50`-596``*

উপরের ছবিটি তেতুইয়া বি.এম.সি-র শ্রীযুক্তত বুজিরাম রিয়াং মহাশয়ের। বর্তমানে ওনার বয়স ৯০ বৎসর । উনার এক ছেলে ও চারজন নাতি নাতনী নিয়ে উনার পরিবারের লোকসংখ্যা ৭ জন। উনার সাথে আলোচনা করে আমরা জানতে পারি যে তেতুইয়া ভিলেজটি সম্পূর্ন জুমিয়ার অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। এক দশক আগেও এই অঞ্চলে প্রচুর হাতি ছিল,এখন নাই বল্লেই চলে। হরিণের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। ওনি আরো বলেন পাহাড়ে আগে ময়না, চিল, ঘুঘু, টিয়া, তোঁতা প্রচুর পরিমানে ছিল। এখন খুব কম দেখা যায়। তেতুইয়া ছড়াতে প্রচুর কচ্ছপ পাওয়া যেত বর্তমানে অনেক কমে গিয়েছে।

আগে এই অঞ্চলে প্রচুর মুলি, ডলু, রুপাই, পাওরা বাঁশ পাওয়া যেত, বর্তমানে বাঁশের পরিমান আগের তুলনাই কমে গেছে।

চাকমাপাড়া বি.এম.সির বয়স্ক মহিলা ব্যক্তিত্বের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location- N-23^0-47`-006``

E-091^0-50`-590``

শামতি কর্নবতি ত্রিপুরা

বয়স - ৯৭ বৎসর

উপরের ছবিটি চাকমাপাড়া বি.এম.সির মালদা পাড়ার নিবাসী শ্রীমতি কর্নবতি ত্রিপুরার ওনার স্বামীর নাম মৃত কেংকই ত্রিপুরা। বর্তমানে ওনার বয়স ৯৭ বৎসর। ওনার ৪ ছেলে ২ মেয়ে ছিল ১ মেয়ে মারা গিয়াছে এখন ৪ ছেলে ১ মেয়ে। বর্তমানে উনি দ্বিতীয় ছেলের কাছে থাকেন। ওনার দ্বিতীয় ছেলে এখন আমবাসা-গন্ডাছড়া রাস্তায় ১০ মাইল নামক স্থানে থাকেন। অন্য ছেলেরা মালদা পাড়ায় থাকেন। বয়সের কারনে এখন আর স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারেন না, কানেও কম শুনেন। অতীতের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে লংতরাই পাহাড়ের শিখরের গ্রামটিতে ঘনজঙ্গল ছিল, ছিল প্রচুর বন্যপ্রানী উনিও বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, রামকুকুর, বিষধর সাপ, অজগর স্বচোখে দেখেছেন। আবহাওয়া এত উষ্ণ ছিল না, প্রচুর বৃষ্টি পাত হতো, জুমে ফলতো প্রচুর ফলন, ছড়াগুলিতে প্রতিনিয়ত ঝর্ণার জল গড়িয়ে পড়তো বহু ঝর্ণার মৃত্যু হয়েছে। ছড়াগুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত এখনতো প্রায় সব কিছু হারিয়ে গিয়েছে। আগামী দিনগুলোতে যে কি ভয়ঙ্কর অবস্া হবে তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

কর্মপাড়া বি.এম.সির বয়স্ক ব্যক্তিত্বের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location-

N-23^0-46`-585``

E-091^0-48`-204``

শা লিখিরায় রিয়াং

বয়স - ৮৭ বৎসর

উপরের ছবিটি কর্মপাড়া বি.এম.সির একজন বয়স্ক ব্যক্তিত্ব শ্রী লিখিরায় রিয়াং এর ওনার পিতার নাম কাপুইহা রিয়াং । বর্তমানে ওনার বয়স ৮৭ বৎস দীর্ঘ ৫০ বৎসর এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। জন্ম গোমতি জেলার অম্পিতে ছিল। জুমচাষ ও জীবিকার সুবিধার্তে এখানে আসেন। বর্তমানে বয়সের ভারে খুব বেশী চলা ফেরা করতে পারেন না। ওনারা যখন প্রথম এই গ্রামে আসেন এখানে কোন রাস্া-ঘাট ছিল না, ছিল ২-৪ ঘর জুমিয়া। এখানে আশপাশ এলাকায় কোন সমতল ভূমি নেই, গভীর অরন্য ছিল, ছিল প্রচুর বন্য জন্তু। সন্ধ্যার সাথে সাথে ঘর বন্ধী হয়ে থাকতে হতো এবং উঁচ টং ঘরে রাতের বেলায় আগুন জ্বালিয়ে থাকতে হতো, আশে পাশে কোন বাজার হাঁট ছিলনা দীর্ঘ ২৫ কিমি পায়ে হেঁটে ছড়ায় ছড়ায় তেলিয়ামুড়া যেতে হতো এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে হতো। বিনা চিকিৎসায় বহুলোক মারা যেতে দেখেছেন। ১৯৫১ সালেন তুফান ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের যুদ্ধ জাহাজের আনাগোনা দেখেছেন।

অতীতের কথা বলতে গিয়ে এও বলেন যে, প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, জুমে ফলতো প্রচুর ফসল, গ্রামের ছড়া গুলিতে পাওয়া যেত প্রচুর মাছ সবকিছু এখন কমতির পথে।

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির বয়স্ক ব্যক্তিত্বের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location- N 23^{0}-42`-582``

শ্রী পুসিনজয় রিয়াং

E-091^{0}-49`-485``

বয়স - ৮৮ বৎসর

উপরের ছবিটি রাধারাম বাড়ীর মনিরাম পাড়ার বয়স্ক ব্যক্তি শ্রী পুসিনজয় রিয়াং ওনার পিতার নাম মৃত বিজয়লা রিয়াং। বর্তমানে ওনার বয়স ৮৮ বৎসর। পূর্বে উনি আর এফের ভিতরে সদাইহাম পাড়ায় ছিলেন। উগ্রবাদীদের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে বর্তমানে এই মনিরাম পাড়ায় থাকেন। বার্ধক্য জনিত কারনে চলাফেরা সীমিত। অতীতে জীবিকার জন্য প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হতো। জুমচাষ ছিল প্রধান জীবিকা তখনকার দিনে সেখানে কোন রাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয়, হাট বাজার ছিলনা তাই লিখাপড়া জানেন না বা শিখার সুযোগ হয় নাই। বাজার ছিল প্রায় ৩৫ কিমি দূরে ছড়া পথে মাসে ১ বার কি ২বার বাজারে যেত তাও নুনা ছড়ায় বাঁশের চালি বেঁধে পুরো দিন চলে যেত। অতীতের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে, তখন কার দিনে এত গরম পড়তো না প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, জুমে প্রচুর ফলন ফলতো, ছড়াগুলোতেও প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। বনে ছিল বহু মূল্যবান গাছ গাছালি বহুকিছু হারিয়ে গিয়াছে নিজ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছেন।

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির অপর এক বয়স্ক ব্যক্তিত্বের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location-

N -23^{0}-43`-

112``

শ্রী সূর্য্যমনি রিয়াং
বয়স - ৯৭ বৎসর

উপরের ছবিটি রাধারামবাড়ীর শ্রী সূর্য্যমনি রিয়াং ওনার পিতার নাম মৃত হামফাইহা রিয়াং। রাধারামবাড়ীর রামকালী বাড়ীর বাসিন্দা ওনার বয়স ৯৭ বৎসর। পূর্বে ওনি আরো ভিতরে সদাই হাম পাড়ায় ছিলেন পাড়াটিও এই ভিলেজের মধ্যে ছিল সেখান থেকে সরে আসার কারন ছিল উগ্রবাদীদের অত্যাচার। কানে কম শুনেন চোখেও কম দেখেন। সেখানে ওনাদের জীবন জীবিকা ছিল জুম চাষ, প্রচন্ড প্রতিকুল পরিবেশ ছিল। ছিল বন্যজন্তু-জানোয়ারের অত্যাচার। জুমচাষে বেশকম ৪-৫ মাসের খাওয়ার জোগান হতো বাকী সময় বাঁশ কাটিয়ে চালা বেঁধে নুনাছড়া হয়ে খোয়াই নদী দিয়ে তেলিয়ামুড়ায় বিক্রি করতো। তখনকার দিনে ছিলনা রাস্া-ঘাট, হাট-বাজার, স্কুল, স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং বিদ্যুৎ। অসুখ বিসুখে স্থানীয় বৈদ্যরা গাছ গাছালি দিয়ে রোগ মুক্তির চেষ্টা করতো। স্মরনীয় ঘটনা হলো একবার ওনি যখন জুম বাড়ীতে ছিলেন একটি হাতির দল ওনার ধানের ব্যাপক ক্ষতি করে এবং টংঘরটা ভেঙ্গে দিয়ে যাওয়ার পথে ওনার পালা একটি শূকরকে মেরে দিয়ে যায়।

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির একজন বয়স্ক ব্যক্তিত্বের স্ব-চিত্র ও তথ্য

GPS location-

N 23^{0}-41`-569``

E-091^{0}-50`-081``

শ্রী হরিচন্দ্র রিয়াং

বয়স - ৯৯ বৎসর

উপরের ছবিটি সিদ্ধা গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি শ্রী হরিচন্দ্র রিয়াং ওনার পিতার নাম মৃত অহিকরাই রিয়াং। বর্তমানে ওনার বয়স ৯৯ বৎসর। ওনার ৩ ছেলে ৩ মেয়ে ছিল, ১ ছেলে ১ মেয়ে মারা যায়। ওনার স্ত্রীও পরলোকগত, ছেলে ও মেয়েদের বাড়ীতে পালা করে থাকে, চলাফেরা একটু একটু করেন চোখে কম দেখেন কানেও কম শুনেন। ১৯৭৬ সাল থেকে এ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, তার পূর্বে জুম চাষের জন্য আঠারোমুড়া ও লংতরাই পাহাড়ে ঘুরে ফিরে থাকতো। পাট্রায় জমি পান। বয়স্ক ভাতা দিয়ে কোন প্রকার বেঁচে আছেন।

অতীতের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে লংতরাই-আঠারমুড়া পাহাড় ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা প্রচুর বন্যজন্তু-জানোয়ার ছিল তাদের সঙ্গে লড়াই করে থাকতে হতো।

প্রচুর পাহাড়ী ঝর্ণা ছিল যেগুলি ধলাই ও খোয়াই নদীকে পরিপূর্ণ করে রাখতো। বর্তমানে বহু ঝর্ণা শুকিয়ে গিয়াছে। অতীতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, জুমে ফলতো প্রচুর ফসল, ছড়াগুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। জৈব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি হওয়াটা অভিজ্ঞতায় বুঝতেছেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও ভাবনা করেন যে এভাবে চলতে থাকলে মহা সংকটে পড়তে হবে।

৭.১ বি.এম.সিতে ভ্রমণে পাওয়া বন্য পাখীর স্ব-চিত্র ও তথ্য ঃ

গঙ্গানগর বি.এম.সির সংগ্রহিত বন্য পাখীর স্ব-চিত্র তথ্য

পাখী না এলে পৃথিবীতে গাছগাছালির জগৎটা এমনভাবে গড়ে উঠতো না। পাখী দেখতে কার না ভাল লাগে। কে না চায় পাখীর গান শুনতে। মাছ রাঙার মোহময় রঙে কে না মোহিত হয়। পাখীনিয়ে সব কথা নয়।

পক্ষী বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পরিবেশ বাঁচাতে পাখীর দরকার। আমাদের জীবন ঠিকঠাক চালাতে পাখীর প্রয়োজন। পাখী নানা ভাবে উপকার করে পরিবেশ ও মানুষের। পাখী পরাগযোগ ঘটায়। বীজ বিস্তার করে। নানা ফসল ভক্ষ করে পাখী। ঔষধী গাছ খুজে দিতে জানে পাখী। প্রাকতিক দুযোগের পূর্বাভাস দিতে পারে। সংবাদ আদান প্রদানের কাজ করতে পারে পাখী। মানুষকে এক সময় নতুন দেশ খুজে দিয়েছে পাখী। শিখিয়েছে নৃত্যকলা। আরো অনেক অবদান আছে পাখীর ।

সামগ্রীক পরিবেশ থেকে বিছিন্ন নয় পাখী। পাখী ও বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ। প্রশ্ন হয় বাস্তু তন্ত্র কী? জীব ও তার পরিবেশের পারস্পরিক এবং আন্ সম্পর্ক চর্চার বিষয়টিকে বাস্তু বিদ্যা বা বাস্তু তন্ত্র বলে। খাদ্য শৃঙ্খল হল যে কোন বাস্তু তন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ন দিক। পাখী না থাকলে মানুষের জীবনটাই যে একদিন বিপদে ভরে উঠবে, এই শর্তটা মানুষ বুঝবে কবে। পাখীকে বাঁচানো চেষ্টায় মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

চিল (*Milvus migrans)*

কাল কাঠ বিড়ালী (*Ratufa bicolor)*

সাদা বক (*Egretta garzetta)*

সোনালী বুক ক্লোরোপিস (*Chloropsis cochinchinensis)*

কর্ণমনিপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বন্য পাখীর স্ব-চিত্র

চিল (*Haliastur indus*)

অরবেলার (*Tesia castaneocoronata*)

কাঠবিড়ালী
(*Callosciurus pygerythrus*)

কাল কাঠ বিড়ালী
(*Ratufa bicolor*)

তেতুইয়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বন্য পাখীর স্ব-চিত্র

সোনালী বুক ক্লোরোপিস
(*Chloropsis cochinchinensis*)

চিল (*Haliastur indus*)

কাঠবিড়ালী
(*Callosciurus pygerythrus*)

ভীমরাজ (*Dicrurus annectans*)

ঊলবুল (*Pycnonotus jocosus*)

কাল কাঠ বিড়ালী
(*Ratufa bicolor*)

কাল মাথ হলুদ বুলবুল
(*Pycnonotus melanicterus*)

লাল বুক প্রজাপতি
(*Delias descombesi*)

কর্মপাড়া বি.এম.সির সংগ্রহিত বন্য পাখীর স্ব-চিত্র

সাদা বক (*Egretta garzetta*)

শালিক (*Acridotheres tristis*)

রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির সংগ্রহিত বন্য পাখীর স্ব-চিত্র

কালো মাথা ওরিয়ল
(*Oriolus xanthornus*

কাঠঠোকরা
(*Dinopium javanense*)

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সিতে ভ্রমণে পাওয়া ধনেশ পাখীর চিত্র ও তথ্য

ছবিতে ১(এক) জোড়া ধনেশ পাখী দেখানো হয়েছে একটি বসা অবস্থায় অপরটি উড়ন্ত অবস্তায়। এই ধনেশ গুলি মালাবার পাইড্ হর্নবিল শ্রেণীভূক্ত যাদের বৈজ্ঞানিক নাম *Anthracoceros coronatus.*

সাদা আর কালো মেশানো এই পাখীগুলি চিলদের থেকে একটু আকারে বড় হয়। লম্বা এবং চওড়া কালো রঙের লেজের বাইরের দিকের পালকগুলি সম্পূর্ণ সাদা। হলদে কালো রঙের শিঙার মত জাঁদরেল ঠোঁটটির ওপরে দুপাশ চ্যাপ্টা একটি সূচালো শিরস্ত্রাণের মত আছে,এইটিই ওদের বড়ো পাইড্ হর্নবিলদের থেকে আলাদা করে চিনবার প্রধান চিহ্ন।

সব জাতের ধনেশ পাখীদেরই আচার ব্যবহার প্রায় একই রকম। ওরা জঙ্গলে বসবাস করে এবং বট, অশ্বথ প্রভৃতি গাছের ফলই ওদের প্রধান খাদ্য। অবশ্য গিরগিটি, ছোট পাখী, কাঠবেড়ালী প্রভৃতি জীবও ওরা খেয়ে থাকে। ধনেশ পাখীর দল সব সময় দলনেতাকে অনুসরণ করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে বেড়ায়। ওদের উড়ার গতি খুব সাবলীল নয়, প্রথমে কয়েক বার বেশ জোরে ডানা ঝাপটায় তারপর ডানা দুটো উপরে তুলে কিছুদূর হাওয়ায় বেড়ায়। বেশ জোর গলায় নানা রকম আওয়াজ আর চিৎকার করে এই পাখীরা। এদের বাসা বানাবার কায়দাটিও বেশ অদ্ভুত। একটি ভালো দেখে গাছের কোটর বেছে নিয়ে তার মধ্যে স্ত্রী পাখীটি আশ্রয় নেয় আর কোটরের মুখটি দেওয়াল তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয়, নিজেদের বিষ্ঠাকেই ওরা দেওয়ালের সিমেন্টের মতো ব্যবহার করে। এই দেওয়ালে একটি মাত্র ফুটো থাকে, এই ফুটো দিয়েই পুরুষ পাখীটি স্ত্রী পাখীকে খাদ্য সরবরাহ করে এবং স্ত্রী পাখী ভিতরে বসে ডিমে তা দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে তারপর দেওয়াল ভেঙে ফেলে স্ত্রী পাখীটি মুক্তি লাভ করে। এরপর পাখীদম্পতি দুজনে মিলে বাচ্চাদের আহার জোগাড় করতে মন দেয়।

৭.২- গঙ্গানগর ব্লকে ভ্রমনে পাওয়া কিছু পোকা মাকড়, কীট, পতঙ্গ এদের সম্পর্কে কিছু কথা

পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তার প্রায় ৮০ শতাংশই পোকা মাকড় শুধু পোকাদের প্রজাতির সংখ্যা ১০ লক্ষের বেশী এখন ও দু-চারটা করে নুতন প্রজাতি পাওয়া যাচ্ছে এবং পাওয়া যাবে।

পোকাদের দেহের বৈশিষ্ঠ হল এদের দেহ তিন ভাগে বিভক্ত মস্তক, বক্ষ ও উদর। মাথার খন্ড ৫টা; মাথায় থাকে উপরের দিকে শুঙ্গ এর পাশে দুটো বড় চক্ষ সমষ্ঠি।

বাসস্থান ও অভ্যাস - পোকারা এক মাত্র সমুদ্রের জল ছাড়া পৃথিবীর সব জায়গায় বাস করে। মাটির নিছে, মাটির উপর, গাছ পালায়, বনে জঙ্গলে, স্বাদুজলে, খরের ভিতর চলগম কাপর চোপড় বই খাতা এমন কি অণ্য প্রাণীর দেহে। মানুষের মৌলিক চাহিদা যা তাদের চাহিদাও অনুরূপ যেমন খাদ্য আশ্রয় বাসস্থান ইত্যাদি।

বংশ বিস্তার– এরা খুব তাড়া তাড়ি বংশ বিস্তা করতে পারে। এক জোড়া মাছির ডিম গরমের সময় ফুটে বাচ্ছা হতে সময় লাগে ৫-৭ দিন শীত কালে ১০-১২ দনি। বছরে এদর ৮০-৪৮ প্রজন্ম আমাদের দেশে হয়ে থাকে। মাছির যে বাচ্ছা গুলো হয় তাদের সব গুলো বেঁচে থাকলে ৬ মাসে সব মাছি দিয়ে গোটা গোটা ভূপৃষ্ঠ ১৫ মিঃ পুরু করে ঢেকে দেওয়া যেত।

পঙ্গপাল এক ঝাঁকে কয়েক কোটি হতে পারে। বিজ্ঞানিরা বলেন কোন কারনে মানুষ প্রতি কুল অবস্তায় পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও পঙ্গপালরা টিকে থাকবে, ওরা এতটাই খাপ খাওয়াতে অভ্যস্ত।

সামাজিকতা– আমরা জানি মানুষ সমাজ বদ্ধজীব। তারা সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করে এবং সামাজিক আচরন করে থাকে এবং এটি অতুলনীয়। সম্ভবত মানুষ এদের অনেক আচরন অনুকরন ও অনুসরন করে আসছে। দেখে শিখছে।

১ জোড়া মাছি থেকে ১ মাসে ১৯১x০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
(এক শত একানব্বই-এর পর একুশটা শূণ্য) বাচ্ছা হতে পারে।

শস্যনাশক কীটপতঙ্গ দমনের জন্য কিছু প্রস্তাবিত কীটনাশক

ক্ষতিকারক পোকার নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	প্রস্তাবিত রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ
১. বহুভূক পতঙ্গ (১) লাল শুঁয়ো	*Amsacta moorei* *A. albistriga*	ডাস্ট ০% BHC, প্রথম অবস্থায় আয়ত্তে আনা সহজ। ব্যবহার করবেন না, যদি শিকড়/ অলাবু উদ্ভিজ হয়। ডাস্ট ৫-১০%
(২) গাঙ্গাফড়িং	*Hieroglyphus* *H. nigrorepletus*	BHC, অবস্থা দেখে।
২. ধানের ক্ষতিকারক পোকা (১) কান্ডছিদ্রকারী	*Tryporyza incertulas*	১৫ দিন অন্তর তিনবার স্প্রে/ উপাদান ০.৪% ডায়াজিনন, ফোসফাথিডন, ফেনিট্রোথিয়ান, অথবা দু বার কার্বোফুরান (৩%) ফোরেট (১০%) লিনডেন (২%) কিংবা এনডোসালফান (৪%), বটামের ২ অথবা ৬ সাপ্তাহ পর।
(২) দঙ্গলবাঁধা শুয়ো	*Spodoptera mauritia*	ডাস্ট ১০% BHC/ স্প্রে ০.০৪ এনডোসালফান কিংবা ০.২% কার্বালি।
(৩) গাঁধিপোকা	*Leptocorisa acuta*	ডাস্ট ১০% BHC, কিংবা কার্বারিল।
(৪) গ্যলফ্লাই	*Orseolia oryzae*	স্প্রে ০.৩% ফোসফামিডন অথবা ডিমোথোয়েট। শস্য উদগমনের সময় ৪ বার।
৩. আখের ক্ষতিকারক পোকা (১) শীর্ষছিদ্রকারী	*Tryporyza nivella*	৪% কার্বারিল অথবা পত্রমজ্জুরিতে এনডোসালফান গ্র্যানিউল কিংবা ০.০৫% মোনোক্রোটোফস স্প্রে করুন।
(২) কান্ড ছিদ্রকারী	*Chilo infuscatellus*	----
(৩) শিকড় ছিদ্রকারী	*Emmalocera depressella*	----
(৪) পাইরিলা ফড়িং	*Pyrilla perpusilla*	ডাস্ট ৫% BHC স্প্রে ০.০৩% সোনোক্রোটোফোস, ডিমেথোয়েট, ফোসকামিডন অথবা মিথাইল ডেমেটন। পত্রত্বকের নিচের অংশের জন্যে নজর রাখবেন।
৪. ডালশেস্যের (১) গুটিছিদ্রকারী	*Heliothis armigera*	ডাস্ট ৪% কার্বা / স্প্রে ০.৫% এনডো কিংবা ০.০৪% মোনোক্রো।
(২) চারাগাছখেকো	*Agrotis ipsilon* *Orchropleura flammatra* *Devis & Schiffer* *A. segetum Schiffer Dems* *A. spinifere*	জমিতে ৫% অলড্রিন, হেপটাকোলর অথবা কোলরডেন কিংবা শস্যে১০% BHC ডাস্ট।
(৩) শুঁয়ো (যমরাল)	*Exelastis atomosa*	ডাস্ট ৫% কার্বা বা এনডো / স্প্রে ০.০৪% মোনোক্রো অথবা ০.০৫% এনডোসালফান।
(৪) গুঁটির পত্র ছিদ্রকারী	*Phytomyza atricomis*	স্প্রে ০.০৫% ডাইকোলোরোডস (DDVP) , ০% লিনডেন অথবা কার্বারিল দু বার।
(৫) গুঁটি ছিদ্রকারী	*Melanogromyza phaseoli*	ডাস্ট ৫% কার্বালিল, ৫% এনডোসালফান অথবা স্প্রে ০.০৫% সোনোক্রোটোফোস, ডিসেথোয়েট পাতার মধ্যে কীটানু থাকলে।
(৬) কোরকছিদ্রকারী	*Agromyza obtusa*	ঐ
(৭) এ্যাফিডস	*Aphis cracciovra*	ফোরেট ১০ গ্রাম, ডিসালফোটন ৫ গ্রাম গ্রানিউল ১.৫ কেজি এ. আই. হ্যাঁ বপনের সময়/ ডাস্ট ৫% BHC অথবা দুবার স্প্রে ০.০৩% মোনোক্রো, যোসফা, ডিমে কিংবা মেথিল ডিমেটন। গ্রানিউলার ব্যববহুল হলেও অন্যান্য পোকা দমন করতে সক্ষম।

৫. তৈলবীজ শস্যের		
ক. রাইসর্ষের ক্ষতিকারক পোকা		
(১) সর্ষের অ্যাফিডস	*Lipaphis erysimi*	স্প্রে ০.০৫% লিনডেল অথবা ০.০২% ফোসফালিডন অথবা ০.০৩% মোনোক্রো অথবা মেথিল ডেমেটন/ ডেমেটোয়েট।
(২) করাতিপোকা	*Athalia lungens Proxima*	ডাস্ট ৫% BHC। ঝাড়াই পাতা তরকারি হিসেবে খাবেন না।
খ. বাদামের		
(১) পত্রছিদ্রকারী	*Stomopteya nerteria*	ডাস্ট ৫% BHC অথবা কার্বারিল।
(২) কান্ডছিদ্রকারী	*Sphenoptera perotetting*	মাটিতে ৫% এ্যালড্রিন অথবা কোলরডন গুঁড়ো মাখিয়ে নিন।
গ. তিলের		
(১) পাতা/ কোরক ছিদ্রকারী শুঁয়ো	*Antigastra catalaunalis*	ডাস্ট১০%BHC/স্প্রে০.০১%BHC+০.১%DDT(পাউডার জলে গলার মত)
(২) বাজপাখি-মথ	*Acherontia styx*	ডাস্ট১০%BHC
ঘ. রেড়ি শস্যের		
(১) পিঠকুঁজো শুঁয়ো	*Achaea janata*	ডাস্ট৫ %BHC/স্পে ০.০৫% এনডো সালফান/০.২% কার্বারিল।
৬. তরিতরকারী		
ক) মাছি	*Dseus cucurbitae*	গাছ বেড়া সহ অন্যান্য তরিতরকারী, স্প্রে করুন:০.০১% BHC + ০.০১% DDT,বিষের
১. তরমুজের	*D. Ciliatus* *D. Diversus*	টোপ(২০ গ্রাম মিলাথিয়ন ৫০% WP অথবা ডায়াজিন+২০০ গ্রাম গুড় দু লিটার জলে)) চ্যাটালো জায়গায় রাখবেন।
২. বৈচি জাতীয় ফলের মাছি	*Carpolyia Vesuviana*	এপ্রিল-জুনে আশপাশে মাটি বরাবর খুঁড়ে সপ্তাহে তিনবার স্প্রে : ০.০৪% DDVP অথবা ০.০৫% মেলাথিঅন।
খ) কুমড়ো-গুব্‌ড়ে	*Aulasuphora foveicollis* *A. intermedia* *A. cincta*	জমিতে ৫% অলড্রিন মাখান কীটন শের জন্য/ পাতা ডাস্ট করুন ৪% কার্বারিল দিয়ে অথবা মেলাথিঅনস্প্রে ০.০৫%।
গ) বেগুন ছিদ্রকারী		
১. কান্ড/ফল ছিদ্রকারী	*Leucinodes orbenalis*	স্প্রে ০.৩% ডায়থিন/১% লিন/০.১% কার্বা। স্প্রের আগে ফল পেড়ে নিন। শোষণের তিন চারদিনের মধ্যে নতুন গাছ বসাবেন না।
২. বেগুনের কান্ড ছিদ্রকারী	*Euzophera particella*	স্প্রে ০.০৩% ডায়াজ/০.১% লিন/০.১%কার্বা। শোষণ সর্ম্পকে উপরে বাকি অংশ দেখুন।
ঘ) পাতাখেকো গুব্‌রে	*Epilsehila dodecastgma* *E. vigintioctopunctus* *E. ocellata*	স্প্রে ১% কার্বারিল, ০.০৫% মেলাথিঅন অথবা DDVP।
৭. ফল/ফল গাছের		
১. স্যানজোস স্কেল	*Quadraspiditious pernicious*	স্প্রে ৩% মে. ডেমেটন, ভিয়াজ DDVP অথবা মোনোক্রো।
২. তুলতুলে এ্যাফিড	*Erisoma lanigerun*	স্প্রে করুন গাছের উপরের অংশে। মার্চ-এপ্রিল/জুন-জুলাই। স্প্রে উপাদান উপরের মতো।
৩. চোষী মথ	*Otheris fullonia* *O. materna* *Achaecl janata(L)* *Calpe emarginata*	বিষের টোপ।২০ গ্রাম ম্যালা,৫০%WP অথবা ৫০ মিলি ডায়া+২০০ গ্রাম গুড় ২ লিটার জলে।
৪. লেবু: পত্র ছিদ্রকারী	*Phylloenistis citerella*	স্প্রে ৫% মোনোক্রো অথবা ফোসফি।
৫. লেবু প্রজাপতি	*Papilio demoleus* *P. polytex(L)* *P. machaon asiatica*	স্প্রে ৫% এনডো অথবা ১% কার্বা।
৬. আনারসী প্রজাপতি	*Virachola isocrates*	স্প্রে ৪% মোনোক্রো অথবা ফোসফি।
৭. আম ফড়িং	*Idioscopus clypealis* *I. niveosprsus(L)* *I. nigroclypeatis(L)* *Amritodus atkinsoni(L)*	জানুয়ারিতে ৩% DDVP । মুকুল ওঠার পর দু একবার। আবার, জুন-জুলাই ২-৩ বার।
৮. আম পোকা	*Drosicha Mangiferae*	৫%এ্যাল গুঁড়ো মাটিতে, গাছের গোড়ায় মাখান/ ডায়া৪%অথবা মোনোক্রো দিয়ে স্প্রে করুন।
৯. ছালখেকো শুয়ো	*Indarbela quadrinotata* *I. patetraonis*	ফিতের মতো জাল সাফ করে গর্তের মধ্যে কার্বণ বাইসালফাইড বা ক্লোরোফর্ম বা পেট্রল বা ১% DDVP অথবা ৫% ট্রাইক্লোরেফোন কাপড়ে ভিজিয়ে ঝুলিয়ে দিন। তারপর মাটি দিয়ে গর্তের মুখ এঁটে দিন। আবার গর্ত দেখা দিলেও একই কাজ।
১০. পাথুরে গুবড়ে	*Sternocactus mangiferae* *S. frigidus(F)*	স্প্রে ১% মেলথি+ ২% লিন। ১৫-২০ দিন অন্তর দু তিনবার ফল দেখা দিলেই।
৮. বাগিচা ফসলের		
ক. নারকেল		
১. গন্ডারি গুবরে	*Oryctes chinoceros*	সার-এর গর্তে/ প্রজনন এলাকায় ১%BHC স্পে করুন/ পাতায় ৫% BHC অথবা ক্লোরডেন গুঁগো বালির সঙ্গে মিশিয়ে দন (১:১)।
২. কালামাথা শুয়োঁ (যমরাল)	*Nephiantis serinopa*	স্প্রে ১% BHC +১%DDTঅথবা ৫% এনডোসালফান।

সুত্রঃ- ক্ষেতের কীটপতঙ্গ
এস. প্রধান
ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

৭.৩ গঙ্গানগর ব্লকের বি,এম,সিতে ভ্রমনে পাওয়া কয়েকটি ব্যাঙের ছবি ঃ

ব্যাঙ্ সর্ম্পকীয় কিছু কথা- ব্যাঙ্ উভয়চর প্রাণী ,শীতল রক্তের। পৃথিবীর প্রায় ৮০% ব্যাঙ্ ট্রপিকেল এবং সাব ট্রপিকেল অঞ্চলে দেখা যায়। আমাদের ত্রিপুরায় ও নানা জাতের ব্যাঙ্ রয়েছে তার মধ্যে আমরা সব সময় দেখতে পাই সেগুলো হল কুনো ব্যাঙ্ , সোনা ব্যাঙ্ গেছো ব্যাঙ্ প্রভৃতি। এখানে ৩ টি জাতের নাম করা হলো আসলে পৃথিবীতে প্রায় 'শ' খানেক জাতের ব্যাঙ্ রয়েছে। এদের জীবন চক্র শুরু হয় জলে পরবর্তীতে জলে স্থলে বিচরন করে।

বর্ষাকাল হচ্ছে ব্যাঙের প্রজনন ঋতু। বর্ষা ঋতুতে ভারতে অধিকাংশ অঞ্চলে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যাঙ জনন কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। তবে অন্য ঋতুতে ও ওরা প্রজনন কাজ করলে ও শীতের সময় এই কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। জীব বিজ্ঞানীরা পরিক্ষ করে দেখেছেন যে এক একটি স্ত্রী ব্যাঙ গড়ে ২৫০০ ব্যাঙাচির জন্ম দিতে পারে।

ব্যাঙ মাংসাশী প্রাণী। এর পিপঁড়ে ও অন্য আন্য ছোট ছোট পতঙ্গ ,শুয়াপোকা, কেচোঁ,ছোট শামুক ইত্যাদি জীবন্ত ধরে খেয়ে থাকে। নাড়াচাড়া করে এমন বস্তুই ব্যাঙ খাদ্য রূপে গন্য করে। ওরা হলেও নিশ্চল থাকে। স্থির এবং মৃত প্রাণীকে কখনই খাদ্যরূপে গ্রহন করে না।

ব্যাঙ্ কৃষি বান্ধব প্রানী। ফলন নাশক নানা বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক পোকা মাকড় খেয়ে ফসলকে রক্ষা করে। চীন দেশ কৃষিক্ষেত্রে পোকা মাকড় দমনে রাসায়নিক ব্যবহার না করে ব্যাঙ চাষ করে দমন করে। এই উপকারী প্রানীটি বর্তমানে ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। আমাদের ত্রিপুরায় ও ১০-১৫ বঃসর পূর্বে যে পরিমান ব্যাঙ দেখা যেত এখন আর সে ভাবে দেখা যায় না।

প্রাকৃতিক ভারসাম্যে ব্যাঙের অবদান বুঝতে একটা ঘটনার কথা এখানে বলা যাক। ভারত সোনা ব্যাঙ্ বিদেশে রপ্তানি করে বছরে প্রায় ৮ কোটি টাকা আয় করে এর ফলে এখন ফসলের জমিতে সোনা ব্যাঙ্ প্রায় নেই। একটা সোনা ব্যাঙ্ দৈনিক ৩০০-৫০০ পোকা খায়। এতে ফসলের খেতে পোকার ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্ রপ্তানি করে কি লাভ হলে ? ফসল খেতের পোকা মারতে ভারত সরকার ফি বছর ৬৫ কোটী টাকার কীটনাশক ক্রয় করে দেখা যায় ৮ কোটী টাকা আয় করতে আমাদের ব্যয় হচ্ছে ৬৫ কোটী টাকা।

৭.৪- গঙ্গানগর ব্লকের বিভিন্ন বি.এম.সিতে ভ্রমনে পাওয়া কিছু প্রজাপতির চিত্র ও তথ্য-

প্রজাপতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি প্রজাপতি ও মথ। এদের বাহ্যিক রূপ প্রকৃতির আঙিনায় এক মনোহারী আকর্ষনের ভান্ডার। ছোট বেলায় মথ বা পজাপতি ধরেনি বা তার পিচু পিছু দৌড়ায়নি এমন শিশুর হদিশ মেলা ভার। এদের গায়ে হাত দিলে, হাতে সুক্ষ্ম নানা রঙের অসংখ্য রোয়া লাগবেই। এগুলি এদের শরীরের আঁশ বিশেষ যা জন্মায় এদের দেহে, ডানায়।

বিবর্তনের ধারায় উদ্ভুত প্রজাপতি ও মথ দুই জনেই লেপিডোপটেরা বর্গের অন্তর্ভূক্ত। অর্থ হলো আঁশ বিশিষ্ট ডানার অধিকারী পতঙ্গ। এরা অনেক বংশে বিভক্ত। এর মধ্যে দুইটি বৃহৎ বংশে এরা বিভক্ত। এরপর রয়েছে উপবংশ-গনউপ-গন প্রজাতি-উপপ্রজাতি এবং জাতি।

পৃথিবীর কম বেশী সর্বত্র এদের ব্যাপ্ত উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এক লক্ষ পঞ্চান হাজার জাতের মথ ও প্রজাপতির সন্ধান লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে প্রজাপতির সংখ্যা হবে প্রায় কুড়ি হাজার। ভারতে প্রজাপতি আছে প্রায় ১৫০০ প্রজাতির।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশ ধ্বংসের ফলে বহু প্রজাতির প্রজাপতির ও মথ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রজাপতি মানুষের বন্ধু, ফুলে উড়ে এরা পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে উদ্ভিদের বংশ বিস্তার ঘটায়।

৭.৫- রাধারামবাড়ী বি.এ.সির হাতি দ্বারা আক্রান্ত্ম মহিলার চিত্র ও তথ্য

GPS location-

N-23⁰-46`-191``

E-091⁰-50`-417``

শ্রীমতি নন্দীরন্নং রিয়াং

বয়স- ৪৮ বৎসর

উপরের ছবিটি রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির শ্রীমতি নন্দীরন্নং রিয়াং এর বর্তমানে ওনার বয়স ৪৮ বৎসর ওনার স্বামীর নাম মৃত মুক্তরাম রিয়াং। ওনি বর্তমানে গঙ্গানগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আজ থেকে প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বে শত্রন্নঘ্ন চৌধুরী পাড়ার জুম থেকে অপর কয়েকজন সঙ্গী সহ ধানকেটে ফেরার পথে একটি দাঁতাল হাতি ওনার পিঠের ধানের বোঝা শুড় দিয়ে নামিয়ে ওনাকে পিছন থেকে দাঁত দিয়ে আঘাত করে বহুদূরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন। হাতিটির ১টি দাঁত ছিল লম্বা অপরটি কিছু বেটে প্রচন্ড আঘাতের ফলে ওনার পিঠের দুই প্রান্নে ২ টি গভীর ফুটো হয়ে যায় সংগীয় লোকজন কিছু দূরে ছিল পরবর্তীতে ওনারা নন্দীরুং কে উদ্ধার করে প্রথমে কুলাই হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে আগরতলা জি.বি. হাসপাতালে রেফার করে প্রায় ৩ মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে বাড়ীতে ফিরে

আসেন। বর্তমানে শারিরীক প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক কাজ করতে পারেন না। অজ্ঞতার কারনে সরকারী সাহায্যের আবেদন করেন নাই তাই, কোর সাহায্যও পান নাই।

রাধারামবাড়ী বি.এ.সির হাতিদ্বারা আক্রান্ত অপর একজন মহিলা

ছবিতে একজন রিয়াং রমনীকে দেখানো হয়েছে ওনার নাম চন্দ্রসরী রিয়াং। স্বামীর নাম নরেন্দ্র রিয়াং। বর্তমানে উনি স্বামী পরিত্যক্তা। ওনার বয়স ৪৯ বৎসর । আজ থেকে আনুমানিক ২০ বৎসর পূর্বে হাম-ফাইলাহা চৌধুরী পাড়াতে ওনার নিকট আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়ানোর পর বাড়ী আসার পথে ওনার সাথে ছিল ২ জন পুরুষ ১জন ওনার মামা অপরজন ওনার দাদা আরও সাথে ছিল ওনার দিদি পার্বতী রিয়াং বয়সে ওনার থেকে ৪ বৎসরের বড়। হঠাৎ জঙ্গলে বিকট আওয়াজ শুনতে থাকেন ওনার সাথী ২জন পুরুষ মায়ুং বলে বড় গাছে উঠে পড়ে, উনি এবং পার্বতী ভয়ে কাঠ হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েন এবং ভয়ে কাঁপতে থাকেন কেননা ওনারা নিরুপায় হয়ে যান দেখে, এক বিশাল দাঁতাল হাতি যার একটা দাঁত বেশ বড় অপর দাঁত ভাঙ্গা কিছু ছোট এবং সামনে একটি সরু। ওনাদের সামনে এসে পথমে ওনাকে শুড়ে পেঁচিয়ে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলেন তখন ওনার জ্ঞান ছিল না। পার্বতী রিয়াংকে মাটিতে ফেলে বুকে চাপা দিলে পেটের নাড়িভূড়ি বেরিয়ে পড়ে এবং জায়গায় পার্বতীর মৃত্যু হয়। যাওয়ার পথে একটি মহিষকেও মেরে যায়। অতঃপর গাছের উপরের ব্যক্তি দ্বয়ের চিৎকার চেঁচামিতে গ্রামের লোক ছুটে আসেন এবং ওনাকে উদ্ধার করেন ওনার কোমর এবং কলারের হাঁড় ভেঙ্গে যায় দীর্ঘ ২ বৎসর শর্য্যশায়ী ছিলেন। স্থায়ীয় কবিরাজ জগৎ রাম এর চিকিৎসার ফলে সুস্থ হন। কিন্তু বর্তমানে কর্ম ক্ষমতা হারান।

গঙ্গানগর বি.এম.সি

শ্রী জমাধন ত্রিপুরার

ছবিটি গঙ্গানগর বি.এম.সির আনন্দ রোয়াজা পাড়ার শ্রী জমাধন ত্রিপুরার বর্তমানে ওনার বয়স ৪৭ বৎসর ছোটখাট কিন্তু মজবুত গড়না ওনার জীবন বড়ই বিচিত্র। পি.বি.আর কমিটি সিদ্ধান্ড় নেয় ওনার প্রচ্ছদ এ স্থান দেওয়ার জন্য।

দরিদ্র জুমিয়া ঘরের ছেলে লিখাপড়া নেই, বনে জঙ্গলেই বেড়ে বর্ত্তে উঠা ছোট বেলা থেকে দুরন্ড়। ১৯৮৯ সালে একটি বিষাক্ত সাপ ওনাকে ধংশন করে ২-৩ দিন অচৈতন্য থাকেন গ্রামবাসীর ধারনা ছিল মারা গিয়াছে কিন্তু ৩ দিন পর বেঁচে উঠেন। ১৯৯০ সালে পাগলা কুকুর ওনাকে কামড় মেরে পা দুটোকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে,কয়েকদিন অসুস্থ থেকে পুনঃসুস্থ হয়ে উঠেন। ১৯৯৫ সালে ডুম্বর নগরবণ্চকের ওয়ানছাপাড়াতে উগ্রপন্থীদের হাতে ধরা পড়লে গলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কেটে ফেলে শুধুমাত্র খাদ্যনালী,শ্বাসনালী অক্ষত ছিল বহুদিন আগরতলা হাসপাতালে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন।বহু গখঅ ও মন্ত্রী ওনাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল। এখানেই শেষ নয় ২০১২ সালে গভাছড়া ঝচঙ কেম্পের সামনে জীপ দুর্ঘটনায় পড়েন। সেই দুর্ঘটনায় দুপাশ্রী ত্রিপুরা সামে এক মহিলার মৃত্যু হয়।জমাধন ত্রিপুরার ও হাঁড় মাংসে ব্যপক ক্ষতি হয় ২-৩ মাসে পুনঃসুস্থ হয়ে ওঠেন। ওনার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রয়াসের জন্য প্রচ্ছদে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ড়।

রাধারামবাড়ী বি.এ.সির হাতি দ্বারা আক্রান্ত্ব মহিলার চিত্র ও তথ্য

GPS location- N-23⁰-46`-191``

E-091⁰-50`-417``

শ্রীমতি নন্দীরুং রিয়াং

বয়স- ৪৮ বৎসর

উপরের ছবিটি রাধারাম বাড়ী বি.এম.সির শ্রীমতি নন্দীরুং রিয়াং এর বর্তমানে ওনার বয়স ৪৮ বৎসর ওনার স্বামীর নাম মৃত মুক্তরাম রিয়াং। ওনি বর্তমানে গঙ্গানগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আজ থেকে প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বে শত্রুঘ্ন চৌধুরী পাড়ার জুম থেকে অপর কয়েকজন সঙ্গী সহ ধানকেটে ফেরার পথে একটি দাঁতাল হাতি ওনার পিঠের ধানের বোঝা শুড় দিয়ে নামিয়ে ওনাকে পিছন থেকে দাঁত দিয়ে আঘাত করে বহুদূরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন। হাতিটির ১টি দাঁত ছিল লম্বা অপরটি কিছু বেটে প্রচন্ড আঘাতের ফলে ওনার পিঠের দুই প্রান্তে ২ টি গভীর ফুটো হয়ে যায় সংগীয় লোকজন কিছু দূরে ছিল পরবর্তীতে ওনারা নন্দীরুং কে উদ্ধার করে প্রথমে কুলাই হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে আগরতলা জি.বি. হাসপাতালে রেফার করে প্রায় ৩ মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে বাড়ীতে ফিরে আসেন। বর্তমানে শারিরীক প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক কাজ করতে পারেন না। অজ্ঞতার কারনে সরকারী সাহায্যের আবেদন করেন নাই তাই, কোর সাহায্যও পান নাই।

রাধারামবাড়ী বি.এ.সির হাতিদ্বারা আক্রান্ত অপর একজন মহিলা

ছবিতে একজন রিয়াং রমনীকে দেখানো হয়েছে ওনার নাম চন্দ্রসরী রিয়াং। স্বামীর নাম নরেন্দ্র রিয়াং। বর্তমানে উনি স্বামী পরিত্যক্তা। ওনার বয়স ৪৯ বৎসর । আজ থেকে আনুমানিক ২০ বৎসর পূর্বে হাম-ফাইলাহা চৌধুরী পাড়াতে ওনার নিকট আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়ানোর পর বাড়ী আসার পথে ওনার সাথে ছিল ২ জন পুরুষ ১জন ওনার মামা অপরজন ওনার দাদা আরও সাথে ছিল ওনার দিদি পার্বতী রিয়াং বয়সে ওনার থেকে ৪ বৎসরের বড়। হঠাৎ জঙ্গলে বিকট আওয়াজ শুনতে থাকেন ওনার সাথী ২জন পুরুষ মায়ুং বলে বড় গাছে উঠে পড়ে, উনি এবং পার্বতী ভয়ে কাঠ হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েন এবং ভয়ে কাঁপতে থাকেন কেননা ওনারা নিরুপায় হয়ে যান দেখে, এক বিশাল দাঁতাল হাতি যার একটা দাঁত বেশ বড় অপর দাঁত ভাঙ্গা কিছু ছোট এবং সামনে একটি সরু। ওনাদের সামনে এসে পথমে ওনাকে শুড়ে পেঁচিয়ে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলেন তখন ওনার জ্ঞান ছিল না। পার্বতী রিয়াংকে মাটিতে ফেলে বুকে চাপা দিলে পেটের নাড়িভূড়ি বেরিয়ে পড়ে এবং জায়গায় পার্বতীর মৃত্যু হয়। যাওয়ার পথে একটি মহিষকেও মেরে যায়। অতঃপর গাছের উপরের ব্যক্তি দ্বয়ের চিৎকার চেঁচামিতে গ্রামের লোক ছুটে আসেন এবং ওনাকে উদ্ধার করেন ওনার কোমর এবং কলারের হাঁড় ভেঙ্গে যায় দীর্ঘ ২ বৎসর শর্য্যশায়ী ছিলেন। স্থায়ীয় কবিরাজ জগৎ রাম এর চিকিৎসার ফলে সুস্থ হন। কিন্তু বর্তমানে কর্ম ক্ষমতা হারান।

৯ – জৈব বৈচিত্র্যের নথিকরনের কথা ও সরণী ঃ

আমাদের দেশের সর্বত্র জীব বৈচিত্র্যে সম্পদ আছে অঢেল। আমরা যে যে এলাকাতেই থাকিনা কেন সেই খানেই আছে এই সম্পদ। এই সম্পদ মানে গাছপালা, কীট পতঙ্গ, পশু পাখী প্রভৃতি।

বিশ্ব জুড়ে এই জীব বৈচিত্র্যে রক্ষার জন্য ১৮১ টা দেশ একটা সন্মেলনে করে ছিল ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও শহরে বসুন্ধরা সন্মেলন। সেখানেই ঠিক হয়েছিল যে একটা দেশের সব জৈব সম্পদ সেই দেশরই অধিকার থাকবে। কিন্তু ভারতে এই অধিকার ঠিক মতো থাকছে না দেশের বহু সম্পদ বিদেশীরা লুঠ করে নিচ্ছে। সরকার এটা আটকাতে পারছে না একে বৃহৎ দেশ পরিকাঠামোর অভাব। কিছু উন্নত দেশ বসুন্ধরা যোষনা পত্রকে মানতে চাইছেনা।

এটাকে আটকাতে হবে তার জন্য জৈব সম্পদকে চিনতে হবে, জানতে হবে, নথিকরন করতে হবে এবং রক্ষা করতে হবে। এক বার নথিকরন করলে সেটাকে পেটেন্ট করতে পারবে না অন্য দেশ। একে সামনে রেখে ভারতের জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদ ২০১৩ সালে ২২ টা সারনি পেশ করেন এই সারনি গুলো যথাযথ ভাবে পূর্ণ করলে এলাকার প্রায় সব জৈব বৈচিত্র চিহ্নিত করন হয়ে যাবে।

এটি জনগনের জীব বৈচিত্র্যের রেজিষ্টারের একটি গুরুত্ব পূর্নঅধ্যায় ধলাই জেলার জৈববৈচিত্র্য নথিকরনে ২২টি সরনী এবং নির্দেশিকা গুলি স্থানীয় পরিস্থিতির বিবেচনায় যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে এই কাজে এলাকার সব অংশের মানুষ তথা অতিবয়স্ক ব্যক্তি জ্ঞানিলোকের সাক্ষাৎকার জৈব সম্পদের আলোক চিত্র, সংক্ষিপ্ত আলোচনা ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি দিয়ে নথিকরন কাজটিকে গ্রহন যোগ্যতা ও বিশ্বস্ করে তোলার চেষ্ঠা করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে যে প্রাকৃতিক সম্পদ পি. বি. আরে দেখানো হয়েছে আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক অন্য কোন দেশ এদের পেটেন্ট পাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

Part II
PBR- Format
AGROBIODIVERSITY

ফরমেট ১ ঃ- শস্যের গাছ

সশ্য	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	জায়গার ধরন	জায়গার পরিমান	উৎপাদন		চিহ্নিত করন	ঋতুর নাম	ব্যবহার	ঔষধীয় ব্যবহার	অন্য কিছু	বীজ/চারা গাছের উৎস	জাতি/ জ্ঞানীলোক
					অতীত	বর্তমান							
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ধান	*Oryza sativa L.*	গারু	সমতল/ লুঙ্গা		প্রচুর	কম	মাঝারি চিকন	হেমন্তকাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	তিলত্তমা	সমতল/ লুঙ্গা		প্রচুর	কম	মাঝারি চিকন	হেমন্তকাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	রঞ্জিত	সমতল/ লুঙ্গা		কম	প্রচুর	মাঝারি চিকন	হেমন্তকাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	কলিঙ্গ	সমতল জলাভূমি		প্রচুর	কম	লম্বা সরু	হেমন্ত					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	বিকাশ	সমতল জলাভূমি		প্রচুর	কম	ছোট সরু	হেমন্ত					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	এাসুরী	সমতল জলাভূমি		কম	প্রচুর	লম্বা সরু	হেমন্ত					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	রত্না	সমতল জলাভূমি		প্রচুর	কম	বেটে, মোটা	হেমন্ত					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	অন্নদা	সমতল জলাভূমি		কম	প্রচুর	বেটে, মোটা	হেমন্ত					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	তুলসী	সমতল জলাভূমি		কম	কম	মাঝারী, সরু	হেমন্ত					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	শ্রাবনী	সমতল জলাভূমি		কম	প্রচুর	মাঝারী সরু	হেমন্ত					স্থানীয়

ধান	*Oryza sativa L.*	পংকজ	সমতল জলাভূমি		কম	প্রচুর	বেটে মোটা	হেমন্					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	শষ্যশ্রী	সমতল জলাভূমি		কম	কম	মাঝারী সরু	হেমন্					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	বেতি,	টিলা		প্রচুর	প্রচুর	মাঝারি চিকন	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত,পিঠা, দেশী মদ			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	ডিলং	টিলা		প্রচুর	কম	মাঝারি চিকন	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত, পিঠা, দেশী মদ			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	গারে া মালতী	টিলা		প্রচুর	কম	গোল সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত পিঠা, দেশী মদ			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	রংমালতী	টিলা		প্রচুর	কম	চিকন সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	গারো ককে	টিলা		প্রচুর	কম	মাঝারি সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	জয়া	সমতল/ লুঙ্গা		প্রচুর	প্রচুর	মাঝারি চিকন	হেমন্কাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	গোদামা	সমতল/ লুঙ্গা		প্রচুর	কম	মোটা সাদা	হেমন্কাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়
আন ধান	*Or Oryza sativa*	মাইমি কসম	সমতল		প্রচুর	কম	মাঝারী	হেমন্কাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	নবীন	সমতল/ লুঙ্গা		প্রচুর	প্রচুর	মাঝারি চিকন	হেমন্কাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*		সমতল /লুঙ্গা		প্রচুর	প্রচুর	ছোট গোল	হেমন্কাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*		সমতল/ লুঙ্গা		প্রচুর	কম	ছোট গোল	হেমন্কাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	পাইজাম	সমতল /লুঙ্গা		প্রচুর	কম	লাল	হেমন্কাল	মুড়ি			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	জয়া	সমতল /লুঙ্গা		কম	প্রচুর	ছোট গোল	হেমন্কাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	পূজা	সমতল		কম	কম	ছোট গোল	হেমন্কাল	ভাত			বীজ	স্থানীয়

			/লুঙ্গা										
ধান	*Oryza sativa L.*	স্বর্নমাসুরী	সমতল/ লুঙ্গা		কম	প্রচুর	মাঝারি চিকন	গ্রীষ্ম/হেমন্	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	কাঞ্চলী	টিলা		প্রচুর	কম	লম্বা সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	রেনলিং	টিলা		প্রচুর	কম	বেটে সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	মাখু মাই	টিলা		প্রচুর	কম	লম্বা মোটা	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	মাইমি ওয়ালোক	টিলা		প্রচুর	কম	মাঝারি সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	কাইনচলি	টিলা		প্রচুর	কম	লাল	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	মুড়ি			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	কপৌহ	টিলা		প্রচুর	কম	মাঝারি চিকন	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	চিনাল	টিলা		প্রচুর	কম	মাঝারি চিকন	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	মাইক্লাইহ	টিলা		প্রচুর	কম	মাঝারি চিকন	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	মাইমি	টিলা		প্রচুর	কম	মোটা সাদা	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	গেলং	টিলা		প্রচুর	কম	মাঝারি সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	
ধান	*Oryza sativa L.*	মাইমিঅ্যালন দা	টিলা		প্রচুর	কম	মাঝারি সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	মামি হাঙ্গার	টিলা		প্রচুর		লম্বা সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	লিকাজোক	টিলা		কম		বেটে সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	মাইগুড়ি	টিলা		প্রচুর		ছোট সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	সরং	টিলা		কম		মাঝারী লম্বা সরু	গ্রীষ্ম/ বর্ষা					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	মাইবরাক	টিলা		প্রচুর		লম্বা মোটা	গ্রীষ্ম/ বর্ষা					স্থানীয়
ধান	*Oryza sativa L.*	মাদিয়া	টিলা		প্রচুর	কম	মাঝারী	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়

							সরু/খয়ারী						
ধান	*Oryza sativa L.*	মাইব্রি	টিলা		প্রচুর	কম	মাঝারি চিকন	গ্রীষ্ম/ বর্ষা	ভাত			বীজ	স্থানীয়
বেগুন	*Solanum melongena L.*	বেগুন	সমতল/ ডালু		প্রচুর	কম	কালো ,সাদা সবুজ, বিভিন্ন আকারের	সারা বছর	তরকারীতে	কাশি, হাঁপানী		বীজ	স্থানীয়
ঢেড়স	*Hibiscus esculentus L.*	ঢেড়স	সমতল		প্রচুর	কম	লম্বা শুয়া যুক্ত	সারা বছর	তরকারীতে	পাথরা প্রমশক পশমক		বীজ	স্থানীয়
পটল	*Tirchosanthes dioica*	পটল	সমতল		প্রচুর	কম	সবুজ খসখসে	শীত ও গ্রষ্মকাল	তরকারীতে	টনিক ও জ্বরে		বীজ	বিদেশী
গাজর	*Daucus carota*	গাজর	সমতল		প্রচুর	কম	লাল মুলার মত	শীতকালে	তরকারী ও সেলেট	মূত্রশয়ের রোগ, গর্ভবেদনা ও স্নায়বিক দূর্বল		বীজ	বিদেশী
কলমি	*Ipomea aquatica*	কলমি	জলাশয়ে		প্রচুর	কম	লতানো গাছ	সারা বছর	শাক	স্নায়বিক		লাতা	স্থানীয়
ব্রাহ্মী	*Bacopa monnieri*	ব্রাহ্মী	ভিজে জায়গায়		প্রচুর	কম	লতানো গাছ	সারা বছর	শাক	স্নায়বিক ও স্বরভঙ্গ		লতা	স্থানীয়
অড়হর	*Cajanus cajan*	অড়হর	সমতল টিলা		প্রচুর	প্রচুর	বড় গুল্ম	বীজ ও পাতা	ডাল	জন্ডিজ		বীজ	স্থানীয়
শশিন্দা	*Trichosanthes anguina*	শশিন্দা / চিচিঙা	সমতল		প্রচুর	কম	লম্বা/সবুজ সাদা দাগ	গ্রীষ্মকাল	তরকারীতে	শক্তিদায়ক		বীজ	স্থানীয়
আদা	*Zingiber officinale Roscoe.*	আদা	সমতল / টিলা		প্রচুর	প্রচুর	কন্দ	গ্রীষ্মকাল	মশলা হিসাবে	হজম বৃদ্ধি		কান্ড	স্থানীয়
ঝিঙ্গা	*Luffa acutangula (L.) Roxb.*	ঝিঙ্গা	সমতল		প্রচুর	প্রচুর	সবুজ শিরা যুক্ত	গ্রীষ্মকাল	তরকারীতে	হজমদায়ক		বীজ	স্থানীয়
পুই শাক	*Basella alba L.*	পুই শাক	সমতল/ লুঙ্গা		প্রচুর	কম	সবুজ ও লাল গোল ভারী পাতা	বর্ষাকাল	তরকারীতে	মূত্রকারক		বীজ	স্থানীয়

মূলা	*Raphanus sativum L.*	মূলা	সমতল		প্রচুর	প্রচুর	সাদা / লাল	শীতকাল	তরকারীতে	মূখরোচক		বীজ	স্থানীয়
চাল কুমড়া	*Benincasa hispida*	চাল কুমড়া	ঢালু/ সমতল		প্রচুর	প্রচুর	সবুজ নলকৃতি	বর্ষাকাল	তরকারীতে	মধূমেহ রোগ		বীজ	স্থানীয়
টমেটো	*Lycopersicon esculentum Mill.*	টমেটু	সমতল		প্রচুর	কম	লাল গোলাকার	গ্রীস্মকাল	তরকারীতে	প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি		বীজ	স্থানীয়
ধুন্দুল	*Luffa cylindrica*	ধুন্দুল	সমতল / টিলা		প্রচুর	প্রচুর	সবুজ নলাকৃতি	গ্রীস্মকাল	তরকারীতে	বমনকারক		বীজ	স্থানীয়
দেশী শিম	*Dolichos lablab (L) Sweet.*	দেশী শিম / ছই	সমতল / টি ।লা		প্রচুর	প্রচুর	সবুজ চেপ্টা	শীতকাল	তরকারীতে	ব্যথা নিরাময়		বীজ	স্থানীয়
বরবটি	*Vigna sinensis L.*	বরবটি	সমতল/টিলা		প্রচুর	কম	সবুজ / লাল,লম্বা	গ্রীস্মকাল	তরকারীতে			বীজ	স্থানীয়
আলু	*Solanum tuberosum L.*	আলু	সমতল		প্রচুর	কম	সাদা গোল	শীতকাল	তরকারীতে	বলকারক		বীজ	স্থানীয়
কলই	*Phaseolus vulgaris L.*	কলই	সমতল / ঢলূ		প্রচুর	কম	ছোট কালো দানা	গ্রীস্মকাল	তরকারীতে	মূত্রবর্ধক		বীজ	স্থানীয়
তরই	*Luffa acutangula (L.) Roxb.*	তরই	টিলা/ সমতল		প্রচুর	প্রচুর	সবুজ নলকৃতি	বর্ষাকাল	তরকারীতে			বীজ	স্থানীয়
করলা	*Monordica charantia*	করলা	সমতল / টিলা		প্রচুর	কম	গোল কাটাযুক্ত	গ্রীস্মকাল	তরকারীতে	ক্রিমিনাশক		বীজ	স্থানীয়
হলুদ	*Curcuma longa L.*	হলুদ	সমতল		প্রচুর	কম	কন্দ	গ্রীস্মকাল	তরকারীতে	রক্ত পরিস্কার		কান্ড	স্থানীয়
মটর	*Pisum sativum*	মটর	সমতল		প্রচুর	কম	বীজ	গ্রীস্মকাল	তরকারীতে	শর্করা		কান্ড	স্থানীয়
সরিষা	*Brassica juncea L.*	সরিষা	সমতল		প্রচুর	কম	ছোট দানা	গ্রীস্মকাল	তরকারীতে	মূত্রবর্ধক		বীজ	স্থানীয়
কচু	*Colocasia Spp.*	কচু	সমতল		প্রচুর	কম	লম্বা সবুজ/লাল ডগা	বর্ষাকাল	তরকারীতে	বেদনা নাশক		মূল	স্থানীয়
কাকরোল	*Momordica cochinchinensis*	কাকরল	সমতল/ টিলা		প্রচুর	কম	সবুজ খসখসে	গ্রীস্মকাল	তরকারীতে	অশ্ব, কুষ্ঠ		বীজ	স্থানীয়

	(Lour.) Spreng.												
আনাজী কলা	*Musa paradisiaca L.*	আনাজী কলা	ঢালু/ সমতল		প্রচুর	কম	সবুজ লম্বা	সারা বছর	তরকারীতে	পেটের রোগ		চারা	স্থানীয়
শশা	*Cucumis sativus L.*	শসা	সমতল		প্রচুর	কম	সবুজ নলাকৃতি	সারা বছর	তরকারীতে	হজমদায়ক		বীজ	স্থানীয়
লাউ	*Lagenaria siceraria (Molina) Standl.*	লাউ	ঢালু/ সমতল		প্রচুর	কম	লম্বা ও গোলাকৃতি সবুজ রঙের	শীতকাল	তরকারীতে	সহজপাচ্য		বীজ	স্থানীয়
কুকি তেতই	*Parkia javanica*	কুকি তেতই	টিলা		প্রচুর	কম	বড় গাছ	বীজ	সবজী				স্থানীয়
জঙ্গলী কাকরোল	*Momordica dioica*	জঙ্গলী কাকরোল	টিলা		প্রচুর	কম	লতানো গাছ	মূল/ বিজ	সবজী				স্থানীয়
গম	*Triticum aestivum*	গম	সমতল		প্রচর	কম	ঘাস জাতিয়	বীজ	আটা	পুষ্টিকর		বীজ	বিদেশী
বকফুল	*Sesbania grandiflora*	বকফুল	টিলা / সমতল		প্রচুর	কম	মাঝারি বৃক্ষ	বীজ	সবজী	বেদনাশক, জ্বরে উপকারী		বীজ, ডালা	স্থানীয়

ফরমেট ২ ঃ- খাদ্য শাক সবজি

গাছ	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	জায়গার ধরন	উৎপাদন অবস্থা		বীজ/চারা গাছের উৎস	ঔষধীয় ব্যবহার	ব্যবহারের অংশ	অন্য ব্যবহার	জাতি/জ্ঞানীলোক	ব্লকের নাম
				অতীত	বর্তমান						
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	
কলা	*Musa poradisica*	কলা	চারা ভূমি, বাড়ীর আশপাশ	প্রচুর	প্রচুর	গাছের অংশ	কলেরা	ফুল, কান্ড	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
কাঁটাকচু	*Cassia spinosa*	কাঁটা কচু	জলা, সেতসেতে	প্রচুর	কম	কান্ড	ক্রিমি, অশ্ব রোগে	পাতা, কান্ড	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
রসুন	*Allimum sativum*	রসুন	চারাভূমি	কম	প্রচুর	কান্ড	চর্মরোগ, বাত রোগ	কান্ড	সবজী সহযোগী	স্থানীয়	সর্বত্র

পেয়াজ	*Allium cepa*	পেঁয়াজ	চারাভূমি	কম	প্রচুর	কান্ড	শোত, সর্দ্দি, জ্বর	কান্ড	সবজী সহযোগী	স্থানীয়	সর্বত্র
গন্ধভাদালী	*Paederia foetida L.*	গন্ধভাদালী	ঢালু/টিলা	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	জ্বর, বাত	পাতা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
পুননবা	*Boerhavia diffusa (L.) nom. cons*	পুনরনবা	সমতল/বাড়ীর আশপাশ	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	মূত্রবর্ধক	পাতা		স্থানীয়	সর্বত্র
জল কচু	*Colocasia spp. Schott.*	জল কচু	সেচসেচে	প্রচুর	কম	কন্দ	কফ, রক্তদূষণ দূর করে	ডোগা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
রাম কলা	*Musa acuminata Colla*	রাম কলা	ঢালু	প্রচুর	কম	মূল	রক্তবৃদ্ধি	ভিতরে সাদা অংশ থাকে	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
পোয়াল ওল	*Volvariella volvacea*	পোয়াল ওল	খরের গাদায়	প্রচুর	কম	বীজ	শুক্রবর্ধক	সারা অংশ		স্থানীয়	পাহাড়ী এলাকা
বাম্মী শাক	*Bacopa monnieri (L.) Pennell.*	বাম্মী শাক	সেতসেতে	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	মূত্রবর্ধক	পাতা লতা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
আমরুল	*Oxalis corniculata*	আমরুলশাক	সেতসেতে	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	আমাশয়	সারা অংশ	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
বনালু	*Dioscorea bulbifera*	বনালু	টিলা	প্রচুর	কম	মূল	ক্ষত অংর্শ	কন্দ	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
বেতোশাক	*Chenopodium album*	বেথুয়া শাক	খারিফ ফসলে আগাছা হিসাবে জন্মায়	প্রচুর	কম	বীজ	প্লীহা ও পিত্তজনিত	সারা অংশ	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
পালং শাক	*Spinacia aleracea*	পালং শাক	পতিত জমিতে	প্রচুর	প্রচুর	বীজ	জ্বর ও ফুসফুসের রোগে	সারা অংশ	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
গাজর	*Daucus carota*	গাজর	পতিত জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ	মূত্রাশয়ের রোগ, উদরীতে, বলকারক	পাতা, শেকড় ও বীজ	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
বকফুল	*Sasbania grandiflora*	বকফুল	*রাস্তার ধারে, বাগানে*	প্রচুর	কম	বীজ	বসন্, সর্দি, বাতে	বাকল, পাতা, ফুল	সবজী	বিদেশী	সর্বত্র

কচুঁ ডোগা	*Colocasia esculenta (L.) schott.*	কচুঁ ডোগা	সেচসেচে	প্রচুর	প্রচুর	মূল	অন্ঘাত	ডোগা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
কলমী শাখ	*Ipomoea aquatica Forssk.*	কলমী শাখ	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	রক্ত ও পিত্ত দোষ নাশক	পাতা, লতা		স্থানীয়	সর্বত্র
হাঁড় জোড়া	*Cissus quadrangularis*	হাঁড় জোড়া	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	হাঁড়ভাঙ্গা	পাতা, ডোগা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
বন আলু	*Dioscorea spp.*	বন আলু	সমতল	প্রচুর	প্রচুর	কন্দ	ক্ষত, অশ্ব	মূল		স্থানীয়	সর্বত্র
ঝিনুক ওল	*Pleurotus (Fr.) P.Kumm.*	ঝিনুক ওল	পুরাতন গাছে	প্রচুর	কম	বীজ	পুষ্টিকর	সারা অংশ		স্থানীয়	সর্বত্র
ডাটা শাক	*Amaranthus spp.*	ডাটা শাক	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	রক্তবৃদ্ধি	পাতা,ডাটা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
হাসাওল	*Termitomyces spp.*	**হাসাওল**	**উইঢিপি**	**প্রচুর**	**প্রচুর**	**বীজ**	**পুষ্টিকর**	**সারা অংশ**		**স্থানীয়**	সর্বত্র
গিমি শাঁখ	*Polycarpon prostratum L.*	গিমি শাঁখ	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	কুষ্ঠ, বিষদায়ক	পাতা, ডোগা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
খাকরন	*Typhonium trilobatum*	খাকরন	সমতল	প্রচুর	কম	মূল থেকে	আমদোষ সহায়ক	ডগা, পাতা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
বাঁশ কুড়ল	*Bambusa spp.*	বাঁশ কুড়ল	টিলা/ঢালু	প্রচুর	কম	মূল	রক্তবৃদ্ধি	মূল	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
বানতাপাতা	*Ocimum bassilicum*	বানতা পাতা	*বাড়ির অঙিনা*	প্রচুর	কম	মূল		কান্ড,পাতা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
খাকরন পাত	*Typhonium trilabatun*	খাকরন পাত	বিজাজায়গা	প্রচুর	কম	মূল		পাতা ডগা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
ফরাসবীন	*Phuseolus vulgaris L*	ছই	চারা জায়গা, বাড়ীর আশপাশে	কম	প্রচুর	বীজ	মায়ের বুকের দুধ বৃদ্ধি	বীজ	সবজী, ঔষধি		সালেমা, দূর্গাচৌমুহানী
লংকা	*Capsicum annum*	মরিচ	চারা জমি	প্রচুর	কম	বীজ	শ্বেত, বাত,, বদহজম	ফল	সবজী, সহযোগী		সর্বত্র
ফুলকপি	*Brassica oleracea*	ফুলকপি	চারা জমি	প্রচুর	কম	বীজ	হৃদরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্যে	ফুল	সবজী		সর্বত্র
বাঁধাকপি	*Brassica*	বাঁধাকপি	চারা জমি	কম	প্রচুর	বীজ	ক্রিমি নাশক, ঋতু	পাতা	সবজী		সর্বত্র

	capitata						অনিয়মতা দূর হয়				
কাঁটানটে	*Amaranthus spinoseus*	কাটা মাইরা	চারাভূমি	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	ক্ষুদাবর্ধক, রুচিকারক	পাতা, কান্ড	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
সাজনা	*Moringa oleifera Lam.*	সাজনা	সমতল	প্রচুর	কম	মূল	প্রস্রাবের রোগ	পাতা, ডাটা, বাকল	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
হেলেঞ্চা	*Enhydra fluctuans lour.*	হেলেইনছা	জলাশয়	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	চর্মরোগ	লতা, পাতা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
কচু	*Colocasia esculenta (L.) Schott.*	কচু	সেতসেতে	প্রচুর	প্রচুর	মূল	হজমকারক	ডগা, মূল	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
গন্ধকী	*Homalomena aromatica*	গন্ধকী	ঢালু/সমতল	প্রচুর	কম	মূল	পেটেররোগ	ডোগা	সবজী	স্থানীয়	ঈাহাড়ী অ
তারা	*Alpinia allughas*	তারা	সেচসেচে	প্রচুর	কম	মূল	মূখরোচক	কান্ড	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
সীতা বেগুন	*Solanum indicum Linn.*	সীতা বেগুন	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	হাঁপানী, মধূমেহ	গোটা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
বিলাতী ধইনা	*Eryngium foetidum L.*	বিলাতী ধইনা	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	কিডনির পাথর	পাতা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
মিষ্টি আলু	*Ipomoea batatas*	মিষ্টি আলু	সমতল	প্রচুর	কম	কন্দ	রক্ত অমাশয়	মূল	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
লাল শাক	*Amaranthus spp.*	লাল শাক	সমতল	প্রচুর	প্রচুর	বীজ	প্রতিরোধ বৃদ্ধি	পাতা, ডাটা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
বাদাম	*Arachis hoypogaea L.*	বাদাম	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	পান্ডুরোগ	বীজ	সবজী সহযোগী	স্থানীয়	সর্বত্র
মেথি শাক	*Trigonella foenum graecum L.*	মেথি শাক	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	হজমকারক	শাক	সবজী	স্থানীয়	সাালেমা
তেলা কচি	*Coccinia cordifolia*	তেলা কচু	সমতল	প্রচুর	কম	মূল	জ্বর, হাঁপানী	পাতা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
থানকুনি	*Centella asiatica (L.) Urban*	থানকুনি	ঢালু/সমতল	প্রচুর	কম	মূল	ক্লান্দিূর	পাতা, ডোগা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র

বাতমা	*Amorphophallus Spp. Blume. ex decne*	বাতমা	টিলা	প্রচুর	কম	কন্দ	অশ্বরোগ	মূল	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
ঢেকির শাঁক	*Diplazium plypodioides*	ঢেকির শাঁক	লুঙ্গা	প্রচুর	কম	মূল	হাঁপানী	পাতা, ডোগা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
নটে	*Amaranthus tricular*	মাইরা ডাটা	চারাভূমি	কম	প্রচুর	বীজ	বলবর্ধক, ব্যথা দূরীকরণ	পাতা, কান্ড	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
লাল শাক	*Amaranthus ganghticus*	ডুল্লা	চারাভূমি	কম	প্রচুর	বীজ	সর্দ্দি কাশী, ঋতু শ্রাবের ব্যবহারে উপকারী	পাতা কান্ড	সবজী		সর্বত্র
চিচ্ ড়ী পাতা	*Monochoria hostata*	চিচ্ ড়ী পাতা	জঙ্গল	প্রচুর	প্রচুর	মূল	রক্ত স্বলপতা	পাতা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
মুইচিংপাতা	*Xanthoxylum s.p*	মুইচিংপাতা	*বাড়ির অঙিনা*	প্রচুর	প্রচুর	বীজ		পাতা	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
বৈকাম	*Canavaiia gladiate*	বৈকাম	পাহাড়	প্রচুর	কম	বীজ		ফল	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
খারাইশাক	*Neptunia prosprata*	খারাইশাক	জলা জায়গা	প্রচুর	কম	কান্ড		পাতা কান্ড	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
জিনজিনা পাত	*Spilunthus peniculata*	জিনজিনা পাতা	টিলা সমতল	প্রচুর	কম	কান্ড		পাতা কান্ড	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
নৌকা	*Oroxylum indieum*	নৌকা	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	জন্ডিজ	ফল	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র
বাঘডগা	*Morphophallus bulbifert*	বাঘডগা	টিলা জঙ্গল	প্রচুর	কম	মূল		কান্ড	সবজী	স্থানীয়	সর্বত্র

ফরমেট ৩ ঃ- ফলের গাছ

গাছ	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	ধরন	জায়গার ধরন	উৎপাদন অবস্থা		বীজ/চারা গাছের উৎস	ফলের ঋতু	ঔষধীয় ব্যবহার	ব্যবহার	অন্য ব্যবহার (বাজার/নিজস্ব	জাতি/ জ্ঞানিলোক
					অতীত	বর্তমান						

											কাজে)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০	১১	১২
কুল	*Zizyphus jujuba*	কুল	ছোট	সব জাগায়	প্রচুর	কম	বীজ	বসন্ কালে	পিত্তরোগ ।উপশমকারক	খাদ্য		স্থানীয়
কামরাঙ্গা	*Averrhoa carambola*	কামরাঙ্গা	সবুজ	টিলা/ডালু	প্রচুর	কম	বীজ	সব ঋতুতে	জন্ডিজ	খাদ্য		স্থানীয়
পেঁপে	*Carica papaya*	পেঁপে	সবুজ	সব জায়গায়	প্রচুর	কম	বীজ	সব ঋতুতে	পেটের রোগে	খাদ্য		স্থানীয়
লিচু	*Litchi chinensis*	লিচু	লাল	টিলায়/ডালু	প্রচুর	কম	বীজ,গাছের অংশ	গ্রস্মকালে	পুষ্টিকারক ভাতনাশক	খাদ্য		স্থানীয়
কাজুবাদাম	*Anacardium occidentale*	কাজুবাদাম	ছোট	টিলা/ডালু	প্রচুর	প্রচুর	বীজ	গ্রস্মকালে	বলবর্ধক	খাদ্য		স্থানীয়
ডালিম	*Punica granatum*	ডালিম	ছোট	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	সব ঋতুতে	সর্বরোগে	খাদ্য		স্থানীয়
জাম	*Zyzygium cumini*	জাম	ছোট	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	গ্রস্মকালে	মধুমেহ	খাদ্য		স্থানীয়
জল্পাই	*Olea europaea*	জলপাই	ছোট	টিলা/ডালু	প্রচুর	কম	বীজ		চর্ম রোগ	খাদ্য		স্থানীয়
আমড়া	*Spondias pinnata*	আমড়া	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	গ্রস্ম ও বর্ষা	বল স্নিগ্ধকারক	খাদ্য		স্থানীয়
তাল	*Borassus flabellifer L.*	তাল	কালো গোল	সতমল/ঢালু	প্রচুর	কম	বীজ	শরৎকাল	উত্তেজক মূত্রকর	খাদ্য		স্থানীয়
বেল	*Aegle marmelos Linn*	বেল	গোল	সমতল/ঢালু	প্রচুর	কম	বীজ	গ্রীস্মকাল	পেটেরপীড়া	খাদ্য		স্থানীয়
আতা	*Annona squamosa L.*	সীতাফল	গোল	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বর্ষাকাল	স্মৃতিবর্ধক	খাদ্য		স্থানীয়
পেয়ারা	*Psidium guajava L.*	পেয়ারা	গোল	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	সারা বছর	পেটেরপীড়া	খাদ্য		স্থানীয়
জাম্বুরা	*Citrus grandis (L.)*	জাম্বুরা	সবুজ গোল	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	শরৎকাল	স্নায়ুরোগ	খাদ্য		স্থানীয়
কলা	*Musa sapientum L.*	কলা	লম্বা	ঢালু	প্রচুর	কম	মূল	সারা বছর	শক্তিদায়ক	খাদ্য		স্থানীয়
খেজুর	*Phoenix dactylifera L.*	খেজুর	হলুদ গোল	ঢালু/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	গ্রীস্মকাল	বেদনাদূর	খাদ্য		স্থানীয়
রামফল	*Annona raticulata L.*	রামফল	গোল	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বর্ষাকাল	শক্তিবর্ধক	খাদ্য		স্থানীয়
করম্চা	*Carissa carandas*	করম্চা	গুল্ম জাতীয়	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	গ্রস্মকালে	জ্বর	খাদ্য		স্থানীয়
										খাদ্য		
তরমুজ	*Citrullus lanatus*	তরমুজ	বড় গোল	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	শীত ও বসন্ কালে		খাদ্য		স্থানীয়

কমলা	*Citrus reticulata*	কমলা	মাঝারি গোল	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ		জন্ডিজ, শ্বাস রোগে	খাদ্য		
গোলাপজাম	*Syzygium jambos*	গোলাপজাম	ছোট	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বর্ষা কালে		খাদ্য		
কাঁঠাল	*Artocarpus heterophyllus*	কাঁঠাল	বড়	টিলা/ডালু	প্রচুর	কম	বীজ	গ্রস্মকালে	রুচিকর, রক্তদোষে হিতকর, ভাত রোগেহিতকার	খাদ্য		স্থানীয়
আনারস	*Ananas comosus*	আনারস	মাঝারী কাঁটাযুক্ত	টিলা/ডালু	প্রচুর	কম	মূল	গ্রস্মকালে	ঊলবর্ধক পরিপাক কারক গর্ভপাতকারক	খাদ্য		স্থানীয়
গাব	*Garcinaia mangostana*	গাব	ছোট লাল	টিলা/ডালু	প্রচুর	কম	বীজ			খাদ্য		স্থানীয়
নারিকেল	*Cocos nucifera*	নারিকেল	মাঝারী	টিলা/ডালু	প্রচুর	কম	বীজ	সব ঋতুতে		খাদ্য		স্থানীয়
আমলকী	*Phyllanthus emblica Linn.*	আমলকী	সবুজ গোল	সব জায়গায়	প্রচুর	কম	বীজ	শরৎকাল	লিভারটনিক	খাদ্য		স্থানীয়
কমলালেবু	*Citrus riticulata*	কমলালেবু	গোল	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	পৌষ, মাঘ	পুষ্টিকর, বলকারক	খাদ্য		
করমচা	*carissa carandas*	করমচা	ছোট কাল	চারা	প্রচুর	কম	বীজ	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	পুরান জ্বর	খাদ্য		স্থানীয়
চালতা	*Dillenia indica*	চালতা	গোলাকার মধ্যম আকার	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	আষাড়, শ্রাবন	জ্বর, কাশিতে উপকারী	খাদ্য		স্থানীয়
মৌসন্মী	*Citrus sinensis*	মৌসম্বি	গোল	চারা/টিলা	কম	বেশী	বীজ	ভাদ্র ,আশ্বিন	বলকারক, পিপাষা নিবারক	খাদ্য		স্থানীয়
আম	*Mengifera indica*	আম	গোল, কাচকৃস্থায় সবুজ পাকলে হোলুদ	টিলা/ডালু	প্রচুর	কম	বীজ	গ্রীস্মকালে		খাদ্য		স্থানীয় /বিদেশী

ফরমেট ৪ ঃ- আগাছা

গাছ	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	আক্রান্ত শস্য	লক্ষন	জায়গার ধরন	উৎপাদন অবস্থা		ব্যবহার যদি থাকে	নিরাময় পদ্ধতি	ঔষধীয় ব্যবহার	অন্য ব্যবহার	জাতি/ জ্ঞানীলোক
						অতীত	বর্তমান					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮	৯	১০	১১	১২
লজ্জাবতি কাটা	*Mimosa pudica*	লজ্জাবতি কাটা	বাগিচা ফসল	গাছের বর্ন নষ্ট হয়ে যাওয়া	সমতল	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার ও কেমিকেল ব্যবহার	হাঁপানী, ডাইবেটিস		স্থানীয়
বনকার্পাস	*Abelmoschus manihot*	বনকাপাস	বাগিচা ফসল		সমতল	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার		কাপড় তৈরি	স্থানীয়
ল্যান্টানা	*Lantana camara*	লেন্টেনা	বাগিচা ফসল	গাছের বন নষ্ট হয়ে যাওয়া	সমতল	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার ও কেমিকেল ব্যবহার	চর্মরোগ, অশ্ব		স্থানীয়
স্বর্নলতা	*Cuscata reflexa*	স্বর্নলতা	বাগিচা ফসল	গাছের বন নষ্ট হয়ে যাওয়া	ঢালু/সমতল	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার ও কেমিকেল ব্যবহার	জ্বর, জন্ডিজ		স্থানীয়
শটী গাছ	*Curcuma zedoaria*	শটী গাছ	বাগিচা ফসল	গাছের বন নষ্ট হয়ে যাওয়া	সমতল	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার ও কেমিকেল ব্যবহার	হজমকারক, শিশুখাদ্য		স্থানীয়
বনওকড়া	*Triumfetta rhomboidea*	বনওক্রা	রাস্তার ধারে		টিলা	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার	কামোদ্দীপক, পেটের পীড়ায়	তন্তু, শাক	স্থানীয়
ওলট কম্বল	*Abroma augusta*	ওলট কম্বল			টিলা/সমতল	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার	মূলের বাকল রজোবাহুল্যে উপকারী		স্থানীয়
ঘাগরা	*Urena lobata*	ঘাগরা			টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজের তেল সাবান তৈরিতে	আগাছা পরিস্কার	মূত্র বৃদ্ধি কারক		স্থানীয়
ছোটদুধি	*Euphorbia thymifolia*	ছোটদুধি			পতিত জমি, তৃণভুমি	প্রচুর	কম	সম্পূর্ণ অংশ	আগাছা পরিস্কার	উদ্দীপক		স্থানীয়

বড়দুধি	*Euphorbia hirta*	দুধি			পতিত জমি, তৃণভুমি ও ধানের ক্ষেতে	প্রচুর	প্রচুর	সম্পূর্ণ অংশ	আগাছা পরিস্কার	ক্রিমি ও হজমে, বমন নিবারক		স্থানীয়
দুকি	*Eupatorum odorata*	দুকি	বাগিচা ফসল	গাছের বন নষ্ট হয়ে যাওয়া	ঢালু	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার ও কেমিকেল ব্যবহার	শূল বেদনাদায়ক		স্থানীয়
বান্দইরাহলা	*Mucuna pruriens*	বান্দইরাহলা	বাগিচা ফসল	গাছের বর্ন নষ্ট হয়ে যাওয়া	সমতল/টিলা	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার ও কেমিকেল ব্যবহার	জ্বর, বাত, কিডনি		স্থানীয়
বনতুলসী	*Amaranthus spinosus*	বনতুলসী	বাগিচা ফসল	গাছের বর্ন নষ্ট হয়ে যাওয়া	সমতল	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার ও কেমিকেল ব্যবহার	বায়ুনাশক, প্রস্রাবাকারক		স্থানীয়
মাইকেনিয়া	*Michenia scandens*	মাইকেনিয়া	বাগিচা ফসল বড় গাছ	গাছের বর্ন নষ্ট হয়ে যাওয়া	সমতল/টিলা	প্রচুর	কম		আগাছা পরিস্কার ও কেমিকেল ব্যবহার	কাঁটা, ঘাঁ		স্থানীয়

ফরমেট ৫ ঃ- শস্যের কীট

গাছ	পতঙ্গ/ জীব	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	জায়গার ধরন	সময়/ঋতু আক্রান্	নিরাময় পদ্ধতি	ঔষধিয় ব্যবহার	অন্য ব্যবহার	জাতি/ জ্ঞানীলোক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ডাল	গুটি ছিদ্রকারী	*Heliothis armigera*	নেই	চারা,সমতল	ফাল্গুন, চৈত্র	ডাই ৪% কার্বাস্কে, ০.৫ % এনডো	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়
ডাল	গাছখেকো	*Agrotisipsilon*	নেই	চারা, সমতল	ফাল্গুন চৈত্র	জমিতে ৫% ক্রড্রিন সশ্যে ১০% বি.এইচ.সি	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়
ডাল	শুয়ো	*Exelostis atomosa*	নেই	চারা সমতল	ফাল্গুন, চৈত্র	গষ্ট কার্বা ৫%, স্প্রে ০.০৪% মোনোক্রো	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়
ডাল	কোরফ ছিদ্রকারী	*Agromyza obusta*	নেই	চারা সমতল	ফাল্গুন, চৈত্র	৫% এনডোসালপাস	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়

রাই সরিষা	করাতী পোকা	*Athalia lungens*	নেই	চারা, সমতল	পৌষ, মাঘ	ডাষ্ট ৫% বি.এইচ.সি	তৈলবীজ ও মসলা হিসাবে ব্যবহার করাহয়		স্থানীয়
আনারস	জীব	*Odentotermes abesus*	উই পোকা	সব ধরনের জায়গায়	সব ঋতু	উদ্ভিদেও ধ্বংস/ক্লোরোপারিফ্স ২০ ই.সি	পিত্ত ও অরুচিনাশক		স্থানীয়
আম	জীব	*Indarbela ttraonis*	শুয়ো পোকা	সব ধরনের জায়গায়	সব ঋতু	ইথিয়ন ৫০ ই.সি	কফ, জরায়ু		স্থানীয়
কলা	জীব	*Cosmopolites sordidus*	কন্দের কেরী	সেতসেতে	সব ঋতু	কারবাফুবাঙ্গ ও.জি	মূখরোচক		স্থানীয়
পেপে	জীব	*Myzus persicae*	জাপ পোকা	সব ধরনের জায়গায়	সব ঋতু	ডাইমেথয়েট ২০ ই.সি	হজমকারক		স্থানীয়
কাঁঠাল গাছ	জীব	*Diaphania indica*	কান্ডছিদ্রকারী পোকা	সব ধরনের জায়গায়	সব ঋতু	হাইড্রো ক্লোরাইড ৫০%	ক্ষত নিরাময়		স্থানীয়
লেবু	পতঙ্গ	*Papilio demoleus*	লেবুর প্রজাপতি	সব ধরনের জায়গায়	সব ঋতু	মিথোমিল ৪০ এস.পি	সর্দ্দি		স্থানীয়
বাদাম	প্রত ছিদ্রকারী	*Stomoptya nateria*	নেই	চারা, সমতল	মাঘ, ফাল্গুন	ডাষ্ট ৫% বি.এইচ.সি	চক্ষুরোগ ও স্ন বাড়ারার জন্য ব্যবহার করা হয়	বৌজ্য তৈল হিসাবে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়
কলাগাছ	জীব	*Deporaus marginatus*	পাতাকেরী	সব ধরনের জায়গায়	সব ঋতু	পাতা সংগ্রহ করে ফুরিয়ে ফেলা/এন্ডোসালপেন ৩৫ ই.সি	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়
ধান	কান্ড ছিদ্র কারীপোকা	*Tryporyzo incertulas*	নেই	ধানি জমি, সেত সেতে	আষাঢ়, শ্রাবন	০.৪% গয়াজিনিন ফোরেট ৯%	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়
ধান	গাঁধি পোকা	*Leptecorisa ocuta*	গাঁধি পোকা	ধানি জমি, সেত সেতে	আষাঢ়, শ্রাবন	১৬% বি.এইচ.সি অথবা ০.৩ % ফোসফামিডন	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়

ধান	গ্যালন্ড ফ্লাই	*Orseolia aryzae*	নেই	ধানি জমি, সেত সেতে	আষাঢ়, শ্রাবন	০.৩ % ফোসফামিডন	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়
গম	উইপোকা	*Odontdermes obesus*	নেই	চারা, সমতল ভূমি	কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ	৫% এলড্রিন	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়
গম	গুঝিয়া গুবরে	*Tanymecus indicus*	নেই	চারা, সমতলভূমি	কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ	৫% এলড্রিন বয়স্ক হলে ৫% বি.এইচ.সি	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়
আঁখ	শীর্ষ চিদ্র কারী	*Tryporyza nivella*	নেই	চারা, সমতল	কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ	৪% কার্বরিল	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়
আঁখ	কান্ড চিদ্র কারী	*Chilo infuscatelhus*	নেই	চারা, সমতল	কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ	০.৫% মানোক্রেটোফস	পুষ্টিকারক শক্তিদায়ক		স্থানীয়
বাদাম	কান্ড ছিদ্রকারী	*Sphenoptira perotetting*	নেই	চারা, সমতল	মাঘ, ফাল্গুন	মাটি ৫% এলড্রিন	চক্ষুরোগ ও স্ন বাড়ারার জন্য ব্যবহার করা হয়	বৌজ্য তৈল হিসাবে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়
তিল	পাতা ছিদ্র	*Antigastra catalaunils*	নেই	চারা, সমতল	মাঘ, ফাল্গুন	ডাষ্ট ১০% বি.এইচ.সি	কীটনাশক, প্রসাদন তৈরীও হিন্দুদের পূর্জাচনায় ব্যবহার করাহয়		স্থানীয়
তিল	বাজ সামী মথ	*Achaea janata*	নেই	চারা, সমতল	মাঘ, ফাল্গুন	ডাষ্ট ১০% বি.এইচ.সি	কীটনাশক, প্রসাদন তৈরীও হিন্দুদের পূর্জাচনায় ব্যবহার করাহয়		স্থানীয়
কুমড়ো	গুবড়ে	*Aulacophara lincatatabrilis*	নেই	চারা, সমতল	সারা বৎসর	৫% এলড্রিন	ফল সবজী হিসাবে ব্যবহারক রাহয়		স্থানীয়
বেগুন	ফল, পাতা, ছিদ্রকারী	*Leucinodes orbenalis*	নেই	চারা, সমতল	সারা বৎসর	স্প্রে ০.৩% ডায়াথিন	ফল সবজী হিসাবে ব্যবহারক রাহয়		স্থানীয়
বেগুন	কান্ড ছিদ্রকারী	*Euzophera particella*	নেই	চারা, সমতল	সারা বৎসর	স্প্রে ০.৩% গেয়াজ	ফল সবজী হিসাবে ব্যবহারক রাহয়		স্থানীয়

নারকেল	গন্ডারি গুবরো	*Oryctes chinocerous*	নেই	সমতল,চারা, জলের দারে	সারা বৎসর	৫% বি.এইচ.সি	বলকারক,শুক্র কারক		স্থানীয়
নারকেল	কালো মাথাকসয়ো	*Nophantes serinopa*	নেই	সমতল,চারা, জলের দারে	সারা বৎসর	স্প্রে ১% বি.এইচসি, ১% ডি.ডি.টি	বলকারক,শুক্র কারক		

ফরমেট ৬ ঃ- মানব জীবনের ধরন

সম্প্রদায়	পরিবার এবং প্রধান পেশা	অনান্য পেশা	নির্ভরশীল জায়গার ধরন	প্রধান কাজের উৎস এবং কাজের ঋতু	জায়গায় কোন ধরনের পদ্ধতিতে কাজ করা হয়	এই পদ্ধতির উৎস কি	জাতি	সামাজিক অবস্থা	অধিবাসীদেও প্রকৃতি	বাড়ীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
তপঃ জাতি	১৫পরিবার	দিন মজুর, কৃষি জীবি,চাকুরীজীবী	সমতল, টিলা	সরকারী উন্নয়ন মূলক কাজ সব ঋতুতে।			হিন্দু			১৫টি
এস.টি	৩,৫৪৭পরিবার	দিন মজুর, কৃষি জীবি,চাকুরীজীবি	সমতল, টিলা	সরকারী উন্নয়ন মূলক কাজ সব ঋতুতে।			হিন্দু, খ্রীষ্টান			৩,৫৪৭টি
সাধারণ	১৬ পরিবার	দিনমজুর,চাকুরী জীবী	সমতল,টিলা	সরকারী উন্নয়ন মূলক কাজ সব ঋতুতে			হিন্দু			১৬টি
ও.বি.সি	২০পরিবার	চাকুরী জীবী	সমতল,টিলা	সরকারী উন্নয়ন মূলক কাজ সব ঋতুতে			হিন্দু			২০টি

ফরমেট ৭ ঃ- জায়গার ধরন

ক্রমিক নং	উপজায়গার ধরন	আনুমানিক পরিমান	নিজস্ব জায়গা	সাধারন উদ্ভিদ	সাধারন প্রানী	ব্যবহারকারী দল	ব্যবহার পদ্ধতি	সাধারন ব্যবহার	ঔষধীয় ব্যবহার	অন্য কিছু	ব্যবহারকারী জাতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সমতল	৩১০ হেক্টর (অনুমানিক)	ব্যক্তিগত/সরকারী	ধান	পোকা মাকড় ছোট মাছ, সাপ, কাকরা ইত্যাদি	স্থানীয়					হিন্দ,

২	টিলাভূমি	৬৮৮০ হেক্টর (অনুমানিক)	ব্যাক্তিগত	ফল এবং সব্জি	সাপ, বেজী, ইত্যাদি						হিন্দ,
৩	টিলা ঢালু	৪৬২০হেক্টর (অনুমানিক)	ব্যাক্তিগত	বাঁশ, বনজ সব্জি ও বনজ ঔষধ	সাপ, বেজী, ইত্যাদি						হিন্দ,
৪	বনভূমি	৭৬৫১ হেক্টর (অনুমানিক)	সরকারী জায়গা	স্বাভাবিক বন	বানর, জঙ্গিলী বিড়াল ইত্যাদি						হিন্দ,

ফরমেট ৮ ঃ- জলের জায়গা

ক্রমিক নং	উপধরন	আনুমানিক পরিমান	নিজস্ব জলের জায়গা	সাধারন উদ্ভিদ	সাধারন প্রানী	প্রধান ব্যবহার	ব্যবহারকারী দল	ব্যবহার পদ্ধতি	সাধারন ব্যবহার	ঔষধীয় ব্যবহার	অন্য কিছু	ব্যবহারকারী জাতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		১০	১১	১২
১	পুকুর		ব্যাক্তিগত	শাপলা, কলমী, হেলেইনচা, কুচরিপনা ইত্যাদি	মাছ, ব্যাঙ, সাপ	খাদ্য	স্থানীয়					হিন্দ,
২	ছড়া	১২৬২হেক্টর (আনুমানিক)	ব্যাক্তিগত	জলজ ঘাস, কলমী, হেলেইনচা, কুচরিপনা ইত্যাদি	মাছ, ব্যাঙ, সাপ	খাদ্য	স্থানীয়					হিন্দ,
৩	লেইক	৫০কানি(আনুমানিক)	সরকারী	শাপলা, কলমী, হেলেইনচা, কুচরিপনা ইত্যাদি	মাছ, ব্যাঙ, সাপ	খাদ্য	স্থানীয়					হিন্দ,

ফরমেট ৯ ঃ- মৃত্তিকার ধরন

মৃত্তিকার ধরন	বর্ন ও প্রকৃতি	গঠন	মৃত্তিকার ব্যবহার	ফলনকারী গাছ/ শস্য	উদ্ভিদ ও প্রানী	ঔষধীয় ব্যবহার অন্য তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শ্রেল্ট মাটি	গাঁঢ় কালো শক্ত	ঝোপ ঝাড়	বনজ সব্জি			
পলি মাটি	হালকা কালো	ঝুর ঝুরে	কৃষিজ	সবজি	পোকা, মাকড়, সাপ, শামুক ইত্যাদি	
কাকর মাটি	লাল	শক্ত	বাগিচা ফসল	রাবার, বাঁক,	পোকা, মাকড়, সাপ, শামুক ইত্যাদি	

ধোঁয়াস মাটি	হালকা লাল	কম কঠিন	কষিজ	উদ্যান ফসল	পোকা, মাকড়, সাপ, শামুক ইত্যাদি	
এটেল মাটি	কালো	নরম	কৃষি চাষ	শস্য, ধান	পোকা, মাকড়, সাপ, শামুক ইত্যাদি	

ফরমেট ১০ঃ- গৃহপালিত প্রাণী

প্রানীর ধরন	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	বংশ বিস্তার	আকৃতি	অবস্থা		কোন পদ্ধতিতে রাখা হয়	ব্যবহার	ঔষধীয় ব্যবহার	বানিজ্যিক ভাবে পালন	অন্য ব্যবহার	জাতি/ জ্ঞানীলোক
					অতীত	বর্তমান						
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০	১১	১২
শুকর	*Sus domestcus*	শুকর	প্রজনন	চতুশপদ	প্রচুর	কম	গৃহে	এাংস	প্রোটিন	হ্যাঁ	তরকারী	স্থানীয়
ছাগল	*Capra hircus*	ছাগল	প্রজনন	চতুশপদ	প্রচুর	প্রচুর	গৃহে	মাংস, দুধ	প্রোটিন	হ্যাঁ	তরকারী	স্থানীয়
হাঁস	*Anas platyrynchos*	হাঁস	ডিম	পাখির মত	প্রচুর	প্রচুর	গৃহে	মাংস, ডিম	প্রোটিন	হ্যাঁ	তরকারী	স্থানীয়
মুরগী	*Gallus bonkiva*	মুরগী	ডিম	পাখিরমত	প্রচুর	প্রচুর	গৃহে	মাংস,ডিম	প্রোটিন	হ্যাঁ	তরকারী	স্থানীয়
কুকুর	*Canis familiaris*	কুকুর	প্রজনন	চতুশপদ	প্রচুর	কম	গৃহে	-	-		পাহাড়া/সাথী	স্থানীয়
বিড়াল	*Felis catius*	বিড়াল	প্রজনন	চতুশপদ	প্রচুর	কম	গৃহে	-	-		সাথী	স্থানীয়
গরু	*Bos indicus*	গরু	প্রজনন	চতুশপদ	প্রচুর	প্রচুর	গৃহে	দুধ	প্রোটিন	হ্যাঁ	হালচাষ	স্থাণীয়
পায়েরা	*Coloumbia oliva*	পায়েরা	ডিম	পাখী	কম	কম	গৃহে	মাংস	প্রোটিন	হ্যাঁ	খাদ্যহিসাবে	স্থাণীয়
মহিষ	*Bos bufaler*	এহিষ	দুধ	চতুশপদ	প্রচুর	কম	গৃহে	দুধ	প্রোটিন	হ্যাঁ	হালচাষ	স্থানীয়

ফরমেট ১১ ঃ- মৎস্য চাষ

মাছের ধরন	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	মাছের জাত	জলাশয়ের ধরন	উৎপাদন অবস্থা		মাছের আকৃতি	ব্যবহার	ঔষধীয় ব্যবহার	বানিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যভহার	অন্য তথ্য	জাতি/ জ্ঞানীলোক
					অতীত	বর্তমান						
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০	১১	১২
মৃগেল	*Virrhinus mrigala*	মৃগেল	বড়	পুকুর,নদী,নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		স্থানীয়

সিলভারকাপ	*Hypophthalmichthys molitrix*	সিলভারকাপ	মাঝারি আকার	পুকুর,নদী,নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		বিদেশী
চিংড়ি	*Ixodes hexagonus*	চিংড়ি	মাঝারি আকার	পুকুর,নদী,নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		স্থানীয়
রুই	*Labeo rohita*	রুই	বড়	পুকুর,নদী,নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		স্থানীয়
কই	*Anabas testudineus*	কই	ছোট	পুকর, নদী, নালা	প্রচুর	কম	গোল	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক			স্থানীয়
ভাঙ্গর	*Mugil tade*	আঙ্গর	ছোট	পুকর, নদী	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক			স্থানীয়
তিতপুঁটি	*Barbus puntius*	তিতপুটি	ছোট	পুকর, নদী	প্রচুর	কম	গোল	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক			
সরপুঁটি	*Barbus stignna*	সরপুঁটি	মাঝারি	পুকর, নদী	প্রচুর	কম	চেপ্টা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক			বিদেশী
ট্যাংরা	*Tengara tengara*	ট্যাংরা	মাঝারি	পুকর, নদী	প্রচুর	কম	মাঝারি আকারের	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক			
বাইলা												
দারকিলা	*Rosbora lanciconus*	দারকিলা	দারকিলা	ছোট	প্রচুর	প্রচুর	মাঝারি	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক			
জাপানীপুটি	*Puntium ionionothus*	জাপানিপুটি	মাঝারি আকার	পুকুর, নদী, নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		বিদেশী
আঁই মাছ	*Mugil cephalus*	আই মাছ	বড় আকার	পুকর, নদী	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	জলাশয়		বিদেশী
বাচা	*Entropiichthyes vacha*	বাচা	মাঝারি	পুকর, নদী	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	জলাশয়		বিদেশী
পাবদা	*Callichrous bimaculatus*	পাবদা	ছোট	পুকর, নদী	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	জলাশয়		
চাঁদা মাছ	*Stromateus sinensis*	চাঁদা মাছ	ছোট	পুকর, নদী	প্রচুর	কম	গোল	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	জলাশয়		
চিতল মাছ	*Notopterus chitala*	চিতল মাছ	বড়	পুকর, নদী	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	জলাশয়		
বোয়াল	*Wallago attu*	বোয়াল	বড়	নদী	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক			স্থানীয়
শোল	*Ophicephalus striatus*	শোল	বড়	পুকুর, নদী, নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		স্থানীয়
ফলুই	*Notopteerus notopterus*	ফলুই	মাঝারি	পুকুর,নদী,নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		স্থানীয়
বাইলা	*Glossogobius giuris*	বাইলা	ছোট	পুকুর, নদী	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	জলাশয়ে		স্থানীয়

বাইং	*Anguilla bngalensis*	বাইং	ছোট	পুকুর, নদী, নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	জলাশয়ে		স্থানীয়
কাতলা	*Catla Catla*	কাতল	কাপ	পুকুর,নদী,নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		স্থানীয়
কালিবোস	*Labco kalbasu*	কালিবোস	বড়	পুকুর, নদী, নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		বিদেশী
মহা ঝাগুর	*Clarias gariepinus*	মহা ঝাগুর	জিয়ল	পুকুর,নদী,নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ কিন্তু ক্ষতিকারক		বিদেশী
শিং	*Heteropneustes fossilis*	শিং	জিয়ল	পুকুর, নদী, নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		স্থানীয়
গ্রাসকাপ	*Ctenokharyngobon idella*	গ্রাসকাপ	কাপ	পুকুর,নদী,নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		বিদেশী
তেলাপিয়া	*Oreochromis nilotica*	তেলাপিয়া	মাঝারি আকার	পুকুর,নদী,নালা	প্রচুর	কম	মাঝারি	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক	চাষ		স্থানীয়
পুটি	*Puntius ticto*	পুটি	ছোট	পুকুর, নদী, নালা	প্রচুর	কম	লম্বা	খাদ্য	প্রোটিন সহায়ক			স্থানীয়

ফরমেট ১২ ঃ- (বাজার/মেলা)

সাপ্তাহিক বাজার/ মেলা	স্থান	সময়	কত দিনের	মাস (যদি ষান্মাষিক/বার্ষিক)	পশুর নাম (কেনা বা বেচাঁ)	দৈনিক সংখ্যা	কোথায় থেকে আনা হয়	কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

১		সকাল ৭ টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত	সপ্তাহে ১ দিন		হাঁস, মুরগী, পায়রা, শুকর, ছাগল	৪০০ থেকে ৬০০ টি	গ্রাম থেকে	স্থানীয় ভাবে

Wild Bio-Diversity

ফরমেট ১৩ঃ- বৃক্ষ, গুল্ম, ঔষধী, কন্দ, ঘাস, লতানো গাছ

গাছের ধরন	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	ধরন	জায়গার ধরন	উৎপাদন অবস্থা		বীজ/চারা গাছের উৎস	ব্যবহারের অংশ	ঔষধীয় ব্যবহার	অন্য ব্যবহার (বাজার/নিজস্ব কাজে)	জাতি/ জ্ঞানীলোক
					অতীত	বর্তমান					
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৯	১০	১১	১২
বৃক্ষ											
কদম	*Anthocephalus chinensis*	কদম	বড়	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, পাতা, বাকল	বাত, জন্ডিস,কলেরা	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা	স্থানীয়
গামাই	*Gmelina arborea*	গামাই	লম্বা	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, বাকল	জ্বর, রক্তক্ষরন, মাথা ব্যথা	আষবাস পত্র তৈরীতে	স্থানীয়
ঢেউয়া	*Artocarpus lakoocha*	ঢেউয়া	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, পাতা	চর্মরোগ, হজম বৃদ্ধিকারক	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
বট	*Ficus bengalensis*	বট	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম		আঠা, কচি পাতা, বাকল	টনিক, কুষ্ঠ, ফোঁড়া	ছায়ার গাছ	স্থানীয়
যজ্ঞডুমুর	*Ficus racemosa*	যজ্ঞডুমুর	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা বাকল ও ফল		পশু পাখীর অশ্রায় স্থল	
বহেরা	*Terminalia belerica*	বহেরা	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	ত্রিফলা	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার	স্থানীয়

										করা হয়	
চালতা	*Dillenia indica*	চালতা	মাঝারি	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল	কপ, জ্বর, ক্লান্তি	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
মহুয়া	*Madhuka latifolia*	মহুয়া	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল,তরু ক্ষীর, ফল ও ফুল	কুষ্ঠরোগে, বাতে, ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক, ক্ষয় রোগ	মৌহু নিদ্রাকারক ও মদ তৈরীতে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
পীতরাজ	*Aphanomixis polystachya*	পীতরাজ	বড় বৃক্ষ	টিলা	পুচুর	কম	বীজ	বাকল ও বীজের তেল	প্লীহা ও যকৃৎ, পেটের পিড়ায়	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয
পিয়াল	*Buchania lanzan*	পিয়াল	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	শরীরের জ্বালাপোড়া, চর্মরোগ, মুখের দাগ	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
জিওল	*Lannea coromandelica*	বাদি	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	বাকল,পাতা	কুষ্ঠ ও ক্ষত, চর্মরোগ	ঘরের খূঁটি	স্থানীয়
ভেলা	*Semicarpus anacardium*	ভেলা	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ ও গাছের আঠা	ক্রিমি, হাঁপানি, মূত্রনালী, কুষ্ঠের যন্ত্রনায়	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
আগর	*Aquilaria malacensis*	আগর	মাঝারি	টিলা সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	আঠা	মাথাধরা, স্নায়বিক, দৌর্বল্য, পক্ষাঘাত	গহনার বাক্স ও বেড়ানো ছড়ি	বাইরের রাজ্যে
দেবদারু	*Polyalthia longifolia*	দেবদারু	মাঝারি	টিলা সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ঘাছের তেল	শোভাবর্ধক		
কুকুর চিতা	*Litsea glutinosa*	কুকুর চিতা	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	ফুল, পাতা, শেকড়	বাত, মূত্রকৃচ্ছতা, পেটের পীড়া	বাকল ধূপকাটি তৈরিতে	স্থানীয়
বড় কুকুর চিতা	*Litsea monopetala*	বড় কুকুর চিতা	বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, শেকড়	কাটা ছেড়া	মোম ও মলম তৈরীতে	স্থানীয়
পালিতা মাদার	*Erythrina variegata*	রক্ত মাদার	বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ, গাছের অংশ	বাকল, পাতা	কান ও দাঁতের ব্যথায়	বেড়ার খুটির কাজে	স্থানীয়

ঝাউ	*Casuarina equisetifolia*	ঝাউ	বৃক্ষ	সমতল	কম	কম	বীজ	পাতা	ভুমি ক্ষয় নিবারক ওবায়ু রোদক	শোভাবর্ধক	বিদেশী
বন নাইচ্চা	*Trema orientales*	বন নাইচ্চা	বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	অংশ, কান্দ পাতা		জ্বালানী হিসাবে	স্থানীয়
আমলকী	*Emblica officinalis*	আমলকী	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল	জন্ডিস, কফ, হাফানি	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
চামল	*Artocarpus chaplasha*	চামল	বড়	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, পাতা	চর্মরোগ, ক্ষুধাবৃদ্ধি	আসবাব পত্র	স্থানীয়
খুদি জাম	*Antidesma ghaesembilla*	খুদি জাম	বৃক্ষ	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, পাতা	জ্বরে	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	
বোতল ব্রাস	*Callistemon linearis*	বোতল ব্রাস	বৃক্ষ	টিলা/সমতল	কম	কম	বীজ	ফল, পাতা	কীটনাশক	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	বিদেশী
বটী জাম	*Syzygium cerasoides*	বটী জাম	বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, বাকল, পাতা	গ্রন্থিবাতে, বাত	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	দেশী
কুমীরা	*Careya arborea*	কুম্ভী	বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	ফল ও বাকল	সর্দি কাশিতে, সাপের কামড়ে	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
ফটিক খিরা	*Glycosmis arborea*	ফটিক খিরা	গুল্ম	পাতা একান্র, যোগিক পাঁছটি পাতা যুক্ত	প্রচুর	কম	মূল	কান্দ ও বাকল	ক্রিমিনাশক, কাশি, বাত, প্লীলা প্রভুতি রোগে	রঙ তৈরীতে	স্থানীয়
শঠী	*Curcuma zeodaria*	শঠী	গুল্ম	পাতা লম্বা ও বটোযুক্ত	প্রচুর	প্রচুর	মূল	কান্ড	সিন্দকর, পেটে বায়ু নাশক	শিশুখাদ্য ও পিঠা তৈরীতে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
চন্দ্রমুলা	*Kaempferia galanga*	একাঙ্গী	গুল্ম	পাতা লম্বা ও বটোযুক্ত	প্রচুর	কম	মূল	কান্ড	পেটের বায়ুনাশক, রাসায়ন, উত্তেযক		স্থানীয়
বিছামালা	*Evolvulus alisnoides*	বিছামালা	গুল্ম		প্রচুর	কম			পাতা জ্বরে উপকারী এবং উকুননাশক		স্থানীয়
জঙ্গলী	*Mussaenda*	জঙ্গলী	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের	পাতা	হাঁড়ভাঙ্গা, বাত,		স্থানীয়

মোসান্ডা	*roxburghii*	মোসান্ডা					অংশ		আলচার		
ঔষধী											
গন্ধকী	*Homalonema aromatica*	গন্ধকী	ঝোপ	ঢালু/সমতল	প্রচুর	কম	কন্দ	ডাটা, পাতা, মূল	বাত, পেটের রোগ	শুগন্ধি তৈরীতে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
কুকুরচিতা	*Litsea glutinosa*	কুকুরচিতা	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম		বাকল ও পাতা	আমশয়, পেটের পিরা		স্থানীয়
রামডালা	*Duabanga grandiflora*	বান্দর হুল্লা	বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ			জ্বালানীতে	স্থানীয়
শিরীষ	*Albazzia lebbeck*	শিরিষ	মহিরুহ ছায়াতরু	রাস্তার ধারে	প্রচুর	কম	বীজ	মূল, ছাল, পাতা, বীজ	কুষ্ঠ, কুষ্ঠ, হাঁপানি, মেহ রোগে উপকারী	কাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়	স্থানীয়
আতা	*Anona squomosa*	আতা	মাঝারি আকারের	টীলা, সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ, পাতা, মূল	বলবর্ধক, পিত্ত প্রমলক, পাতা কীটনাশক	নিজস্ব	স্থানীয়
চাঁপা	*Michelia champaka*	চাঁপা	মাঝারি আকারের	উঁচু জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা, ছাল, বীজ, মূল	রক্ত, পিত্ত, কফ, বিকার, ক্রিমিনাশক, চর্মরোগে	আসবাব পত্রে	স্থানীয়
শ্বেত শিমুল	*Ciba pentandra*	তুলা গাছ	বড় আকারের সরলাকান্ড	উঁচু, সমতল ভূমিতে	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা, মূল, আঠা, বীজ	শুক্র বর্ধক, বিরোচক, বলকারক গনোরিয়া রোগে উপকারী	ঘরের সীলিং এর কাজে	স্থানীয়
কাঁঠাল	*Artocarpus heterophyllis*	কাঁঠাল	চির সবুজ মাঝারী আকার	উঁচু ভূমি	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা, ফল, বীজ আঠা	চর্ম বাত রোগ, অরুচি দূর্বলতা দুরীকরন	আসবাব পত্র	স্থানীয়
নাগেশ্বর	*Mesua fecrrea*	নাগেশ্বর	মাঝারী আকরের চিরসবুজ	উচু ভূমি	প্রচুর	কম	বীজ	ফুল, ছাল, বীজ	জ্বর, বাত, সর্দ্দি, চর্মগত রোগ	ঘরের খূটি , ব্রীজের খূটি	স্থানীয়
ছাতিম	*Alstonia scholaris*	ছাতিম	বড়	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল, পাতা	ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
কনাক	*Schima wallichi*	কনাক	বড়	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল	গবাধি পশুর ক্রিমিনাশক	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার	স্থানীয়

										করা হয়	
শাল	*Shorea robusta*	শাল	লম্বা	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	কান্ড,শাখা , পাতা	বীজ থেকে মাখন তৈরী হয়	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
কুর্চা	*Holarrhena antidysenterica*	কুর্চা	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল, পাতা	লিভার, রক্তমাশা	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
নিম	*Azadirachta indica*	নিম	মাঝারি	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা, বাকল	কিডনি,প্রস্রাব, খোজপাসরা	বাদ্য যন্ত্র তৈরীতে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
অশ্বত্থ	*Ficus religiosa*	অশ্বত	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল, পাতা	এলার্জি, রক্তামশা, কুষ্ঠ	ছায়ার গাছ	স্থানীয়
হারগাজা	*Dillenia pentagyna*	হারগাজা	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, বাকল	বাত, কফ, কাটা ঘা, ডাইবেটিস	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা	স্থানীয়
সোনাল	*Cassia fistula*	সোনাল	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল	কোষ্ঠ্য কাঠিন্য, জ্বর, চর্মরোগ	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা	স্থানীয়
রক্তাঞ্চন	*Adenanthera pavonina*	রক্তাঞ্চন	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা	বাত, বমি, জ্বর, ডাইরিয়া	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা	স্থানীয়
জারুল	*Lagerstroemia speciosa.*	জারুল	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল, পাতা	পেটে ব্যথা, ডাইরিয়া, ডাইবেটিস	কাঠ,নির্মান সামগ্রী এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা	স্থানীয়
অশোক	*Sqroca asoka*	অশোক	ছোট চির সবুজ	ছয়াযুক্ত বনভূমি	প্রচুর	কম	বীজ	ফুল, পাতা, ছাল	আমশয়, গর্ভাশয়ের রোগ, অজন্বীল, রক্তক্ষরন	দ্দভাবর্ধক গাছ হিসাবে রোপন করাহয়	স্থানীয়
তেঁতুল	*Tamarindus indica*	তেঁতুল	বড় চির সবুজ	রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত গ্রাম	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল, শাঁশ, বীজ	পক্ষশ্চাত, আমশয় চক্ষুর প্রদাহ	জ্বালানী	স্থানীয়
শেওড়া	*Streblus asper*	হারবা	মাঝারী চীরহরিৎ	উঁচু, সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ডাল, পাতা, ক্ষীর	জ্বর, উদরাময়, চর্মরোগ, দাতের রোগ	জ্বালানী	স্থানীয়

কামেলা	*Mallotus philippesis*	কিশুর	ছোট আকারের চীর সবুজ	উঁচু টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, বাকল	ক্রিমিনাশক বিরোচক, চর্মরোগ	বেড়াও ঘরের খুঁটি	স্থানীয়
কাউ	*Garcinia cowa*	কাউ	মাঝারী আকারের চিরহরিৎ	উচুঁ, সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল, ফল বীজ	মুখরোচক, ক্ষুদা বৃদ্ধি	জ্বালানী , আসবাব পত্র	স্থানীয়
হিজল	*Barringtonia acutangula*	হিজল	মাঝারী আকারের চিরসবুজ	জলাভূমি	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা, ফল, বাকল	শূল বেদনা, সর্দ্দি, কালি জ্বর	নৌকা তৈরীতে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
হরিতকী	*Terminalia chebula*	হর্তকী	মাঝারি	সব জায়গায়	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, মাঁস পাতা	উদরাময়, গলক্ষত	জ্বালানী, নির্মান কাজ	স্থানীয়
বরুন	*Crataeva nurvala*	বরুন	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল	কিডনি, পাথর, বাত	জ্বালানী	স্থানীয়
রাবার	*Hevea brasiliensis*	রাবার	মাঝারি	টিলা/সমতল	কম	প্রচুর	বীজ	আঠা		গাড়ীর চাকা ও অন্যান্য কাজে	বিদেশী
বেল	*Aegle marmelos*	বেল	বড়	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল	কুষ্ঠ্যকাটিন্য, ক্লান্দিপূর	হিন্দুদের পুজার কাজে	স্থানীয়
গুল্ম											
সর্পগন্ধা	*Rauwolfia serpentina*	সর্পগন্ধা	গুল্ম	সমতল/ঢালো	প্রচুর	কম	বীজ	মূল	নিদ্রাকারক, স্নিগ্ধকর		স্থানীয়
ভেরেন্ডা	*Jatropha gossipifolia*	ভেরেন্ডা	গুল্ম	সমতল/ঢালো	প্রচুর	কম	বীজ	কচিডালা	দাঁতের ব্যথায়,সর্পবিষ প্রতিষেধক এর ব্যবহার হয়	জ্বালানী,বেড়ার কাজে	স্থানীয়
আকন্দ	*Calotropis gigantea*	আকন্দ	বড় গুল্ম	সমতল/ঢালো	প্রচুর	কম	বীজ/গাছে অংশ	পাতা, শেকড়, বাকল, রস	আমাশয়, কফ নিঃসারক জ্বরে	তন্তু মাছ ধরার জাল ও দড়ি তৈারী তে ব্যবহার হয়	স্থানীয়
ক্ষেতপাপড়া	*Hedyotis corymbosa*	ক্ষেতপাপড়া	গুল্ম	পতিত জমি ও ধানের জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ	সারা অংশ	জ্বর, উদরাময়, দৌর্বল্যে		স্থানীয়
নিষিন্দা	*Vitex ngundo*	নিষিন্দা	ছোট বৃক্ষ	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা, ফুল	ক্রিমিনাশক	আয়ু র্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতে	স্থানীয়
আপাং	*Achyranthus aspera*	আপাং	গুল্ম	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	সারা অংশ	চর্মরোগে, অর্শ, ফোঁড়া	সবুজ সার হিসাবে,	স্থানীয়
সানচি	*Alternanthera*	সানচি	গুল্ম	পতিত জমি	প্রচুর	কম	বীজ	সারা অংশ	জ্বরঘ্ন, স্ন্য বর্ধক,		স্থানীয়

	sessilis								পিত্ত নিঃসারক		
কাঁটানটে	*Amaranthus spinosus*	কাঁটা মাইরা	গুল্ম	পতিত জমি	প্রচুর	কম	বীজ	মূল ও পাতা	হজমকারক, রেচক	সবজী হিসাবে	স্থানীয়
মেহেদি	*Lawsonia inermis*	মেহেদি	গুল্ম	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	বাকল ও পাতা	চর্মরোগ, মূত্রাশয়ের প্রদাহ	হাতের পাতা, চুল, দাড়ি প্রভৃতি রঙ করার কাজে ব্যবহার হয়	স্থানীয়
পাথরকুচি	*Kalancho pinnanta*	পাথরকুচি	গুল্ম	সমতল	প্রচুর	কম	পাতা	পাতা	কাটা, ছেড়া, ফোড়া	শোভাবর্ধনকারী	স্থানীয়
দ্রোণ পুষ্প	*Leucas aspera*	দ্রোণ	গুল্ম	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	সমগ্র গাছ	কামলা, ক্রিমি, পিত্ত		স্থানীয়
মাকাল	*Trichosanthes bracteata*	মাকাল	গাছ	বনাঞ্চলে	প্রচুর	কম	বীজ	উল এবং মূল	হাঁপানি ও ফুসফুলের রোগে		স্থানীয়
পুদিনা	*Mentha arvensis*	পুদিনা	গুল্ম	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	সমগ্র গাছ	পেটফাঁপা, মূত্রকর ও উত্তেজক, বমন	সবজীতে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়
বচ	*Aeorus elamus*	বচ	গুল্ম	জলা ভূমি অঞ্চলে	প্রচুর	কম	কন্দ	মূল, বীজ	জ্বরও কীটনাশক	মশলা হিসাবে ব্যবহত হয়	স্থানীয়
কাঞ্চন	*Bauhinia malabarica*	কাঞ্চন	গাছ	সমতল/ঢালো	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল, ফুল	ঘাঁপানি ও ক্ষত নিরাময়ে	অলংকারী গাছ	স্থানীয়
কুকুর শুকা	*Blumea balsamifera*	কুকুর শুকা	গুল্ম	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	সারা অংশ	শক্তিবর্ধক ও ক্রিমিনাশক	তৈল হিসাবে	স্থানীয়
শিয়ালকাঁটা	*Argemone mexicana*	শিয়ালকাঁটা	ছোট	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	নিদ্রাকারক, মাথা ব্যথা, হাঁপানিতে উপকারী	বীজ হতে পাওয়া তেল আলোক প্রদ, পিচ্ছিলকারক হিসাবে এর ব্যবহার রয়েছে	স্থানীয়
বোতাম ফুল	*Gomphrena globosa*	বোতাম ফুল	ছোট	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ/গাছের অংশ	বীজ	ভাত, ভমন নিবারণকারী		স্থানীয়
বুনো ধান	*Scoparia dulcis*	বুনো ধান	ছোট	সমতল	প্রচুর	প্রচুর	বীজ	বীজ		পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার ও বীজের একপা সুন্দর গন্দ আছে ধানের সঙ্গে স্করায়নে এ থেকে সগন্দ চাল পাওয়া যায়	স্থানীয়
এস্কি	*Cassia occidentalis*	এস্কি	ছোট	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	চর্মরোগে উপকারী বাত, সন্দিবেদনায়ক		স্থানীয়

সাদা কেরন	*Jatropha curcas*	সাদা কেরন	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ/বীজ	ফল, বাকল	ব্যথা, চর্মরোগ	তেল জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
বাসক	*Adhatoda zeylanica*	বাসক	মাঝারি	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	পাতা, বাকল	ভিটামিন সি,কফ, হাফানি,বাত	বাসকের পাতা ফল প্যাকিং ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
হলদে হুড়হুড়ে	*Cleome viscosa*	হলদে হুড়হুড়ে	মাঝারী গুল্ম	ছায়াযুক্ত স্থানে	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা	পেট পাঁপা ও বদ হজমে, চক্ষর প্রদাহ, কান ব্যথা	সবজী হিসাবে ব্যবহার হয়	স্থানীয়
বন কাপাস	*Abelmoschus manihot*	বন কার্পাস	বড় গুল্ম	পতিত জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ, ফুল ও পাতা	পেট ফাঁপা, নিবারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, স্নিগ্ধকর	তন্ কাপড় তৈরীতে ব্যবহার হয়	স্থানীয়
ভুঁই আমলকী	*Phyllanthus freaterns*	ভুঁই আমলকী	গুল্ম	পতিত জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ	সারা অংশ	গনোরিয়া, শোথ	সবজী হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
কুকুরজিহ্বা	*Leea indica*	কুকুরজিহ্বা	গুল্ম	পতিত জমি	প্রচুর	কম	বীজ	শেকড় ও পাতা	শূলবেদনায়, তৃষ্ণা নিবারক		স্থানীয়
বনজাম	*Ardisia solanacea*	বনজাম	গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	শেকড়	জ্বরনাশক, পেটের পিড়া	জ্বালানী,নির্মান কাজ	স্থানীয়
হাতিশুঁড়া	*Heliotropium indicum*	হাতিশুঁড়া	গুল্ম	পতিত জমি	প্রচুর	কম	বীজ	সমগ্র গাছ	মূত্রবর্ধক, ফোঁড়া, ঘা		স্থানীয়
রক্তদ্রোণ	*Leonorus sibricus*	রক্তদ্রোণ	গুল্ম	পতিত জমি	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা ও শিকড়	ঋতুস্রাবে উপকারী		স্থানীয়
কানছিড়ে	*Commelina benghalensis*	কানাই	গুল্ম	পতিত জমিতে	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	সমগ্র গাছ	কোষ্ঠবদ্ধতায়, জ্বর, পিত্তজ্বর, সর্পবিষ নাশক	কচি ডালপালা সবজী হিসাবে ব্যবহার হয়	স্থানীয়
কেউ	*Costus speciosa*	কেউ	গুল্ম	ভিজে মাটিতে	প্রচুর	কম	বীজ,মূল	গ্রন্থিকন্দ	সর্দি, জ্বর, কাশি	পাতা শাক হিসাবে মূল আলুর মত সিদ্ধকরে খাওয়া হয়	স্থানীয়
চটপটি	*Dipteroconthus prostratus*	চটপটি	গুল্ম	ছায়াযুক্ত স্থানে	প্রচুর	প্রচুর	বীজ	বীবুৎজাতীয় গাছ	বমনকারক, পাথরীরোগ গনরিয় ও কানের ব্যাথ উপকারী		স্থানীয়
নর-নারঙা	*Biophytum sensitivum*	লাকছানা	গুল্ম	বর্ষ জীবি বিরুৎ পাতযোগিক পক্ষল	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা,বীজ, মুল	পাতা মূত্রকারক, পত্তিজ্বর ও গনোরিয়ায় উপকারী		স্থানীয়
ঘাগরা	*Caesalpinia*	ঝগড়ইয়া	গুলম	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল,	ক্রিমিনাশক ও কান		স্থানীয়

গোটা	*bondac*	গোটা						পাতা ও বীজ	পাকায়, পেটের রোগ		
দাদমারী	*Cassia alata*	দাউদ লতা	গুল্ম	টিলা/ঢালু	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা	চর্মরোগ		স্থানীয়
অশোক	*Saraca asoca*	অশোক	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল	ঋতুস্রাবে উপকারী		স্থানীয়
বাবলা	*Acacia nilotica*	কাঁটা নাগেশ্বর	গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা ও বাকল	গলক্ষত ও কাশিতে		স্থানীয়
জঙ্গলী এলাচ	*Amomum aromaticum*	জঙ্গলী এলাচ	ঝোপঝার	টিলা/জঙ্গলে	কম	কম	বীজ	মুল থেকে	পেঠের রোগ নিবারক, কলেরা, ম্যালেরিয়া, দাতের ব্যাথা উপশম	তৈল নিস্কাশিত হয়	বহির রাজ্য
রক্ত চন্দন	*Adenanthera pavonia*	রক্তচন্দ্রন	বড় বৃক্ষ	টিলা/ ঢালো	কম	কম	বীজ	বীজ, পাতা	বাতরোগে, ক্ষত		
ঘিলা	*Entada phaseoloides*	ঘিলা	লতানো গাছ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ,কান্ড ও বাকল	বমনকারক ও ক্রিমিনাশক		স্থানীয়
বনতুলসী	*Croton bonplandianum*	বনতুলসী	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	কান্ড, পাতা	চর্মরোগ, কাটা ঘাঁ	জ্বালানী	স্থানীয়
চিতা	*Plumbago zeylanica*	চিতা	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	পাতা	পোড়া, এবং ঘাঁ		স্থানীয়
এস্কি	*Cassia occidentalis*	এস্কি	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	হজমকারক, ডায়বেটিস, কুষ্ঠ কাঠিন্য		স্থানীয়
তুলসী	*Ocimum sanctum*	তুলসী	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা, মূল	কফ, কাশি, জ্বর	পূজার কাজে	স্থানীয়
জঙ্গলী জিরা	*Scoparia dulcis*	জঙ্গলী জিরা	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	সর্দি, জ্বর, নিমোনীয়া		স্থানীয়
মনকাটা	*Meyna spinosa*	মনকাটা	ঝোপ	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা, কাটা	ফোড়া, চর্মরোগ		স্থানীয়
ভাইটফুল	*Clerodendrum viscosum*	ভাইটফুল	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফুল, পাতা	কুষ্ঠ, চর্মরোগ	জ্বালানী	স্থানীয়
ধুতরা	*Datura metel*	ধুতরা	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল	হাপানি, ঘুমের ঔষুধ		স্থানীয়
তেজপাতা	*Cinnamomum tamala*	তেজপাতা	বড় বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ গাছের অংশ	পাতা, বাকল	হজমের	সবজীতে শুগন্ধী হিসাবে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়

সো বাবুল	*Leucana leucocephala*	সো বাবুল	ছোট বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল	ব্যাথা নিরাময়ে		স্থানীয়
সোনকাইচ	*Abrus precatorius*	সোনকাইচ	লতানো গাছ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা, শেকড় ও বীজ	মূলবেদনা ও কাশে		স্থানীয়
অপরাজিতা	*Clitoria ternatea*	নিলকন্ট	লতানো গাছ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ ও শেকড়	মূত্রকারক, কোষ্ঠবদ্ধতায়	ফুল পুজার কাজে ব্যবহার	স্থানীয়
কুর্তি কলাই	*Dolichos uniflorus*	কুর্ত কলাই	লতানো গাছ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	মূত্রবর্ধক, শ্বেতপ্রদর ও ঋতুস্রাবের		স্থানীয়
সাদা বনমেথি	*Melitotus albus*	সাদা বনমেথি	গুল্ম	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	হজমকারক		স্থানীয়
করঞ্জ	*Pongamia pinnata*	করঞ্জ	মাঝারি বৃক্ষ	টিলা/ঢালো	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	চমরোগে		স্থানীয়
জয়ন্তী	*Sesbania sesban*	জয়ন্তী	ছোট বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ ও পাতা	পেটের অসুখ, চর্মরোগ		স্থানীয়
ডুমুর	*Ficus hispida*	ডুমুর	মাঝারি বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, বাকল	বমনকারক		স্থানীয়
শেওড়া	*Streblus asper*	শেওড়া	মাঝারি বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল, শেকড়	জ্বর ও উদরাময়ে		স্থানীয়
পুনর্নবা	*Boerhavia chinensis*	পুনর্নবা	লতানো	সমতল	প্রচুর	কম	গাছে অংশ	পাকা, শেকড়	মূত্রবর্ধক		স্থানীয়
তেশিরা মনসা	*Euphorbia antiqurum*	শিবগাছ	গুল্ম	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	বাকল ও শেকড়, গাছের রস	রেচক, দাঁতের ব্যথা		স্থানীয়
মনসাসিজ	*Euphorbia ligularia*	মনসাসিজ	গুল্ম	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	তরুক্ষীর	কানের ব্যাথা, হাঁপানী	বাড়ির বেড়া হিসাবে	স্থানীয়
আমলকী	*Phyllanthus emblica*	আমলকী	বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	ফল ও পাতা	লিভার টনিক, জন্ডিস, হজম	জালানী নির্মান কাজে	স্থানীয়
বেড়ি	*Ricinus communis*	বেড়ি	গুল্ম	ঢালো	প্রচুর	কম	বীজ, গাছের অংশ	পাতা, গাছের বাকল ও বীজ	চর্মরোগ, গর্ভনিরোধক, ক্রিম		স্থানীয়

তমাল	*Garcinia xanthochymus*	তমাল	বৃক্ষ	টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, বীজ ও বাকল	আমশূল, ফোঁড়া, আমাশয়	ফল ও কান্দ থেকে পাওয়া রস রজন শিল্পে ব্যবহার হয়	স্থানীয়
চন্দন	*Santalum album*	চন্দন	বৃক্ষ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	তেল	মূত্রকৃচ্ছতা, মূত্রাশয়ের প্রদাহ, গনোরিয়া, পিত্তাশয়ের ক্ষয় রোগেও	শুগন্দী ও পুজারকাজে	স্থানীয়
বকুল	*Mimusops elengi*	বকুল	বৃক্ষ	সমতল/টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ, ফল, শেকড় ও বাকল	জ্বর, দাঁতের মাড়ির অসুখে	ফুল হতে আতর প্রস্তুত হয়	স্থানীয়
লেবু	*Citrus medica*	পাতিলেবু	গুল্ম	সমতল/ঢালো	প্রচুর	প্রচুর	বীজ/গাছের অংশ	লেবুর রস	তৃষা নাশে ও বিষদোষ, বাত, শ্বাসনালী, অম্লপিত্তরোগে, শ্লেষ্মারোগ	ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার রয়েছে	স্থানীয়
কয়েত্ বেল	*Feronia limonia*	কয়েত বেল	ছোট বৃক্ষ	সমতল/টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	ফল, পাতা ও আঠা	বিষাক্ত কীট দংশনে উপকারী, দাঁতের মাড়ি ও গলার ঘায়ে		স্থানীয়
কারি পাতা	*Murraya koenigii*	কারিপাতা	ছোট বৃক্ষ	সমতল/ঢালো	প্রচুর	কম	বীজ	বাকল ও মূল	চুলকানী, বিষাক্ত কীট ধংশনে উপকারী, উত্তেজক, জ্বর, পেটের ফিড়া	সবজী ও পিঠাতৈরীতে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়
কামিনী	*Murrya paniculata*	কামিনী	ছোট বৃক্ষ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ছাল, নতুন কাঠ	বাত, সর্দি, হিস্টিরিয়া	অলংকারী গাছ হিসাবে ব্যবহারকরাহয়	স্থানীয়
বিলিম্বি	*Averrhoa bilimbi*	বিলিম্বি	ছোট বৃক্ষ	সমতল/ঢালো	প্রচুর	কম	বীজ	ফল	পেশী সংকোচক, জ্বরে, অর্শ ও স্কার্ভি	আচার, চাটনী, জেলি প্রভৃতির জন্য ফলের ব্যবহার রয়েছে।	স্থানীয়
ঝুন ঝুন	*Crotalaria spectabils*	ঝুন ঝুন	গুল্ম	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	কন্দ, পাতা, বীজ	খোস পাঁচড়া প্রভুতিতে এর ব্যবহার হয়	এর পাতা খাদ্য হিসাবে গ্রহন কারা হয়	স্থানীয়
পাকড়	*Ficus locor*	পাকড়	বৃক্ষ		প্রচুর	কম	বীজ	বাকল	যোনিরোগ , পিত্তবিকার, অতিসারে	কচিপাতা শাক হিসাবে ব্যবহার হয়	স্থানীয়

									উপকারী		
গাব	*Diospyros peregrine*	গাব	বৃক্ষ	সমতল/টিলা	প্রচুর	কম	বীজ	কান্ড, বাকল, ফল	পেপের পীড়া ও মেয়াদি জ্বররে উপকারী	জাল ও নৌকা রঙ করার জন্য এর ফলের বেশ ছাহিদ রয়েছে	স্থানীয়
দূর্বা	*Cynodon dactylon*	দূর্বা	তলা		প্রচুর	প্রচুর	অংশ	সারা অংশ	রক্ত ক্ষরন বন্দে উপকারী	গোখাদ্য ও পুজার কাজে	স্থানীয়
ছোট এস্কি	*Cassia sophera*	ছোট এস্কি	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	হজমকারক, ডায়বেটির, কুষ্ঠ কাঠিন্য		স্থানীয়
রাম্না	*Acampe papillosa*	রাম্না	গুল্ম	অন্য গাছে	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	বাত, স্নয়ু রোগের জন্য		স্থানীয়
কন্দ											
কালামেঘ	*Andrographis paniculata*	কালামেঘ	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা	জন্ডিস, চর্মরোগ		স্থানীয়
কাটানটে	*Amaranthus spinosus*	কাটানটে	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	কান্ড	রক্তবৃদ্ধি, জ্বর		স্থানীয়
দ্রোন	*Leucas aspera*	দ্রোন	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা	ব্যাথা নিরোধক, ক্রিমিনাশক		স্থানীয়
হাতিশঁড়	*Heliotropium indicum*	হাতিশঁড়	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	সারা অংশ	ঘনরিয়া, জ্বার, বাত, পেটে ব্যাথা		স্থানীয়
হাইড়াফুল	*Aridisia solanacea*	হাইড়াফুল	মাঝারি	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	পাতা	ক্লান্দিুর, বাত		স্থানীয়
পাথরকুচি	*Kalanchoe pinnata*	পাথরকুচি	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ/বীজ	পাতা	আমাশয়, কাটা ঘা	শোভাবর্ধনকারী	স্থানীয়
আমাদা	*Curcuma amada*	আমআদা	কন্দ	বনভূমি বা পতিত জমি	প্রচুর	কম	মূল	গ্রন্থিকন্দ	হজমকারক, পেটের বায়ুনাশক, অর্শ	কন্দ মশলা হিসাবে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়
তকমা	*Hyptis suaveolens*	তকমা	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	চর্মরোগ,ফোড়া,	খাদ্য দ্রব্য ও সুগন্দিকরনে ব্যবহৃত হয়	স্থানীয়
কঁকি	*Melastoma malabathricum*	কঁকি	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	ফল	ডাইরিয়া, চর্মরোগ		স্থানীয়
গোল এস্কি	*Cassia tora*	গোল এস্কি	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ	হজমকারক,	পশু খাদ্য হিসাবে	স্থানীয়

									ডায়বেটির, কুষ্ঠ কাঠিন্য		
খাকরন	*Typhonium trilobatum Schott*	খাকরন	ঝোপ	ঢালু/সমতল	প্রচুর	কম	মূল	ডাটা, মূল	প্রস্রাব, ফোড়া, বাত	সবজী হিসাবে	স্থানীয়
আদা	*Zingiber oficinale*	আদা	কন্দ	সমতল	প্রচুর	কম	মূল	মূল	সর্দি, কাশি, জ্বার	মশলা হিসাবে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়
নাগদান	*Crinum asiaticum*	গো রসুন	কন্দ	সমতল	প্রচুর	কম	মূল	মূল	হাড় ভাঙ্গা গবাধি পশুর ক্রিমি নাশক		স্থানীয়
কচু	*Colocasia esculanta*	কচু	কন্দ	সেচসেচে	প্রচুর	প্রচুর	মূল	মূল	রক্ত পরিস্কার, হজম	সবজী হিসাবে	স্থানীয়
পেস্া আলু	*Dioscorea glabra*	পেস্া আলু	কন্দ	সমতল	প্রচুর	কম	মূল	মূল		সবজী হিসাবে	স্থানীয়
বন হলুদ	*Curcuma longa*	বন হলুদ	কন্দ	সমতল	প্রচুর	কম	মূল	মূল	রক্ত পরিস্কার, ঘা নিরোধক		স্থানীয়
মনসা	*Euphorbia neriifolia*	মনসা	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	গাছের অংশ	কান্ড	চর্মরোগ, কুষ্ঠ, জাত, জন্ডিস	বাড়ির বেড়া হিসাবে	স্থানীয়
কুলেখারা	*Hygrophila spinosa*	কুলেকারা	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা	চক্ষুরোগ, জন্ডিস, বাত		স্থানীয়
আদা	*Zingiber oficinale*	আদা	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	কন্দ	মূল	সর্দি, কাশি, জ্বার	মসলা হিসাবে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়
শটীগাছ	*Curcuma zedoaria*	শটীগাছ	ঝোপ	সমতল	প্রচুর	কম	কন্দ	মূল	হজমবৃদ্ধি, শিশু খাদ্য	শিশুখাদ্য ও পিঠা তৈরীতে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
হলুদ	*Curcuma domestica*	হলুদ	কন্দ	সমতল ও ঢালো	প্রচুর	কম	কন্দ	গ্রন্থিকন্দ	ক্ষুধাবর্ধক, পনিক, রক্ত পরিস্কারক ওপচন নিবরক হিসাবে ব্যবহার হয়	মশলা হিসাবে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়
ওলট-চণ্ডাল	*Gloriosa superba*	ওলট-চণ্ডাল	কন্দ	জলা জাগায়	প্রচুর	কম	কন্দ	মূল, লতা	পিত্ত, কৃমিনাশক		স্থানীয়
বন পেয়াজ	*Asphodelus tenuifolius*	বন পেঁয়াজ	কন্দ	টিলা	প্রচুর	কম	কন্দ	বীজ	ক্ষতও স্ফীতিতে		স্থানীয়
বচ	*Acoros calamus*	বচ	কন্দ	ভিজা জায়গায়	প্রচুর	কম	কন্দ	কন্দ	বমন কারক, অস্ন্যুদ্দীপক, শূল	কন্দ মশলা হিসাবে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়
রসুন	*Allium sativum*	রসুন	কন্দ	ক্ষেতে	প্রচুর	কম	কন্দ	কন্দ	হজমকারক, জ্বর,	মশলা হিসাবে ব্যবহার	স্থানীয়

									কাশী, কামোদ্দীপক, বায়ুনাশক	করাহয়	
পঞ্চমুখী	*Colocasia spp.*	পঞ্চমুখী	কন্দ	সমতল	প্রচুর	কম	মূল	মূল	ফোড়া, জ্বর,আমশয়	সবজী হিসাবে	স্থানীয়
বাঁশ কুড়ল	*Meloccana baccifera*	বাঁশ কুড়ল	কন্দ	টিলা/ঢালু	প্রচুর	কম	মূল	মূল	ক্ষুধা বৃদ্ধি	সবজী হিসাবে	স্থানীয়
শতমূলী	*Asparagus racemosus*	শতমূলী	কন্দ	সমতল	প্রচুর	কম	মূল	মূল	কুষ্ঠ, ক্ষুধা বৃদ্ধি, রক্তপরা, টিবি	কন্দ সবজী হিসাবে ব্যবহার করাহয়	স্থানীয়
ঘাস											
চীনা বাঁশ	*Bambusa glaucescens*	চিনা বাঁশ	ঘাস জাতীয়	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ/কান্ড মূল		বায়ু রোধক,	হস্শিল্পী	স্থানীয়
কাই বাঁশ	*Bambusa nutans*	কাই বাঁশ	ঘাস জাতীয়	ঢালো/সমতল	কম	কম	কান্ডমূল			কাগজ তৈরিতে	স্থানীয়
পারুয়া বাঁশ	*Bambusa teres*	পারুয়া বাঁশ	ঘাস জাতীয়	ঢালো/সমতল	বেশী	কম	কান্ডমূল			ধূপকাঠি তৈরিতে	স্থানীয়
মৃত্তিঙ্গা	*Bambusa tulda*	মৃতিঙ্গা	ঘাস জাতীয়	ঢালো/সমতল	প্রচুর	প্রচুর	কান্ডমূল			কাগজ তৈরি	স্থানীয়
	Cyperus cumpactus		ঘাস জাতীয়	ঢালো/সমতল	প্রচুর	কম	কান্ডমূল			মাদুর তৈরি	স্থানীয়
শ্বেত গুথুবা	*Cyperus pilosus*	শ্বেত গুথুবা	ঘাস জাতীয়	ঢালো/সমতল	প্রচুর	কম	কান্ডমূল			মাদুর তৈরি	স্থানীয়
ঘট বাঁশ	*Dendrocalamus asper*	ঘট বাঁশ	ঘাস জাতীয়	সমতল	কম	কম	কান্ডমূল			ঘরদোর তৈরিতে	স্থানীয়
পেঁচ বাঁশ	*Dendrocalamus hamiltonli*	পেঁচ বাঁশ	ঘাস জাতীয়	সমতল/ঢালো	প্রচুর	কম	কান্ডমূল			কাগজ তৈরি, বেড়া, ঝুড়ি	স্থানীয়
রূপাই বাঁশ	*Dendrocalamus longispathus*	রূপাই বাঁশ	ঘাস জাতীয়	ঢালো	প্রচুর	কম	কান্ডমূল			বাড়ি ঘর তৈরিতে	স্থানীয়
লাঠি বাঁশ	*Dendrocalamus stricutus*	লাঠি বাঁশ	ঘাস জাতীয়	ঢালো/সমত	প্রচুর	কম	কান্ডমূল			ছিপ, লাঠি আসবাব, মই,	স্থানীয়
মূলীবাঁশ	*Melocono bacieifara*	মূলীবাঁশ	ঘাস	পাহাড়	প্রচুর	প্রচুর	বীজ			জ্বালানি, ছাতির ভাট,মেট	স্থানীয়
ছন	*Imperata*	ছন	ঘাস	ঈাহাহে পতিত	প্রচুর	কম	মুল			ঘরের ছাউনির কাজে	স্থানীয়

	coilindrica		জাতিয়	ভুমিতে							
কেসুর	*Eleocharis dulcis*	কেসুর	ঘাস	জলাভূমি	প্রচুর	প্রচুর	বীজ	কন্দ	ধারক,উদরাময় ও বমন		
উলু	*Imperata cylindrical*	উলু	ঘাস জাতীয়	টিলা	প্রচুর	কম	মূল	মূল	স্নিগ্ধকর	গৃহের ছউনি হিসাবে ব্যবহারকরা হয়	স্থানীয়
গোথুরি	*Cyperus kyllinga*	গোথুরি	ঘাস	জলাভূমি	প্রচুর	কম	বীজ	মূল	বিষ প্রতিষেধক, উত্তাপনাশক ও জ্বর		
মুথা	*Cyperus rotundus*	মুথা	ঘাস জাতীয়	সেচসেচে	প্রচুর	কম	মূল	মূল	রক্তস্রাব, ডাইরিয়া, জ্বর	প্রসাধন সামগ্রী ও ধূপকাঠি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়	স্থানীয়
দূর্বা	*Cynodon dactylon*	দূর্বা	ঘাস জাতীয়	সমতল	প্রচুর	কম	মূল	সারা অংশ	কাটা ঘা, দাতে ব্যাথা, রক্ত পড়া	গো খাদ্য ও পুজারকাজে	স্থানীয়
ফুলঝাড়	*Thysanolaena maxima*	ফুলঝাড়	ঘাস জাতীয়	ঢালো	প্রচুর	প্রচুর	মূল	কন্দ ফুল	পেটের পীড়া ও পুরোনো আমাশয়ে উপকারী	গৃহ কাজে	স্থানীয়
কোদা	*Paspalum scorbiculatum*	কোদা	ঘাস	সমতলভূমি	প্রচুর	কম	বীজ	বীজ/রস	ডায়াবেটিক, বিষনাশক		
বড়নল	*Arundo donax*	বড়নল	ঘাস জাতীয়	ঢালো/টিলা	প্রচুর	কম	কন্দমূল	কন্দমূল	মূত্রশর		স্থানীয়
কনককাই	*Bambusa affinis*	কনককাই	ঘাস জাতীয়	ঢালো/সমতল	প্রচুর	কম	কন্দমূল	শেকড়	শোথ ও কামেলা	মাছ ধরার ছিপ তৈরীতে ব্যবহার হয়	স্থানীয়
বরাক বাঁশ	*Bambusa balcooa*	বরাক বাঁশ	ঘাস জাতীয়	ঢালো/সমতল	প্রচুর	কম	কান্ডমূল	বীজ বেশ ছোট,গ্রন্থি কন্দ হতে বংশ বৃদ্ধি		ঘর বাড়ী ও অন্য নির্মান কাজে ব্যবহার হয়	স্থানীয়
জংলিধান	*Echinochloa crusgalli*	জংলিধান	ঘাস জাতীয়	সমতল	প্রচুর	কম	বীজ		রক্তক্ষরণ বন্ধে ও প্লীহা		স্থানীয়
শ্যামাধান	*Echinochloa colona*	শ্যামাধান	ঘাস জাতীয	জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ				
ইশুইসিটাম	*Equisetum debile*	ইশুইসিটাম	ঘাস	জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ		গনোরিয়ার		স্থানীয়
তাঙা	*Eragrostis tenella*	তাঙা	ঘাস	জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ		পুষ্টি গুন		স্থানীয়
রামসর	*Erianthus arundinaceus*	রামসর	ঘাস	জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ			ঝুড়ি তৈরি, দড়ি, সুতলি	স্থানীয়

বিন্দিমুথা	*Fimbristylis dichotoma*	বিন্দিমুথা	ঘাস	ধানি জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ	শেকড়	সুগন্ধ যুক্ত,	প্রসাধন শিল্প	স্থানীয়
দলঘাস	*Hymenachne pseudo*	দলঘাস	ঘাস	জলাশয়ে	প্রচুর	কম	অংশ				স্থানীয়
ডলু বাঁশ	*Neohouzeaua dullooa*	ডলু বাঁশ	ঘাস জাতীয়	ঢালো	প্রচুর	কম	কান্ডমূল			বেড়া, ঝুড়ি	স্থানীয়
কাল্যই বাঁশ	*Oxytenanthera albociliata*	কাল্যই বাঁশ	ঘাস জাতীয়	ঢালো/টিলা	প্রচুর	কম	কন্দমূল			কুরেঘর তৈরিতে	স্থানীয়
লতা											
গন্ধভাদালী	*Paedaria foetida*	গন্ধভাদালী	লতা জাতীয়	সমতল/ঢালু	প্রচুর	প্রচুর	গাছের অংশ	পাতা	পস্রাব, জ্বর, বাত	আচচ্ছাদক হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
হাঁড়গাজা	*Dillenia pentagyna*	হাঁড়জোড়া	লতা জাতীয়	সমতল	প্রচুর	প্রচুর	গাছের অংশ	পাতা, ডাটা	হাড় ভাঙ্গা, বাত, হাপানী	কাঠ ঘরে খুটি হিসাবে	স্থানীয়
বান্দইরাহলা	*Mucuna pruriens*	বান্দইরাহলা	লতা জাতীয়	সমতল/ঢালু	প্রচুর	প্রচুর	বীজ	বীজ	জ্বর, ক্রিমিনাশক, কিডনি		স্থানীয়
কোদল লতা	*Desmodium triflorum*	কোদল লতা	লতা জাতীয়	সমতল	প্রচুর	প্রচুর	গাছের অংশ	সারা অংশ	ব্রনক্রাইটিস, আমশয়		স্থানীয়
শনকাইস	*Abrus precatorius*	শনকাইস	লতা জাতীয়	সমতল	প্রচুর	প্রচুর	বীজ	বীজ	চর্মরোগ, মূত্ররোগ, ক্ষুধা বৃদ্ধি		স্থানীয়
স্বর্ন লতা	*Cuscata reflexa*	স্বর্ন লতা	লতা জাতীয়	সমতল	প্রচুর	প্রচুর	গাছেল অংশ	সারা অংশ	জন্ডিস, জ্বর, পক্ষাঘাস		স্থানীয়
তেলাকুচা	*Coccinia grandis*	তেলাকুচা	লতাজাতীয়	জঙ্গলে	প্রচুর	কম	বীজ	শেকড়, কান্ড ও পাতা	চর্মরোগ, ব্রঙ্কইটিস, বহুমূত্র	সবজী হিসাবে	স্থানীয়
মালা	*Diplocyclos palmatus*	মালা	লতা জাতীয়	পতিত জমিতে	প্রচুর	কম	বীজ	সারা অংশ	জ্বর ও বমনোদ্রেকে		স্থানীয়
কুন্দরি	*Melothria heterophylla*	কুন্দরি	লতা জাতীয়	বনাঞ্চলে	প্রচুর	কম	বীজ	শেকড়	ধাতু দৌর্বল্যে		স্থানীয়
শিবঝুলা	*Cardiospermum helicacabum*	শিবঝুলা	লতানো গাছ	রাস্তার ধারে	প্রচুর	কম	বীজ	পাতা, শেকড় ও বীজ	প্রস্বাবকারক, ঘর্মকারক, ঋতুস্রাব, স্নায়বিক দুর্বলতায়	কচিপাতা খাদ্যোপযোগী	স্থানীয়

অনন্মূল	*Hemidesmus indicus*	অনন্মূল	লতানো গাছ	বনভূমি ও তৃণভূমিতে	প্রচুর	কম	বীজ	শেকড়	বলকারক, মূত্রবৃদ্ধিকারক		স্থানীয়
নিমুখা	*Stephania japonica*	নিমুখা	লতানো গাছ	বনভূমি	প্রচুর	কম	বীজ	শেকড় ও পাতা	জ্বরে, মূত্র যন্ত্রের পীড়া ও আমাশয়ে ফোঁড়া	লাল রঙের গোল গেল ফল পাখীর খাদ্য	স্থানীয়
পিপুল	*Piper longum*	পিপুল	লতা জাতীয়	সমতল	প্রচুর	প্রচুর	গাছের অংশ	পাতা	কফ, হাপানী, গ্যাসটিক		স্থানীয়
অনন্মূল	*Hemidesmus indicus*	অনন্মূল	লতা জাতীয়	সমতল	প্রচুর	প্রচুর	গাছের অংশ	সারা অংশ	চর্মরোগ, পস্রাবের সমস্যা		স্থানীয়
হেলেইনচা	*Enhydra fluctuans*	হেলেইনচা	লতা জাতীয়	সেচসেচে	প্রচুর	প্রচুর	গাছের অংশ	পাতা, ডাটা	লিভার, চর্মরোগ	সবজী হিসাবে	স্থানীয়
গুলঞ্চ	*Tinospora cordifolia*	পদ্মগুড়চি	লতানো গাছ	গাছে	প্রচুর	কম	লতার অংশ	সারা অংশ	ঋতুস্রাবে, কামোৎপাদক	পাখীর খাদ্য	স্থানীয়
পান	*Piper betel*	পান	লতানো	পতিত জমি	প্রচুর	কম	লতার অংশ	পাতা	হজমকারক, সুগন্ধযুক্ত ও উদ্দীপক, সর্দি ও শ্বাসকষ্টে		স্থানীয়
মাধবীলতা	*Hiptage bengahalensis*	মাধবীলতা	লতা শক্ত	সবত্র	প্রচুর	প্রচুর	ঔষধী	ফুল, পাতা, মূল	মধূমেহ, শুক্রতারল্য, ক্রিমিনাশক	শুগন্ধি হিসাবে	স্থানীয়
আলকুশি	*Mimosa pudica*	আত্নগুপ্তা	বর্ষজীবি লতা	সবৃত্র	প্রচুর	প্রচুর	ঔষধি	মূল, বীজ	ধ্বজভাঙ্গা, ক্ষীন শুক্র রোগে উপকারী	সবুজ সার হিসাবে এবং ভূমক্ষয় নিবারনে এর ব্যবহার রয়েছেশুগন্ধি হিসাবে	স্থানীয়
কাকরোল	*Momordica cochinchinensis*	আকড়ী	বর্ষজীবি লতা	চারা জায়গা	প্রচুর	প্রচুর	ভেষজ	মূল, ফল, বীজ	রুচিকর, পিত্তবিকার, বেদনা প্রমশক	সবজী হিসাবে	স্থানীয়
বরবটী	*Vigna cylindrica*	রাজমোষ	বর্ষজীবি লতা	চারা জায়গা	প্রচুর	প্রচুর	ভেষজ	বীজ, খোসা	বলকারক কামোদ্দীপক, ক্ষত, পিত্ত মাটিতে রোগ	সবজী হিসাবে	স্থানীয়
ঘিলা	*Etude phaseoloides*	ঘিলা	লতানো	ঘভীল জঙ্গল	প্রচুর	কম	বীজ		ঊমন কারক, ক্রিমিনাশক	ভাজা বীজ খাদ্য হিসাবে এবং কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার হয়	স্থানীয়
দুধী লতা	*Ichnocapus frutescens*	দুধীলতা	লতানো	প্রতিত ভুমি	প্রচুর	কম	পাতা		পেটের রোগ		স্থানীয়

ভাদালী পাতা	*Paederia factid*	ভাদালী পাত	লতানো	জুবঝাড়	প্রচুর	কম	পাতা		রক্তশোধন, আমাশয় উপকারী	শাক হিসাবে এর ব্যবহার রয়েছে	স্থানীয়
ঝুমকালতা	*Passiflora foetita*	ঝুমকালতা	লতানো	জুবঝাড়	প্রচুর	কম	পাতা কান্দ		ভাতরোগে উপকারী	শুগন্ধি হিসাবে	স্থানীয়
বেত	*Calamus guruba*	বেত	কাটা যুক্ত লতানো	বিজা জায়গায়	প্রচুর	কম	কন্দ	কান্দ	বিকার জনীতরোগ, পোরাতন জ্বর, কুকুরের বিষ পতিশোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়	হস্ কারু শিল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়	স্থানীয়
গোল মরিচ	*Piper nigrum*	গোল মরিচ	লতানো	টিলা ছারা বড় গাছেকে অভলম্বন করে	প্রচুর	কম	ফল	ফল	রস বহ স্রেত্রে এবং অস্ন্যাশয়ে		স্থানীয়

ফরমেট ১৪ ঃ- জলের বাস্তুতন্ত্র

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ধরন	আকৃতি	জায়গার ধরন	উৎপাদন অবস্থা		ব্যবহার	ঔষধীয় ব্যবহার	অন্য ব্যবহার	জাতি/ জ্ঞানীলোক
					অ্নীত	বর্তমান				
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০
শামুক	*Pyle globosa*	শামুক	গোল	জল,স্থল	প্রচুর	কম	খাদ্য হিসাবে	প্রোটিন , রক্তবৃদ্ধি		দেশী
ঝিনুক	*Lamellidens marginalis*	ঝিনুক	গোল	জল,পুকুর,	প্রচুর	কম	মাংস হিসাবে	ঐ		দেশী
কাকড়া	*Callineetef spidus*	বহুপদ	গোল	জল,সেচ	প্রচুর	কম	সবাংস তরকারী হিসাবে	ঐ		দেশী
কুইচা	*Lanelli densmargi*	মৎস্য	লম্বা	জল,সেচ	প্রচুর	কম	মাংস	ঐ		দেশী

ফরমেট ১৫ ঃ- বন্য জলজ উদ্ভিদের গুরুত্ব

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ধরন	গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা	উৎপাদন অবস্থা	
				অতীত	বর্তমান
১	২	৩	৪	৫	
ঘাইউরা	*Lassie soinosa*	কন্টশাযুক্ত,গ্রন্হ বিরুৎ	সবজী হিসাবে ব্যবহার হয় অশ্ব্যরোগে উপকারী	কম	কম
ক্ষণুপানা	*Lemna perpusilla*	ঘুচ্চ,কন্দ, ভাসমান জলঝ উদ্ভিদ	গো খাদ্য ও জল দূষন রোদকরে	কম	কম
সুজিপানা	*Wolffia arrhza*	ধানাদার, ভাসমান জলঝ উদ্ভিদ	গো খাদ্য ও মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়	কম	কম
কেশুরি	*Eleochanis duleis*	বায়বিয় সরল ত্রিপনাকার পর্ব	রান্নার মসলা হিসাবে ব্যবহার রয়েছে	প্রচুর	কম
সুসনি	*Marsilea minuta*	ঔম্বঢারার আগায় চারটি পত্র পলক	নিদ্রাকারাক প্রস্রাবকারক কামউদ্দিপাক	প্রচুর	কম
চটচটি	*Seirpus articulatus*	কান্দ ঘুচ্চবধক হালকা সবুজ বণের	পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করাহয়	প্রচুর	প্রচুর
তারা	*Alpinia allughaus*	কান্দ ২মিটার পযন্ লম্বা হয় এবং কান্দ থেকে পাতা বের হয়	কান্দ সবজী হিসাবে ব্যবহার হয় মুল কীটনাশক	প্রচুর	কম
টবটবি	*Nynphoides indicom*	ঋাসমান তম্বালকার পত্র যুক্ত জলঝ বিরুৎ	জ্বর, জন্ডিস ও গো খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়	প্রচুর	কম
বুনলং	*Ludwigia perenais*	রিজুবিরুৎ হলুদ ফুল হয়	চিরতার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করাহয়	প্রচুর	কম
জলদারকা	*Alternanthera philoxeraibes*	বাসমান পাপা কান্দ যুক্ত	সবজী হিসাবে ব্যবহার করাহয়	প্রচুর	কম
বড় শোলা	*Aeschynomeme aspera*	নরমমঝ যুক্ত কান্দ	টুপি, মুকুট, হাতির পিঠের ঘদি, ভারুদ তৈরী কয়লা হিসাবে ব্যবহার হয়	প্রচুর	কম
সাদা শাপলা	*Nymphaea micrantha*	লম্বা কান্ড যুক্ত ফুল	সবজি ও ঔষধি	প্রচুর	কম
হেলেইনচা	*Ensoidra fluctuence*	লম্বা লতা জলে ভাসে	সবজি ও ঔষধি	প্রচুর	কম
শুষনি	*Marsiba minuta*	ভিজে মাটিতে থাকে	সবজি ও ঔষধি	প্রচুর	কম
ঝাঁঝি	*Hydrilla verticillata*	জলের নীচে থাকে	ঔষধি	প্রচুর	প্রচুর
দাদমারি	*Ammania baccifera*	ভিজে মাটিতে থাকে	ঔষধি	প্রচুর	কম
জলপাপ্রা	*Mollugo pentaphylla*	ভিজে মাটিতে	অনিয়মিত ঋতুস্রাবে এই গাছের ক্বাথ উপকারী	প্রচুর	কম
মালচা	*Ludwigia adscendens*	জলের উপরে ভাসে	ঔষধি	প্রচুর	কম
পানমরিচ	*Polygonum barbatum*	সেচসেতে থাকে	ঔষধি	প্রচুর	কম
তীরমূখী	*Sigittaria sagitifolia*	সেচসেতে থাকে	ঔষধি	প্রচুর	কম

পানিলাজুক	*Neptunia prostrata*	লম্বা লতা জলে ভাসে	সবজি ও ঔষধি	প্রচুর	কম
কলমি	*Ipomoea aquatic*	লম্বা লতা জলে ভাসে	সবজি ও ঔষধি	প্রচুর	কম
শালিঞ্চে	*Alternanthera sessilis*	ভিজে মাটিতে থাকে	ঔষধি	প্রচুর	প্রচুর
কচুরিপানা	*Eichhornia crassipes*	ভাসমান, কাণ্ড খুবই ছোট	পশুখাদ্য এবং জৈব গ্যাস	প্রচুর	প্রচুর
জলমুথা	*Cyperus iria*	সেচসেতে থাকে	ঔষধি	প্রচুর	কম
সিঙ্গারা	*Trapa natans*	জলের উপরে ভাসে	ঔষধি	প্রচুর	প্রচুর
টোকাপানা	*Pistia stratiotes*	সেচসেতে থাকে	ঔষধি	প্রচুর	কম
শাপলা	*nymphaea nouchali*	লম্বা কান্ড যুক্ত ফুল	জলাশয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সজি হিসাবে ব্যবহার হয়	প্রচুর	কম
মাখনা	*Euryle ferox*	জলের উপরে ভাসে	ঔষধি	প্রচুর	কম
পেঞ্চুলি	*Limnanthimum cristatum*	জলাশয়ের কিনারায় থাকে	ঔষধি	প্রচুর	কম
ঝিল মরিচ	*Sphenoclea zeylanica*	ভিজে জমিতে থাকে	ঔষধি	প্রচুর	কম
কেশরদাম	*Jussia repens*	জলের উপরে বাসে	শাসমুলযুক্ত লতা,খাদ্য উপযোগী,চর্মরোগে সহায়ক	প্রচুর	কম
ঈষা লুঙ্গা	*Hydrolea zylanica*	কান্দের পবের থেকে ফুল বেরহয়	পাতা জীবানু নাশক ক্ষতে পুলতীশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়	বেশী	বেশী
পানী কলা	*Ottelia alismoides*	এাংশলয়,নরম কান্দ জলের নীছে থাকে পাতা শীরা যুক্ত	সবজী হিসাবে ব্যবহার কারা হয়	প্রচুর	প্রচুর
কঢ়রী	*Monochoria nastata*	পাতা ভোটা লম্ব ও চোড়া	সবজী হিসাবে ও সিতল টনিকযুক্ত	কম	কম
বিষকাটালি	*Polygonum barbatum*	সেচসেতে থাকে	ঔষধি	প্রচুর	প্রচুর

ফরমেট ঃ- ১৬ বনজ উদ্ভিদ ও ঔষধি গুরুত্ব

গাছের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	ধরন	জায়গার ধরন	উৎপাদন অবস্থা		ব্যবহার	ব্যবহার্য অংশ	ঔষধি ব্যবহার	অন্য ব্যবহার (বাজার/নিজস্ব কাজে)	জাতি/ জ্ঞানীলোক
					অতীত	বর্তমান					
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০	১১
কাউ	*Garcinia cowa*	কাউ	মাঝারি গাছ	সমতল	প্রচুর	কম	ঔষধি	রজন	গাছ হতে পাওয়া রজন ঔষধী গুনযুক্ত		দেশী

বট	*Ficus bengalensis*	বট	বড় গাছ	সমতল	প্রচুর	কম	ঔষধি	পাতা	টনিক ফোঁড়া, কুষ্টরোগ		দেশী
পিপুল	*Piper longum*	পিপুল	লতা	সমতল	প্রচুর	কম	ঔষধি	ফল এবং মূল	ঠান্ডাগলা, কফ, সপের কামড়		দেশী
আমলকী	*Phyllanthus emblica*	আমলকী	মাঝারি গাছ	সমতল	প্রচুর	কম	ঔষধি	ফল	জন্ডিস, হজমশক্তি, সর্দি, কাশি রক্তল্পতা।		দেশী
ওলটকম্বল	*Abroma augusta*	ওলটকম্বল	ছোট গাছ	ঢালু	প্রচুর	কম	ঔষধি	বাকল	মূল ভেষজ গুণযুক্ত,মূলের বাকল রজো বাহুল্যে উপকারী		দেশী
বহেড়া	*Terminalia belirica*	বহেড়া	বড় গাছ	সমতল/ঢালু	প্রচুর	কম	ঔষধি	বাকল ও ফল	মূত্রবর্ধক, রক্তাল্পতা ও শ্বেতিতে, পেটেরপীড়া প্রভৃতি	এর কাঠ আসবাস পত্র ও জ্বালানীতে ব্যবহার করা হয়	দেশী
হরতকী	*Terminalia chebula*	হরতকী	বড় গাছ	সমতল/ঢালু	প্রচুর	কম	ঔষধি	ফল, বাকল	হাঁপানী, গলক্ষত, রক্তল্পতা, বাত, হৃদরোগ প্রভৃতি	এর কাঠ আসবাস পত্র ও জ্বালানীতে ব্যবহার করা হয়	দেশী
শিমুল	*Bombax ceiba*	শিমূল	বড় গাছ	সমতল	প্রচুর	কম	ঔষধি	আঠা, মূল, বাকল	রক্তস্রাব, সঙ্কোচক, বলকারক		দেশী
নয়নতারা	*Catharathus rosaus*	নয়নতারা	হার্ব	সমতল	প্রচুর	কম	ঔষধি	মূল, পাতা	ডাইবেটিস, রক্তচাপ		দেশী
বরুন	*Crataeva nurvala*	বরুন	মাঝারি গাছ	সমতল	প্রচুর	কম	ঔষধি	পাতা ও বাকল	ক্ষুধা বর্ধক, পাথুরি রোগ নিবারক		দেশী
ঘিলা	*Entada phaseoloides*	ঘিলা	লতানো গাছ	সমতল/ঢালু	প্রচুর	কম	ঔষধি	বীজ, কান্ড ও বাকল	টনিক, বমনকারক ও ক্রিমিনাশক		দেশী
অশোক	*Saraca indica*	অশোক	মাঝারি গাছ	সমতল/ঢালু	প্রচুর	কম	ঔষধি	পাতা, বাকল	ঋতুস্রাবে এবং জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগে উপকারী		দেশী
সুলতানা চাঁপা	*Callophyllum inophyllum*	সুলতান চাঁপা	মাঝারি গাছ	ঢালু/সমতল	প্রচুর	কম	ঔষধি	বীজ ও বীজতেল	চর্মরোগ, বাত ইত্যাদি		দেশী

ফরমেট ১৭ ঃ- বন সম্পর্কিত আগাছা

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বন সম্পর্কিত শস্য	জায়গার ধরন	উৎপাদন অবস্থা		ব্যবহার	ঔষধীয় ব্যবহার	ব্যবহার্য অংশ	অন্য ব্যবহার	জাতি/ জ্ঞানীলোক
				অতীত	বর্তমান					
১	২	৩	৪	৬		৭	৮		৯	১০
ছোট এস্কি	*Cassia sophera*	বীজ	টিলা	প্রচুর	কম		হজম	বীজ		দেশী
রিফিউলজি পাতা	*Mikania cordata*	মূল	টিলা/সমতল	প্রচুর	প্রচুর			পাতা		দেশী
বন কলা	*Musa acuminate colla*	মূল	টিলা	প্রচুর	প্রচুর		রক্ত বৃদ্ধিতে	পাতা		দেশী
বন কলই	*Pureria phaseolides*	বীজ	টিলা/সমতল	প্রচুর	কম		গারের কাজে	পাতা, বীজ		দেশী
কুমারিয়া লতা	*Smilax zeylanica*	লতা	টিলা	প্রচুর	কম		যৌনরোগ, বাত, আমাশয়	কচি পাতা ও ডালা সবজী হিসাবে		দেশী
এস্কি	*Cassia occidentalis*	বীজ	টিলা	প্রচুর	কম		কৌষ্ঠ কাঠিন্য	বীজ		দেশী
বাম্পাই	*Peuraria thomsomi*	বীজ	টিলা	প্রচুর	কম		মাথার ব্যাথা, সাপের কামড়	বীজ		দেশী
তকমা	*Hyptis suaveolens*	বীজ	টিলা	প্রচুর	কম		হজম বৃদ্ধি, পেট পরিস্কার	বীজ		দেশী
দাদমারি	*Cassia alata*	বীজ	ঢালু	প্রচুর	কম		চর্মরোগ	পাতা		দেশী
কুচ	*Abrus percatorius*	কুচ	সমতল	প্রচুর	কম		শূলবেদনা ও কাশি	পাতা ও শেকড়		দেশী
গোল এস্কি	*Cassia tora*	বীজ	টিলা	প্রচুর	কম		কাটা, ঘাঁ, কোজপাচরা	বীজ		দেশী
কুশ	*Saccharum spontaneum*	ঘাসজাতিয়	নদীর দ্বারে	প্রচুর	কম		যক্ষা,মূত্র গোলযোগ, প্রদাহ	কাগজের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়		দেশী

ফরমেট ১৮ ঃ- অলংকারী গাছ

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ধরন	জায়গার ধরন	বানিজ্যিক/অবানিজ্যিক ব্যবহার	ঔষধীয় ব্যবহার	অন্য ব্যবহার	জাতি/ জ্ঞানীলোক
১	২	৩	৪	৭	৮	৯	১০
সোনাল ফুল	*Cassia fistula*	মাঝারী গাছ	সমতল		জন্ডিসের ঔষধ		দেশী
গাঁদা	*Tagetes patula*	লতানো গাছ	সমতল				দেশী

রঙ্গন	*Ixora coceienea*	ঝোপ	সমতল/টিলা				স্থানীয়
কামিনী	*Murraya paniculata*	ঝোপ	সমতল/টিলা				স্থানীয়
মাধবীলতা	*Hiptage benghalensis*	লতানো গাছ	সমতল				দেশী
কৃষ্ণচুরা	*Delonix regia*	মাঝারী গাছ	সমতল		ক্রিমিনাশক		দেশী
দোপাটি	*Impatiens balsamina*	ঝোপ	সমতল				
পলাশ	*Butea monosperma*	মাঝারী বৃক্ষ	টিলা/ঢালো		ক্রিমি ও পিতা ক্রমি নাশক		স্থানীয়
নন্দদুলাল	*Mirabilis jalapa*	গুল্ম	সমতল/ঢালো		রেচক ও কামোদ্দীপক, সর্দী, কোষ্ঠ-কাঠিন্য		দেশী
শিউলী	*Nyctanthus arbortristis*	মাঝারি গাছ	ঢালু/সমতল		পাতা জ্বর,বাত,চর্মরোগ	সুতি ও রেশম বস্ত্র রং করায় ব্যবহত হয়	
নীলকণ্ঠি	*Polygala crotalarioides*	ছোট গাছ	ঢালু/সমতল				
নয়নতারা ফুল	*Catharanthus roseus*	ঝোপ	সমতল		ডাইরিয়া, রক্ত আমাশা		দেশী
চন্দ্রমল্লিকা	*Chrysanthemum indicum*	ছোট গাছ	সমতল				বিদেশী
করবী	*Neriem indicum*	মাঝারী গাছ	সমতল		ঘুমের ঔষধ, ব্যথা নিবারক		দেশী
কাগজ ফুল	*Bougainvillea spectabilis*	ঝোপ	সমতল		ডাইবেটিস, রক্তচাপ		দেশী
কলাবতী	*Canna indica*	ছোট গাছ	সমতল				দেশী
নাগেশ্বর	*Mesua ferrea*	বৃক্ষ	সমতল/টিলা	পাতা, ফুল ও ফল	পেশী সঙ্কোচক		বিদেশী
চাঁপা	*Michelia champaca*	বড় গাছ	সমতল/টিলা		কুষ্ঠ,চর্মরোগ, পিত্তের উপশমেরছাল উপকারী	অলংকারী গাছ	স্থানীয়
কৃষ্ণছুড়া	*Delonix regia*	মাঝারি গাছ	সমতল/টিলা			অলংকারী গাছ	স্থানীয়
গন্ধরাজ	*Gardenia jasminoides*	মাঝারি গাছ	সমতল/টিলা			অলংকারী গাছ	স্থানীয়
গোলাপ	*Rosa indica*	ঝোপ	সমতল/টিলা			অলংকারী গাছ	স্থানীয়
টগর	*Ervatamia coronaria*	ঝোপ	সমতল/টিলা			অলংকারী গাছ	স্থানীয়

স্থলপদ্ধ	*Hibiscus mutaleilis*	ঝোপ	সমতল/টিলা		কফ বিকার ও বায়ুবিকাওে ব্যবহার কারাহয়	অলংকারী গাছ	স্থানীয়
জবা ফুল	*Hibiscus rosa-sinensis*	ছোট গাছ	সমতল		যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি		দেশী
লতকরবী	*Allamanda cathartica*	লতানো গাছ	সমতল		সর্দি		দেশী
বক ফুল	*Sesbania grandiflora*	মাঝারী গাছ	সমতল		রক্ত শূন্যতা, শ্বেতস্রাব		দেশী
ডালিয়া	*Dahlia pinnata*	মাঝরি গাছ	সমতল				বিদেশী
জারুল	*Lagerstroemia speciosa*	বড় গাছ	ঢালু/সমতল		পেটের ব্যথা, ডাইরিয়া		দেশী
রজনী গন্ধা	*Polianthes tuberosa*	ঝোপ	সমতল/টিলা				স্থানীয়

ফরমেট ১৯ ঃ- নেশা জাতীয় গাছ

গাছ	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ধরন	জায়গার ধরন	অবস্থা		ব্যবহার	ব্যবহার্য্য অংশ	ঔষধীয় ব্যবহার	অন্য অন্যকিছু (ব্যবহার পদ্ধতি)	জাতি/ জ্ঞানীলোক
					অতীত	বর্তমান					
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০	১১
করবী	করবী	*Neriem indicum*	শক্ত খোসা যুক্ত বীজ	টিলা, ঢালু সমতল	প্রচুর	প্রচুর	ঘুমের ঔষধ	গোটা	ঘুমের ঔষধ	পুজার কাজে	দেশী
ধুতরা	ধুতরা	*Datura starmonium*	কাটা যুক্ত গোল বীজ	টিলা,সমতল, ঢালু	প্রচুর	প্রচুর	ঘুমের বরি	গোটা	ঘুমের বরি	পুজার কাজে	দেশী
পান	পান	*Piper betel*	পাতা	সমতল	প্রচুর	প্রচুর	সুপারীর সাথে	পাতা	সুপারীর সাথে	মুখরুচক হজমকারক	দেশী
গাজা	গাজা	*Cannabis sativa*	সরু চিকন চিকন পাতা জট বাধানো ফুল	সমতল	প্রচুর	সীমিত	নেশা ও ঘুমের ঔষধ তৈরী	পাতা	নেশা ও ঘুমের ঔষধ তৈরী	ঔষধ তৈরীতে ব্যবহার করাহয়	দেশী
সুপারী	সুপারী	*Areca catechu*	গোল বীজ	টিলা,সমতল, ঢালু	প্রচুর	প্রচুর	পানের সাথে	বীজ	উত্তেজক	ঔষধ তৈরীতে ব্যবহার করাহয়	দেশী

ফরমেট ২০ ঃ- কাঠের গাছ

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ধরন	উৎপাদন অবস্থা		অন্যান্য ব্যবহার	ঔষধীয় ব্যবহার	অন্য কিছু	জাতি/ জ্ঞানীলোক
			অতীত	বর্তমান				

১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
মেহগনী	*Swietenia mahogoni*	বৃহৎ চিরহরিৎ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র ও বাড়ীঘর তৈরি	মধুমেহ		স্থানীয়
হিজল	*Baringtonia acutangula*	মাঝারি	প্রচুর	কম	নৌকা তোলী	হিজল বীজ বায়ুনাশক, বমনকারী, বুকের ব্যথা উপশম হয়		স্থানীয়
নাগেশ্বর	*Mesuaferra*	মাঝারি	প্রচুর	কম	খুটির কাজ	শ্বেতপ্রদও, পিত্তপ্রধান, জ্বও, গেঁটে বাত সর্দি রোগে উপকারী		স্থানীয়
জাম	*Syzygium cumini*	মাঝারি	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র ও বাড়ীঘর তৈরি			স্থানীয়
মৌরই	*Anogeissus hcuminata*	মৌরই	প্রচুর	কম	কাঠ নানা কাজে ব্যবহার বিষেশ করে যন্ত্রপাতীর হাতল তৈরীতে ব্যবহার করাহয়		জ্বালানী হিসাবে	স্থানীয়
আম	*Mangifera indica*	বড় গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান			দেশী
সিদা জারুল	*Legerstromia speciosa*	মাঝারি গাচ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	পেটের ব্যাথা, হজম বৃদ্ধি		দেশী
কাঁঠাল	*Artocarpus heterophoyllas*	মাঝারি গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	পেটের রোগ, রক্ত বৃদ্ধি		দেশী
ছাতিম	*Alstonia scholaris*	বড় গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	ক্রিমিনাশক লিভারের রোগ		দেশী
হারগাজা	*Dillenia pentagyna*	মাঝারি গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	বাত,কফ,নিমুনিয়া		দেশী
কনাক	*Schima wallichi*	বড় গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	পশুর ক্রিমিনাশক		দেশী
কুমিরা	*Careya arborea*	মাঝারি গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান			দেশী
তুলা	*Bombax ceiba*	বড় গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান			দেশী
করই	*Albizia procera*	ছোট পাতা যুক্ত বড় গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	চামড়া দিয়ে মাছ মারার কাজে ব্যবহার করে		দেশী
কদম	*Anthocephalus cadamba*	বড় গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	জ্বার, বাত, জন্ডিস		দেশী
সেগুন	*Tectona grandis*	মাঝারি গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান			দেশী
আওয়াল	*Vitex penduncularis*	মাঝারি গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	কালো জ্বরের ঔষধ তৈরী হয়		দেশী
গাঙ্গ জারুল	*Leggerstromia flosregina*	মাঝারি গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	পেটের ব্যাথা, হজম বৃদ্ধি		দেশী
শাল	*Shoera robusta*	লম্বা কান্ড যুক্ত বড় গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান			দেশী
শিরীষ	*Albizia lebbeck*	শিরীষ করই	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	চক্ষুরোগে, চর্মরোগ,		স্থানীয়

						ব্রঙ্কাইটিস, দন্ডরোগ, ইদুরের কামড়ে		
শিল করই	*Albizia lucida*	শিলকরই	প্রচুর	কম	আসবাব ও বাড়ীঘর নির্মান			স্থানীয়
বিলাতি শিরীষ	*Enterolobium saman*	বিলাতি শিরীস	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র			স্থানীয়
চামল	*Artocarpus chaplasa*	চাঁপলাস কাঁঠাল	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র ও বাড়ীঘর তৈরি			স্থানীয়
গর্জন	*Depterocarpus turbinatus*	বৃহৎ সরল কান্দ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র ও বাড়ীঘর তৈরি	কীটনাশ,ভাতরোগে উপকারী		স্থানীয়
জারুল	*Lalagerstromia speciosa*	মাঝরি	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র ও বাড়ীঘর তৈরি	মধুমেহ		স্থানীয়
গামার	*Gmelina arborea*	মাঝারি গাছ	প্রচুর	কম	আসবাব পত্র বাড়ীঘর নির্মান	জ্বার, মাথাব্যাথা, স্নায়ুরোগ		দেশী
তেন্দু	*Biospyros melanoxylom*	বিড়ি পাতা	কম	কম	কাঠ খুটি,ব্রাশের হাতল, বেড়াভার ছুরি এবং পাতা বিড়ি তৈরী তে ব্যবহার হয়			স্থানীয়

ফরমেট ২১ ঃ- বন্য প্রাণী , পশু, পাখি, সরিসৃপ, সন্ধিপদ, পতঙ্গ অন্যান্য

প্রানীর নাম	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ধরন	জায়গার ধরন	মন্ব্য
১	২	৩	৪		১২
নলবক	নলবক	*Lxobrychus cinnamomeus*	সাদা ঠোট মাঝারি আকারের	ধান ক্ষেতে	কম
খচ্ছপ	কাটুয়া	*Morenia petersi*	ছোট আকারের গোল শক্ত আবরণ	জল এবং স্থল	কম
টিক টিকি	টিক টিকি	*Hemidactytus filaviviridis*	সাদা এবং কালো ,মুখের তুলনায় চোখ বড়	বাড়ি ঘরের দেওয়ালে	কম
তক্ষা	তক্ষা	*Gekko gecko*	টিক টিকির মত, আকারে বড়, বিচিত্র রঙ ,চোখের চারদিকে হলুদ গোলাকার	গাছে কোঠরে ও বাড়ি ঘরের দেওয়ালে	কম
গিরগিটি	গিরগিটি	*Calotes yesicolor*	সবুজ রঙের লাল গলা	পাতিজঙ্গলে	কম

আঁচিলা	আঁচিলা	*Mabuya carinata*	উজ্বল লৌহ বর্ণের	হালকা জঙ্গলে	কম
গোসাপ	গোসাপ	*Varanus monitor*	অনেক টা কোমিরের মত জীহ্বা অনেকটা সাপের মত	উভচর	কম
আথাল কেচ্ছা	আথাল কেচ্ছা	*Typhlops spp.*	কেচোঁর মত, আকারে ছোট ,কালো উজ্বলবর্ণের	সেতসেতে জায়গায় থাকে	কম
অজগর সাপ	অজগর সাপ	*Python molurus*	বড় মাথা যুক্ত, বড় আকারের মাথা বড়, শরীর চিত্র যুক্ত	জঙ্গলেও ঝোপ ঝারে থাকে	কম
লাউ ডগা সাপ	লাউ ডগা সাপ	*Dryophis sp.*			কম
গুই সাপ	গুই সাপ	*Varanus bengalensis*	কুমীরের মত ছোট আকারের	জলে	কম
ময়না	ময়না	*Acridotheres tristis*	লাল ঠোট বিশিষ্ট ছোট আকারের পাখী	গাছের কোটরে	কম
সজারু	সজারু	*Atherurus macrourus*	কাটা যুক্ত	ঝোপ	কম
জলপিপি	জলপিপি	*Metopidins indicus*	এদেও মাথ, গলা, আর বুক উজ্জ্বল কালো রঙের	জলজ উদ্ভিদে ভরা পুকুর ও ঝিলে জলেভাসমান লতা পাতার উপর দেখা যায়	কম
টিটি পাখি	টিটি পাখি	*Vanellus indicus*	পিঠের রঙ বাদামঢ-ব্রোনজ, পেটের দিকে সাদা,মাথা,বুক ও গলা কালো	খোলা মাঠে, ঘাসজমিতে বা চাষাক্ষেতে এদের দেখাযায়	কম
কাঠ ঠুকরা	কাঠ ঠুকরো	*Asarcornis scutulata*	সরু লম্বা ঠোট বিশিষ্ট ছোট পাখী	গাছের কোটরে	কম
পানকৌড়ি	পানকৌড়ি	*Phalacrocorax carbo*	কালো লম্বা গলা যুক্ত	জলাশয়ে	কম
বৌ কথা কও	বৌ কথা কও	*Cuculus micropterus*	ছোট পাখী	ছোট গাছে	কম
লম্বা লেজ ভীম রাজ	লম্বা লেজ ভীম রাজ	*Dicrurus parediseus*	কোকিলের মত লম্বা লেজ	গাছের ডালে	কম
জঙ্গল বিড়াল	জঙ্গল বিড়াল	*Felis chaus*	বিড়ালের মত	জঙ্গলে	কম
লাল বানর	বানর	*Macaca mulatta*	ছোট	গাছের ডালে	প্রচুর

ভিমরাজ	ভিমরাজ	*Dicrurus prediseus*	কোকিলের মত লম্বা লেজ	গাছের ডালে	কম
আন্ধা বক	আন্ধা বক	*Ardeola grayii*	গলা মাথা হলুদ পাখা ও লেজ সাদা	জলাশয়ে, বড় গাছে	কম
খোন্ডে বক	খোন্ডে বক	*Plataba leueorodia*	মাঝারি আকারের বক	জলাশয়ে	কম
খরগোশ	খরগোশ	*Caprolagus hispidus*	ছোট লম্বা মুখ কান খারা	ঝোপ	কম
ফানক সাপ	ফানক সাপ	*Naza naza*	লম্বা ফনা যুক্ত	গর্তে	কম
লজ্জাবতি বানর	লজ্জাবতি বানর	*Nycticebus coucang*	ছোট চোখ বড় মাথা গোল	বড় গাছে ও গভীর জঙ্গলে	কম
উদ বিড়াল	ওদ বিড়াল	*Aonyxcinerea*	লেজযুক্ত বিড়ালের মত	জলাশয়ের ধারে	কম
খাটাস	খাটাস	*Civets*	বিড়ালের মত,লম্ব লেজ,	ঝোপ, ঝার,	কম
গগন বেড়	গগন বেড়	*Pelecanus philippensis*	ঠোঁটের উপরিভাগ নীল আর কালো,ঠোঁটের নিচের চামড়ার রঙ ফিকে বেগুনী, গায়ের রঙ বাদামী রঙের	তালও নারকেল জাতীয় গাছে	কম
বাদুর	বাদুর	*Cynopterus sphinx*	পাখীর মত পালক বিহীন, লোম যুক্ত খারা কান	বড় গাছে/ বাঁশের ঝারে	কম
চামচিকে	চামচিকে	*Pipistrele coromandra*	বাদুরের মত আকারের চোট	পরিত্যক্ত বাড়ি ঘরে	কম
শেয়াল	শেয়াল	*Canis aurens*	কুকুরে মত	ঝোপে	কম
বাঘদাস	বন বিড়াল	*Viverra zibettea*	বিড়ালের মত	ঝোপে	কম
ঘরের ইঁদুর	ইঁদুর	*Rattus rattus*	ছোট ধুশর রঙের লম্বালেজ	গর্তে বাড়িঘরে এবং শস্যেও ক্ষেতের কাছে	বেশী
গরু বক		*Bubuleusibes coromandus*	মাঝারি	গবাধি পশুর বিচরন ক্ষেত্রে	বেশী
টুনটুনি	টুনটুনি	*Orthotonus sutorius*	ছোট	গাছে	কম
দোয়েল	দোয়েল	*Copsychus saularis*	ছোট পাখী	গ্রামের আশেপাশের জঙ্গলে	কম
চড়াই	চড়াই	*Passer domesticus*	ছোট পাখী	বাড়ি ঘরে	কম
মাঠ চড়াই	মাঠ চড়াই	*Erecopterix grisea*	ফিঞ্চের মতো, চড়াইয়ের চেয়েও ছোট,	মাঠের মধ্যে কোন ঝোপের	কম

			বাদামী বালির রঙ, নিচের অংশ কালো	আঁড়ালে,রেকাবীর মতো অল্প গভীর গর্তে	
বেনে বউ	বেনে বউ	*Oriolus xanthornus*	গায়ের রঙ উজ্জ্বল সোনালী হলুদ,ঠোঁট এবং লাল টুকটুকে চোখ,ডানা ও লেজে কালো ছোপ	গাছের বাকলের তন্তু দিয়ে,বাটির মতো বাসা বোনে গভীর জঙ্গলে	কম
বাবুই	বাবুই	*Ploceus philippinus*	ছোট পাখী	তাল গাছ/সুপারী গাছে	কম
কাক	কাক	*Corvus splendens*	মাঝারি পাখী কালো	বসত এলাকায় কধাচিত্রে জঙ্গলে	কম
চিল	চিল	*Milvus migrans*	বড় পাখী, লম্বা পাখা যুক্ত	বড়গাছে	কম
শামুকখোর	শামুকখোর	*Anastomus oscitans*	বড় পাখী, বকের মত	জলাশয়ে	কম
গোবক	গোবক	*Ardeola grayii*	মাঝারী পাখী	জলাশয়ে	কম
মাছরাঙ্গা	মাছরাঙ্গা	*Ceryle rudis*	ছোট পাখী ,উজ্বল রঙের	জলাশয়ে	কম
ফট্‌কা মাছরাঙা	ফট্‌কা মাছরাঙা	*Alcedo atthis*	সুন্দর নীল আর সবুজে মেশানো রঙের পিঠ শরীরের নিচের অংশ গাঢ় মরচে ধরা লোহার মতো লাল লেজ টি ছোট এবং ঠোঁটলম্বা	নদী, পুকুর এবং ডোবার জলে নুয়ে পড়া কোনো গাছের ডালে দেখা যায়	বেশী
টিয়া পাখী	টিয়া	*Psittacula krameri*	সবুজ রঙের ,লাল ঠোট, মাঝারি পাখী	বড়গাছে	কম
পেঁচা	পেঁচা	*Tyto alba*	বড় পাখী ,মাথা গোল, বড় চোখ	জঙ্গলে বসত এলাকায়	কম
কোকিল	কোকিল	*Eudynamys scolopacea*	কাল কাকের মত আকারে ছোট	গাছে থাকে	কম
পাহড়ি বুলবুল	পাহাড়ী বুলবুল	*Pylanonotus jocosus*	ছোট আকারের পায়রার মত	জঙ্গলে পাহারী এলাকায়	কম
হরিন	হরিণ	*Cervus elaphus*	হালকা হলদে, কানের বিতর সাদা	জঙ্গলে ও ঝোপ ঝারে	কম
হাঁড়িচাঁচা	হাঁড়িচাঁচা	*Dendrocitta vagabunda*	দেহের রঙ চেস্ট্‌নাট বাদামী ,মাথা ও গলা ভূষোকালির মতো রঙের সুশ্রী পাখি	ঘন পাতাভরা বড়ো গাছে, অনেক উচুঁতে পাতার আড়ালে	বেশী
হরবোলা	হরবোলা	*Chloropsis cochinchinensis jerdoni*	ঘাসের মতো সবুজ রঙের বুলবুলের আকারের পাখি	গাছের ডালের একেবারে শেষ প্রান্তে	বেশী

বুলবুল	বুলবুল	*p. cafer*	ধোঁয়াটে রঙের পাখি,বুক আর পিঠে অজস্র মাছের আশের মতো দাগ লেজে লাল রঙের ছোপ	নিচু গাছ বা ঝোপের মাথায়,বাংলো বাড়ির বারান্দায়	বেশী
কাঠবিড়াল	ছলই	*Funambulus pellnata*	ধূসর রঙের, লম্বা লেজ যুক্ত	গাছে থাকে	বেশী
বেজি	বেজি	*Herpestes auropunctatus*	ইদুরের মত লম্বা লোম যুক্ত লেজ	মাঠ ও জলাশয়ের ধারে	কম
লাল মুনিয়া	লাল মুনিয়া	*Estrilda amandava*	চড়াই-ও চেয়েও ছোট পাখি,ঠোঁটে লাল ছোপ,লেজ গোলচে ধরনের	ঝোপের মধ্যে খুব নিচুতেই	কম
ইষ্ট কুটুম	ইষ্টকুটুম	*Oriolus xanthornus*	ছোট আকারের ,সোনালী হলুদ মাথা ,কালো পাখা	হালকা বন বাগান এলাকায়	কম
মুনিয়া	মুনিয়া	*Lonchura punctulata*	চুড়ই পাখীর মত	কৃষি ক্ষেতে এবং স্যাঁতসেতে বনের আশে পাশে	কম
গোবক বা গাই বগ্লা	গোবক বা গাই বগ্লা	*Bulbulcus ibis*	সাদা রঙের অনেকটা ক্ষুদে ইগ্রেটদেরই মতো, শক্ত হলুদবর্ণের ঠোঁট থাকে	মাঠে-ঘাটে গরু- মহিষদেও আশে পাশে ঘুরতে দেখা যায়	কম
হাড়গিলা	হাড়গিলা	*Leptoptilos dubius*	গায়ের রঙ কালো, ধূসর আর ময়লা ধরনের সাদায় মেশানো, ঠোঁট হলুদ রঙের চতুষ্কোন ভারী গোঁজের আকৃতিবিশিষ্ট	প্রায় শুষ্ক জলাভূমি অথবা লোকালয়ের আশেপাশে যেখানেআবর্জনা ফেলা হয় সেই সব জায়গায় এদের দেখা যায়	কম
পানকৌড়ি	পানকেন্ডি়	*Phalacrocorax niger*	লেজ লম্বাটে শক্ত ,ঠোঁট সরুও চ্যাপ্টা ,গলায় সাদা রঙের ছোপ থাকে	জলের ধারের গাছে	কম
বালি হাঁস	বালি হাঁস	*Nettapus coronandelianus*	চকচকে কালো, মাথা, গলা, শরীরের নিচের অংশ সাদা	জলাশয়ে	কম
শিকরা	শিকরা বা শিকরে বাজ	*Accipiter badius*	শরীরের উপরিভাগ ছাই রঙা নীলচে ধূসর, নচের দিকটায় সাদার ওপর লালচে বাদামী ডোরার মতো দাগ আছে লেজের উপর চওড়া কালো কালো দাগ	গ্রামা এবং চাষের জমির কাছাকাছি জঙ্গলে গাছপালার মধ্যে দেখা যায়	কম

ধনেশ পাখী	ধনেশ	*Anthracoceros malabaricus*	বিচিত্র ঠোঁট ধূসর বর্ণের	মরা গাছের কোঠরিতে থাকে	কম
তোতা	তোতা	*Psittacula cupatria*	সবুজ রঙের হলুদ ঠোঁট	গাছে থাকে	কম
ভুতুম	ভুতুম	*Ketupa blebo*	পেঁচার মতই আকারে ছোট	গাছে থাকে	কম
সারস	সারস	*Grus antigone*	বকের মত ধূসর বর্ণের 197	জলাভুমি	কম
কুনো ব্যঙ	কুলো ব্যঙ	*Phacophorus sp.*	মাঝারি আকারের, কালো বর্ণের ,চামড়া অমসৃণ	ঘরের কোনে	কম
সাধারন ব্যাঙ	সাধারন ব্যাঙ	*Rana eyanophlyetis*	মাঝারি আকারের ব্যাঙ ,মসৃণ চামড়া ,বিভিন্ন রঙের	হালকা জঙ্গল ও কৃষি ক্ষেত্রের আশেপাশে	কম
চিতা বিড়াল	চিতা বিড়াল	*Felis bengalensis*	বিড়ালের মত	ঝোপ ঝারে	কম
টিটি পাখী	টিটি পাখী	*Psittacula krameri*	মাঝারি পাখী, পা লম্বা	জঙ্গলে গাছে	কম
ছিট ঘুঘু	ঘুঘু	*Streptopelia chinensis*	মাঝারি ,পায়রার মত	বড়গাছে	কম
ডাহুক	ডাহুক	*Amaurornis phoenicurus*	কাল লম্বা পা, হলুদ ঠোঁট	জলাশয়ে	কম
বন মুরগী	বনমুরগী	*Gallus sonneratii*	মোরগীর মত	ঝোপ ঝারে	কম
শিকরা বাজ	বাজ	*Accipiter badius*	চিলের মত	বড় গাছে মগ ডালে	কম
পানডুবি	ডুবুরি হাঁস	*Podiceps ruficollis*	হাঁসের মত	জলাশয়ে	কম
রাতচরা	রাতচরা	*Caprimulgus asiaticus*	আকারে ময়নার মতো,ধূসর, বাদামি ও লালচে হলুদ নরম পালকে ঢাকা দেহ	দিনের বেলায় ওদের ঝোপঝাড়ে দেখা যায়	কম
নীলকণ্ঠ	নীলকণ্ঠ	*Coracias benghalensis*	মাথাটি বড়ো, ভারী ঠোঁট এবং বুকের রঙ লালচে বাদামী	খোলামেলা চাষ-আবাদেরজমির আশেপাশেই থাকে	কম
বন বিড়াল	বন বিড়াল	*Felis chaus*	গায়ের রঙ পাঠের মত, লেজ কালো ও সাদা	ঝোাপঝারে	কম
নেংটি ইদুর	নেংটিইদুর	*Mus musculus*	ছোট আকারের ,লেজ লোম বিহীন	বাড়ি ঘরে ও শষ্য গুদামে	কম
সজারু	সজারু	*Hystrix idica*	মুখ সরু, সারা শরীর লম্বা কাটাযুক্ত	ঝোপ ঝারও শষ্যক্ষেতের পাশে থাকে	কম

বন্য শুকর	বন্য শুকর	*Sus cristatus*	দেশী শুকরের মত	জঙ্গলে থাকে	কম
তেলিয়া মুনিয়া	তেলিয়া মুনিয়া	*Lonchura punctulata*	চড়াই-ও চেয়েও ছোট পাখি,সাদামাটা বাদামী রঙের এদের লেজ সুচালো	নিচু ঝোপ ঝাড়েই	কম
ঢোরাসাপ	দৌঢ়াসাপ	*Xenochropsis piscator*	সাদা কালো বাঘের মত চামড়া	সরিশৃপ	বেশী
আন্দা সাপ	কানাসাপ	*Typhlops braminus*	চোখ নিক্রয় মাথা স্পস্ট নয় গর্তে থাকে	সরিশৃপ	কম
বনরুই	বনরুই	*Manis crassicaudata*	শক্ত আশযুক্ত বড় বেজীর মত সরু মুখ	হালকা বন, কচুবন, কলাবন	কম
গন্ডারীগুবরে	গন্ডারীগুবরে	*Oryetes rhinoceros*	কালোশক্ত ডানাযুক্ত পোকা মাথায় দুটি শিং থাকে	পঁচা আর্বজনায় থাকে	বেশী
চালপোকা	চালপোকা	*Sitophilus oryxae*	কালোরঙের ক্ষুদ্র পোকা	চাল ও গমের ভান্ডারে থাকে	বেশী
গাঁধীপোকা	গাঁধীপোকা	*Leptocorisa acuta*	শক্ত ডানা যুক্ত গায়ে কালো হলুদ গোল গোল ছোপ বিস্ত্রি গন্দযুক্ত	হালকা বনে থাকে	বেশী
আরশোলা	তেলেপোকা	*Perilaneta americana*	মস্ক বুকও উদর বিভক্ত গাঢ় বদামী রঙের	গৃহে	বেশী
জোঁক	জোঁক	*Hirudinaria granulosee*	অস্থিবিহীন মাংসালো প্রানী	অন্ধকারে বিজে সেতসেতে জায়গায় থাকে	বেশী
কেঁছো	কেঁছো	*Pheretima posthuma*	অস্থিবিহীন	বিজা মাটিতে থাকে	কম
মৌমাছি	মধুপোকা	*Apis indica*	ছোট মাছির মত হুল যুক্ত পোকা	গাছে এবং মাটির গর্তে	কম
মাছি	মাছি	*Musca domestica*	ছোট আকারের পতঙ্গ পাতলা ডানা মাথা বড়	আর্বজনায়	বেশী
উকুন	উকুন	*Pediculus humanus*	ছোট কীট	মানব এবং প্রানীর দেহে	বেশী
ঘাসফরিং	ঘাসফরিং	*Poecilocerus pictus*	ডানা বিশিষ্ট উরঙ্গ পতঙ্গ	ঘাসের মাঠ ও শষ্য ক্ষেতে	বেশী

উইপোকা	উলু	*Microtermes obesi*	সাদা রঙের রসালো কীট	আর্বজনায় মাঠে ও ক্ষেতে	বেশী
জোনাকী পোকা	জোনাকী পোকা	*Lymphyris noctiluca*	ছোট কীট ডানাযুক্ত রাত্রে আলো বের হয়	মাঠে ঘাঠে	কম
শামোখ	শামোখ	*Pila globosa*	কঠিন আবরণ ধীর গতিতে চলে	জল ও স্থলে	কম
ঝিনুক	ঝিনুক	*Pinctada volgaris*	শক্ত আভরণ যুক্ত আকারে লম্ভা	বদ্য জলাশয়ে	কম
সোনাব্যঙ	ঘাওয়া ব্যাঙ	*Rana tigrina*	বড় আকারের বুকের রঙ সাদা লম্বা পা যুক্ত	জলাশয়ে থাকে	কম
গেছুব্যাঙ	গেছুব্যাঙ	*Rhacophorus fergusonii*	সবুজ রঙের ছোট আকারের ব্যাঙ	গাছে থাকে	কম

৮.১ বি.এম.সির কিছু ফটো এ্যালভাম ঃ

সিদ্ধাপাড়া বি.এম.সির ফটো এ্যালভাম

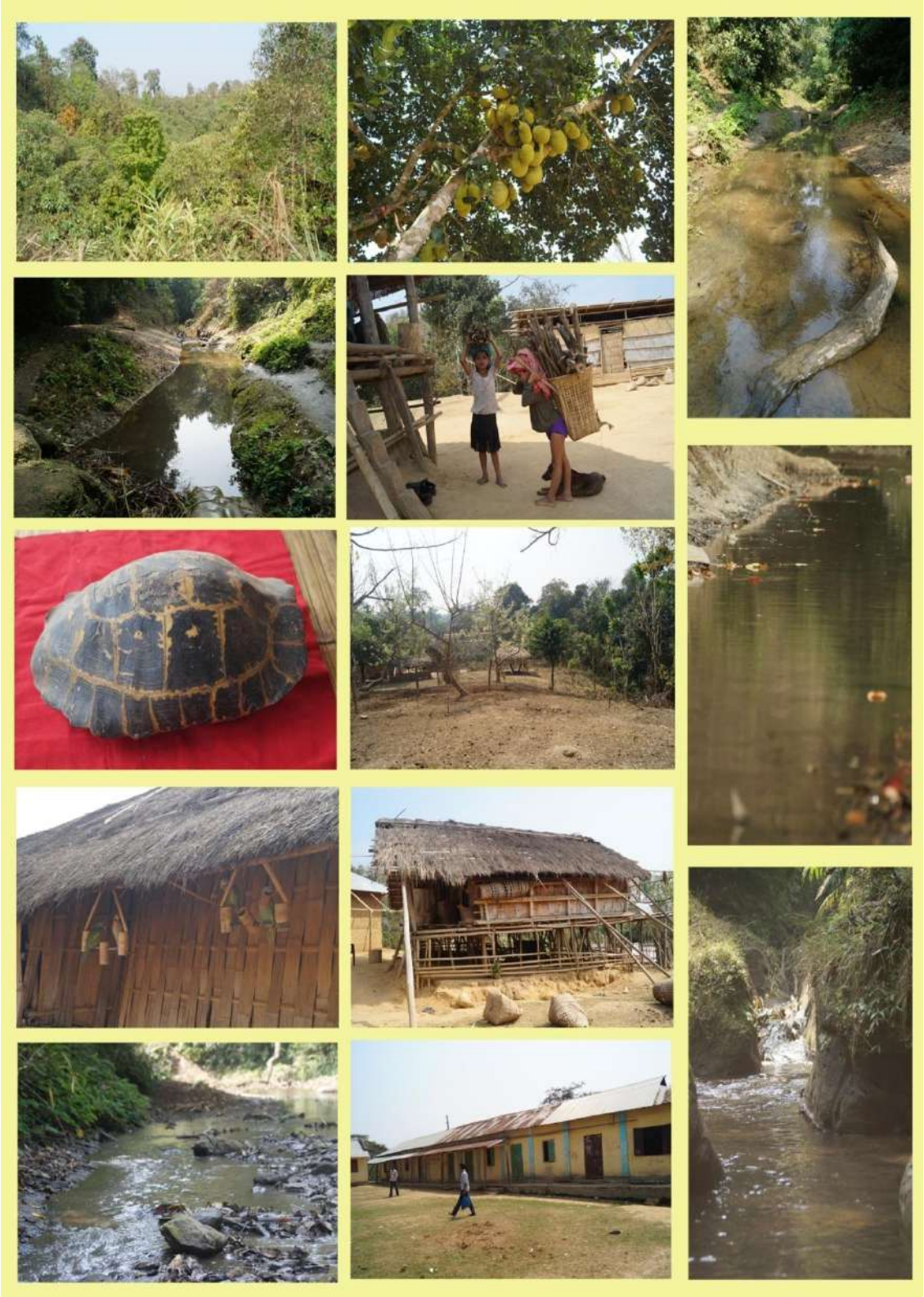

কর্মপাড়া বি.এম.সির ফটো এ্যালভাম

চাক্‌মাপাড়া বি.এম.সির ফটো এ্যালভাম

৮.২ টুকরো খবর ঃ

অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীদের পরামর্শে মিলেছে সাফল্য
ঠেকানো গেছে কচ্ছপের মৃত্যু কল্যাণসাগরে

আজকালের প্রতিবেদন: উদয়পুর, ২৯ অক্টোবর— বিজ্ঞানসম্মত নানান ব্যবস্থায় মাতাবাড়ি কল্যাণসাগরের কচ্ছপ ও মাছের মৃত্যু আপাতত বন্ধ হয়েছে। দর্শনার্থীরা মাছ ও কচ্ছপদের অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছে। কল্যাণসাগরের সিঁড়ির পাশে অনবরত ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় কচ্ছপ ও মাছগুলো। মন্দিরনগরী মাতাবাড়ির কল্যাণসাগরে ভাসমান কচ্ছপ ও মাছ দেখতে প্রায়ই মানুষের ভিড় লেগে থাকে। জলে খাবার ছিটিয়ে দিতেই কচ্ছপ ও মাছগুলোকে খেতে দেখা যায়। কিন্তু ৩-৪ মাস আগে কিছু কচ্ছপ মারা যায়। সে-সময় গোমতী জেলা প্রশাসন ও বন দপ্তরের উদ্যোগে বিদেশ থেকে বিজ্ঞানীদের আনা হয়।

বিজ্ঞানী গবেষকরা কল্যাণসাগরের জলের নমুনা, মাটি পরীক্ষা করে জলের মধ্যে অক্সিজেনের ঘাটতির কথা বলেন। অস্ট্রেলিয়ার ওই সব গবেষক ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ অনুযায়ী ইতিমধ্যে ১২টি অ্যারিয়েটর বসানো হয়েছে। এগুলো কল্যাণসাগরে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও গবেষকদের পরামর্শ অনুযায়ী কল্যাণসাগরের পূর্বপাড়ে একটি বড় হ্যাচারি তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে, কল্যাণসাগরের জলজ অভিযোজনকে সচেষ্ট রাখতে কংক্রিটের বাঁধানো সিঁড়ির একাংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। কিছু অ্যারিয়েটর খারাপ হয়ে গেছে। এগুলো ... উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ...

অজিত দেবনাথ। চায়না ঝেজিয়াগ ফ্রডি মেশিনারি কোম্পানির দুই কর্মী রামসঞ্জীবন মরিয়া ও বিশ্বজিৎকুমার চক্রবর্তী এই অ্যারিয়েটারগুলো জলে বসিয়েছেন। ওঁরা জানিয়েছেন, সবসময় এগুলো চললে জলে অক্সিজেনের ঘাটতি কমে যাবে। বরং জলে নতুন করে অক্সিজেন তৈরি হবে। এতে কচ্ছপ ও মাছগুলোর ভাল হবে। অনেক বেশি অক্সিজেন পাবে। মৎস্য দপ্তর প্রতিটি অ্যারিয়েটর কেনার জন্য ৪০ হাজার টাকা করে মোট ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। উদয়পুরের মহকুমা ... দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ... কর্মীরা কল্যাণসাগরের চারপাশ ...ষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছেন।

মানুষের আয়ু বাড়ায় বাগান চর্চা

কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর যারা বাগান চর্চার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটান তারা বসে থাকা অলস মানুষদের থেকে বেশি সুস্থ জীবন-যাপন করেন— এমনটাই জানিয়েছে সুইডেনের স্টকহোমের কারোলিনস্কা বিশ্ববিদ্যালয় হসপিটালের গবেষকরা। প্রায় চার হাজার মানুষের ওপর গবেষণা করে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। বাগান এবং ছোটখাট কাজের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত রাখতে পারলে স্ট্রোক কিংবা হৃদরোগের মতো জটিল অসুখ থেকে বিরত থাকা সম্ভব। বহু বছর ধরে চলা এই গবেষণায় দেখা গেছে ছোটখাট কাজ করা মানুষগুলির স্ট্রোক ও হৃদরোগের আশঙ্কা প্রায় ২৭ শতাংশ কম থাকে।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে

খাওরাবিল সীমান্তে জল উৎসবে পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কৈলাসহর, ১৬ অক্টোবর : আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পের অগ্রগতির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রায় ৫০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে নীরমহল, রুদিজলার সংস্কারে হাত লাগানো হয়েছে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের সাথে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ১৫ অক্টোবর সকাল ১১টায় খাওরাবিল সীমান্ত এলাকা জল উৎসবে উদ্বোধকের আলোচনায় একথা বলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী রতন ভৌমিক।

তথ্য- সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম ও গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে উত্তর - পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহায়তায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শহর উত্তরের খাওরাবিল জে বি স্কুল প্রাঙ্গণে। খাওরাবিল বিশাল জলাশয়কে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিন্হা, ভাইস চেয়ারম্যান ইনুছ মিঞা খাদিম, মহকুমা শাসক অজিত শুক্লদাস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর (পর্যটন উন্নয়ন নিগম) শান্তিজয় রিয়াং। স্বাগত আলোচনা রাখেন তথ্য আধিকারিক অমৃত দেববর্মা। পুরো অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাওরাবিল পঞ্চায়েতের প্রধান তালেব আলি। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আশপাশের গ্রামের প্রচুর মানুষজন ভিড় জমান।

একদিনের এই সীমান্ত এলাকা জল উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সাঁতার ও নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়। নৌকা বাইচে ১১টি দল অংশ নেয়। প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। রাতভর এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। গ্রামীণ সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। দলগত ধামাইল, বাউল, ভাটিয়ালী গানের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় মেলার রূপ ধারণ করে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, আমাদের রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। অনেক পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তোলা সম্ভব। রাজ্যের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের প্রতিটি উৎসবই সবার উৎসবে পরিণতি হয়েছে। সবাই প্রতিটি উৎসবে অংশ নেন। রাজ্যের ঐতিহ্য- শান্তি- সম্প্রীতি। এই ঐতিহ্যকে হাতিয়ার করেই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ আলোচনায় মিলনের উৎসব থেকে সমৃদ্ধ রাজ্য গড়ার স্বপ্ন পূরণের আহ্বান জানান।

কৈলাসহরের সীমান্ত গ্রাম খাওরাবিল। এই পঞ্চায়েত হিন্দু- মুসলিম জনগণের ঐক্যের অনন্য নজির। অধিকাংশ বাসিন্দা মাছ চাষের উপর নির্ভরশীল। গ্রামজুড়ে প্রচুর জলাশয়। খাওরাবিল পঞ্চায়েতের মাছ মহকুমার বাজারগুলোর অধিকাংশ চাহিদা মেটায়। এখানকার ১১৫ কানি জলাশয় নিয়ে গড়ে উঠেছে খাওরাবিল মান্টিপারপাস কো- অপারেটিভ সোসাইটি। ছোট-বড় জলাশয়গুলোকে একত্র করেই বড় আকারে এখানে জলাশয় গড়ে — হয়েছে। রাজ্য — ... ৭১টি পরিবারকে নিয়ে খাওরাবিল মাল্টিপারপাস কো- অপারেটিভ গড়ে তোলায় প্রতিটি পরিবারের বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে গৌরনগর ব্লকের উদ্যোগে এম জি এন রেগা প্রকল্পে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে এই বিশাল জলাশয়ের চারপাশের বাঁধ নির্মাণ করে দেওয়া হয়। গত দুই বছরে এই জলাশয় থেকে সুবিধাভোগীদের আয় হয় ২১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। এই বিশাল জলাশয়ের মাঝখানে ২ হেক্টর টিলা জমিও রয়েছে। মনোরম দৃশ্যে ভরপুর এই জলাশয়কে কেন্দ্র করে ... কেন্দ্র গড়ে তোলা ... ...

... সংস্কার করা, জলাশয়ে স্পীড বোট চালু করা, স্লুইস গেট নির্মাণ, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা, পাকা ঘাট নির্মাণের দাবি জানানো হয়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর খাওরাবিলে বৃহৎ জলাশয় ছাড়াও রয়েছে একটি পুরনো মন্দির। প্রতি বছর এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে মেলার আয়োজন হয়। আশপাশ এলাকার মানুষজন ছাড়াও মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের সব ধর্মের মানুষজন এই মেলায় শামিল হন। পাশের গ্রামে রাজন্য আমলের নিদর্শন হিসেবে ... ...নে একটি বড় জলাশয় ...মুখে প্রচলিত ইন্দ্র ...খানে একটি অস্ত্রাগার ... পুরো এলাকা নিয়ে ... গড়ে উঠার সম্ভাবনা

বিশ্বের সেরা ভূ-পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ পাঠাতে চলেছে ভারত

যন্ত্রমানবের দাপাদাপি শঙ্কিত মানবজীবন

উষ্ণতম বছর
২০১৪
নিউইয়র্ক : বিশ্ব উষ্ণায়ন যে কতটা
মারাত্মক প্রভাব ফেলছে পৃথিবীতে তার
প্রমাণ আরও একবার মিলল। শীতের
কামড় ও তুষারপাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
কিংবা ইউরোপের দেশগুলিতে অনেক
মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। আর এই গ্লোবাল
ওয়ার্মিং'এর কারণেই ২০১৪-কে
উষ্ণতম বছর হিসেবে চিহ্নিত করছেন
বিজ্ঞানীরা। চলতি বছরের জানুয়ারি
থেকে অক্টোবরের তাপমাত্রার পার্থক্য
মেপে এমন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে
গবেষকরা। ন্যাশনাল ওশিয়ানিক
বেখেয়ালি আবহাওয়ায় সমস্যা বাড়ছে
অপরাজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে হুদহুদ

গেরস্থালি

ঘরের কিছু সাধারণ টিপসের সুলুকসন্ধান—

চা পাতা পোড়ানোর ধোঁয়া
ব্যবহৃত চা পাতা ফেলে না দিয়ে শুকিয়ে ধুনোর বদলে ব্যবহার করলে সেই ধোঁয়ায় ঘরের সব মশা-মাছি পালিয়ে যাবে।

সোনার গয়নার উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে
সোনার গয়না দীর্ঘদিন থাকলে ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে। টুথপেস্ট গয়নার ওপর ঘষে কিছুক্ষণ রেখে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে গয়নায় আবার আগের উজ্জ্বলতা ফিরে আসবে।

পেতলের বাসন ঝকঝকে করে তুলতে
পেতলের বাসন ঝকঝকে করে তুলতে সরষের তেলে কয়েকফোঁটা হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে বাসন মাজলে নতুনের মতো দেখাবে।

রান্নার পাত্র পুড়ে গেলে
রান্না পুড়ে গিয়ে পাত্রের তলায় আটকে গেলে পাত্রটিকে নুন জলে ভরে গ্যাসে হাল্কা আঁচে বসালেই পোড়া অংশটি আলগা হয়ে উঠে আসবে।

ঘন দই পেতে হলে
দই পাতবার সময় দুধের মধ্যে এক চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে দিলে দই অনেক বেশি ঘন হবে।

ঘিয়ের স্বাদ অপরিবর্তিত রাখতে
এক টুকরো সন্ধক লবণ ঘি'এর শিশির মধ্যে রেখে দিলে ঘি বেশিদিন ভালো থাকবে, স্বাদেরও পরিবর্তন হবে না।

বিস্কুট ভাল রাখতে
বিস্কুটের টিনে এক টুকরো ব্লটিং পেপার রেখে দিলে বিস্কুট নেতিয়ে যাবে না।

দেশলাই বাক্স ভাল রাখতে
দেশলাই বাক্স ভিজে গেলে তার মধ্যে কয়েক টুকরো চাল রেখে দিলে কাঠিগুলি আবার জ্বালানো যাবে।

লেবুর খোসা ঘষলে
স্নানের আগে লেবুর খোসা দিয়ে পায়ের গোড়ালি ঘষলে গোড়ালি ফাটবে না এবং নরম থাকবে।

জামায় পেনের কালির দাগ লাগলে
বাচ্চাদের স্কুল ড্রেসে বা জামায় পেনের কালির দাগ লাগলে কাঁচা দুধ দিয়ে ঘষে দিলে কালির দাগ উঠে যাবে।

ডিমছাড়া কেক বানাতে হলে
কেক বানাতে গিয়ে ডিম না থাকলে প্রতিটা ডিমের বদলে এক টেবিল চামচ দুধ ও দু চামচ কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করলে তা ডিমের কাজ করবে।

ব্লক এলাকার কিছু গ্রামীন খেলাধুলা

চাকমাপড়া বি.এম. সি

গঙ্গানগর বি.এম. সি

৮.২- তথ্যসূত্র

ক্রমিকনং	পুস্কিার নাম	লেখকের নাম
১.	ত্রিপুরার গাছপাল, ত্রিপুরার ভেষজ জলজ গাছপারা, ত্রিপুরার উপকারী গাছপারা, রান্নার মসল্লার ভেষজ গুন, বাঁশ সম্পদ, গাছপালার বৈজ্ঞানিক নাম উদ্ভিদ জগৎ ও ত্রিপুরা আলাপে- সংলাপে, গুনেভরা সবজী।	নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
২.	গবফরপরহধষ চষধহঃং ড়ভ ঞৎরঢ়ঁৎধ	উৎ. অ.ক. এঁঢ়ঃধ, ওঋঝ, উববঢ়ধ উ. ঘধরৎ, ওঋঝ, ঐরসধহএংযঁ উধং, অঃধহঁ ঈযধশৎধনড়ৎঃু.
৩.	পথচলিত গাছ-গাছড়ায় রোগ মুক্তি	সম্ভু নাথ দত্ত
৪.	মেচৈরিয়া মেডিকা	এম চক্রর্বত্তী
৫.	ত্রিপুরার আদিবাসী	ত্রিপুরা দর্পন
৬.	আধুনিক গরু মহিষ পালন ও চিকিৎসা	এম চক্রবর্ত্তী
৭.	জীব বৈচিত্র্য সংকট ও মুক্তির উপায়	সুরেশ কুন্তু
৮ .	ভেষজ গাছপালায় সহজে রোগ নিরাময়	ডঃ দুলাল চন্দ্র পাল
৯.	ঞযব ইড়ড়শ ড়ভ ওহফরধ	ক.ঈ. ঝধযহর
১০.	ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের কারু শিল্পি	সুবিমল রায়
১১.	সোনা নয় রুপা নয় মাছ	তরুন রায় চৌধুরী
১২.	উরপঃরড়হধৎু ড়ভ উপড়হড়সরপ চষধহঃং রহ ওহফরধ	টসৎধড় ঝরহময, অ.গ. ডধফযধিহর, ই.গ. ঔড়যৎর
১৩.	ত্রিপুরার ভৌগলিক সম্পদ	পীযূষ কান্তি পাল
১৪.	উপজাতি কৃষ্ট ও কৃষি	ডঃ বিভুত সরকার
১৫.	রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহ্যাস গ্রন্থেরা	পান্নালাল রায়
১৬.	কহড়ণিড়ঁৎ ংঃধঃব ঞৎরঢ়ঁৎধ	পার্থ প্রতিম ভট্টাচার্য্য
১৭.	পাখীদের ঘর গেরস্থালি	সমিত রায় চৌধূরী
১৮.	পরিবেশ দূষন ও ত্রিপুরা	জীবন কৃষ্ণ সাহা
১৯.	বিপন্ন পরিবেশ বিপন্ন পৃথিবী	প্রদীপ কুমার দাস
২০.	ঞৎরনধষ ঋষধশ সবফরপরহব ড়ভ ঞৎরঢ়ঁৎধ	উৎ. ক. উবননধৎসধ
২১.	আয়র্বেদিক চিকিৎসা	কালী কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
২২.	ত্রিপুরার স্থান নাম	প্রবাল বর্মন
২৩.	ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য একটি সমিক্ষা	ডঃ পমিনী চক্রবর্ত্তী
২৪.	পরিবেশ প্রসঙ্গ তত্বে ও অথ্যে	অনিন্দ ভুক্ত
২৫.	ত্রিপুরার বনৌষধি	ডঃ দিলীপ কুমার রায় এম. এস. সি পি. এইডি
২৬.	জন জীবনে সাপ	সুরেশ কুন্ডু
২৭.	ত্রিপুরার উপজাতি ও চা শ্রমিক মহিলাদের জীবন কথা	সূপ্রীতি ভট্রাচায
২৮.	প্রানীদের বৈজ্ঞানিক নাম	সাধানা সরকার
২৯.	ডরষফ ড়ৎপযরঃং ড়ভ গবমযধষধুধ.	ঈ.ঝ জরহময.
৩০	ত্রিপুরার স্থাননাম	প্রবাল বর্মন
৩১	প্রত্ন-রত্ন ভান্ডার, পিলাক	ড. আশিস কুমার বৈদ্য